সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mof.gov.bd

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি ২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি

২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫

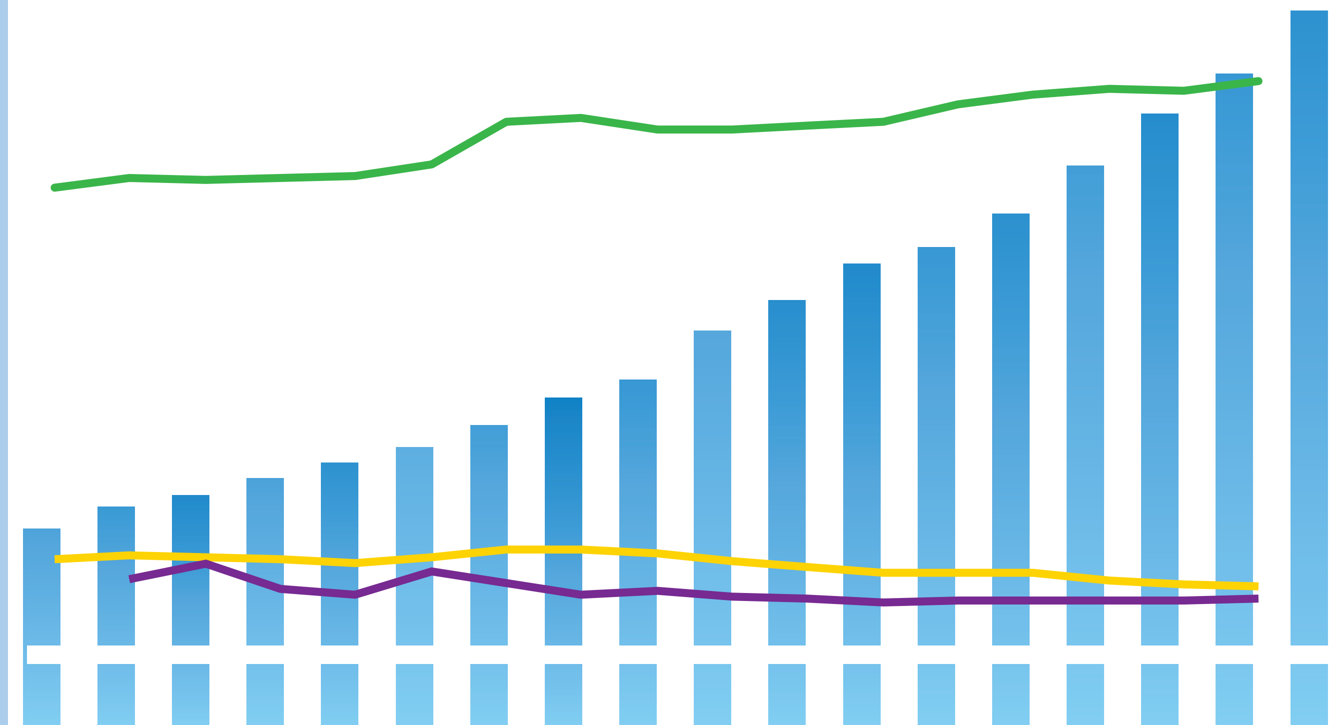

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি
২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫

সরকারি অর্থ ও বাজেট

ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯-এর

১১ ধারা অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ / ৯ জুন ২০২২)

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইটঃ www.mof.gov.bd

নীতি বিবৃতি প্রস্তুতে যারা অবদান রেখেছেন

প্রধান উপদেষ্টা:	আব্দুর রউফ তালুকদার, সিনিয়র সচিব
সম্পাদকমন্ডলী:	ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার, অতিরিক্ত সচিব
	ড. মোহাম্মদ আলতাফ-উল-আলম, অতিরিক্ত সচিব
প্রণয়নকারী	দিলরুবা শাহীনা, যুগ্ম-সচিব
কর্মকর্তাবৃন্দ:	ড. নাজমুস সায়াদাত, যুগ্ম-সচিব
	আবু দাইয়ান মোহম্মদ আহসানউল্লাহ্, উপসচিব
	মোহাম্মদ জহিরুল কাইউম, উপসচিব
	মানোয়ার হোসেন মোল্লা, উপসচিব
	মোস্তফা মোরশেদ, উপসচিব
	ড. জয়নাল আবদিন, উপসচিব
	তৌহিদ ইলাহী, উপসচিব
	ড. মোঃ মতিউর রহমান, উপসচিব
	মোঃ ফিরোজ হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব
	আবদুল মন্নান, সিনিয়র সহকারী সচিব
	সুহানা ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত কিছু তথ্য সাময়িক যা পরবর্তীতে পরিবর্তন হতে পারে।

যোগাযোগের ঠিকানা: অতিরিক্ত সচিব, সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

টেলিফোনঃ (+৮৮-০২) ২২৩৩৫৬০১৯, ই-মেইলঃ mozumderk@yahoo.com
ওয়েবসাইটঃ www.finance.gov.bd
ISBN: 978-984-35-2578-9

মুখবন্ধ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার পথে দৃপ্তপদে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা সবেমাত্র আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছি। এ মহান এবং আনন্দঘন মাহেন্দ্রক্ষণেই আমাদের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ আমাদের সরকারের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক যা সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রাজ্ঞ নীতি ও কৌশল অনুসরণের কারণেই সম্ভব হয়েছে। অধিকন্তু, আমরা এখন বিশ্বের পাঁচটি দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি এবং জিডিপি'র আকারের দিক থেকে বিশ্বে ৪১তম স্থানে অবস্থান করছি। সরকারের ১৩ বছরে আমাদের দারিদ্র্য হার ৩৩.৪ শতাংশ থেকে ২০.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় প্রায় চারগুণ বেড়ে ২,৮২৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দেশের সবচেয়ে দরিদ্রতম ২৬২টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্তকরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে। রূপকল্প ২০৪১ তে চরম দারিদ্র্য নির্মূল, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প, যেমন পদ্মা বহুমুখী সেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এ বছর যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হবে যা দেশের যোগাযোগ অবকাঠামোর রূপান্তর ঘটাবে।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও কোভিড-১৯ অতিমারি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৩.৪৫ শতাংশে নামিয়ে আনে। তবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে দক্ষতার সাথে রাজস্ব ও মুদ্রানীতি সংক্রান্ত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ বাস্তবায়নের ফলে উৎপাদন ও সেবা খাতের কর্মকাণ্ডে শক্তিশালী পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬.৯ শতাংশ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.২৫ শতাংশে উন্নীত হয়। স্বাস্থ্য খাতেও আমরা ভাল করেছি, এবং ১২ বছরের বেশি বয়সী প্রায় সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীকে পূর্ণ টিকার আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছি। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতজনিত অনিশ্চয়তার কারণে বিশ্বব্যাপী পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি আমাদের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে এক নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। এমন এক সময়ে এ সংঘাত চলছে যখন বিশ্বে সবেমাত্র অতিমারির অভিঘাত হতে পুনরুদ্ধার শুরু হয়েছে। তেল, জ্বালানি, সার ও খাদ্যপণ্যের বৈশ্বিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, সরবরাহ শৃঙ্খলে জট,

রপ্তানিতে বাধা ইত্যাদি কারণে এ সংঘাতের প্রভাব বাংলাদেশের উপরও কিছুটা পড়েছে। সব মিলিয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন সামরিক সংঘাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে যাচ্ছে। তবে দীর্ঘমেয়াদে এ প্রভাব কতটা গুরুতর হবে তা নির্ভর করবে সংঘাত ও এ থেকে উদ্ভূত সংকট কতটা দীর্ঘায়িত হয় তার উপর।

এ পটভূমিতে, আমরা 'মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি, ২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫' প্রকাশ করছি যা সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯-এর ১১ ধারা অনুযায়ী সংসদের সামনে পেশ করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা ও কৌশলের উপর একটি ব্যাপক-ভিত্তিক আলোচনা বা ডিসকোর্স হিসেবে, এ নীতি বিবৃতি সাম্প্রতিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি রূপরেখাসহ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং সরকারের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্য ও কৌশলগত অগ্রাধিকারসমূহের একটি নির্মোহ মূল্যায়ন উপস্থাপন করছে। এছাড়াও,বিবৃতিটি মধ্যমেয়াদি ঋণ গ্রহণের কৌশল ও লক্ষ্য, তৎসঙ্গে জড়িত ঝুঁকি এবং উক্ত ঝুঁকি হ্রাসের উপায় সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছে। বিবৃতিটিতে মূল্যস্ফীতির চাপ মোকাবেলা এবং বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পণ্যমূল্যের বৈশ্বিক উল্লম্ফণজনিত কারণে লেনদেন ভারসাম্যের উপর চাপ হ্রাসের কৌশলের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। অধিকন্তু, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্য পূরণ করতে হলে বাংলাদেশকে চাকুরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে এবং সে লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক পরিবেশ, উচ্চতর মানবসম্পদ, দক্ষ শ্রমশক্তি, কার্যকর অবকাঠামো এবং বেসরকারি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করে এমন একটি নীতি পরিবেশ সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করতে হবে, যা এ বিবৃতিতে আলোচনা করা হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, নীতি বিবৃতিটি মাননীয় সংসদ সদস্য, নীতিনির্ধারক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে দরকারি হিসেবে পরিগণিত হবে। বিবৃতিটি তৈরিতে পরিশ্রম এবং অবদানের জন্য আমি অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির স্বাভাবিক ধারায় প্রত্যাবর্তন	
মূল বিবেচ্য বিষয়সমূহ	২
অতিমারি হতে পুনরুদ্ধার	২
অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৭
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	৮
মূল্যস্ফীতি ও আর্থিক খাত	৯
মধ্যমেয়াদি নীতি ও কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ	১০
কোভিড-১৯ হতে পুনরুদ্ধারের জন্য নীতি এবং কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ	১০
সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়ন	১২
দীর্ঘমেয়াদি নীতি ও কৌশল	১৪
ভিশন ২০৪১ এবং ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)	১৪
বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০	১৭
পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন	১৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	
সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	
সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতি ও স্বল্পমেয়াদি প্রক্ষেপণ	২১
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	২৩
প্রকৃত খাত	২৩
রাজস্ব খাত	২৭
মুদ্রা ও ঋণ খাত	২৯
বহিঃখাত	৩১
উদীয়মান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা	৩৪

তৃতীয় অধ্যায়
সরকারি ব্যয় এবং খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার

সরকারি ব্যয় নির্বাহের চিত্র	৩৯
কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকারি ব্যয়	৪০
সরকারি ব্যয়ের সার্বিক গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৪১
চলতি ও মূলধন ব্যয়	৪২
চলতি ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৪৪
বেতন ও ভাতাদি	৪৫
পণ্য ও পরিষেবায় সরকারি ব্যয়	৪৫
ভর্তুকি ও হস্তান্তর ব্যয়	৪৬
ঋণের সুদ বাবদ পরিশোধ	৪৯
মূলধন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৫০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	৫০
মধ্যমেয়াদে (২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর) ব্যয়ের খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার	৫১
জীবনরক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে শক্তিশালীকরণ	৫২
কৃষি	৫৪
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	৫৬
কর্মসৃজন	৫৭
শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৬০
আইসিটি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ	৬২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৬৩
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৬৪
পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৫

চতুর্থ অধ্যায়
রাজস্ব আহরণ ও ঋণ কৌশল

রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ	৬৯
রাজস্ব আদায়ের গতিধারা	৭১
উৎসভিত্তিক রাজস্ব আহরণ	৭২
এনবিআর আদায়কৃত কর রাজস্বের বিভাজন	৭৩
কর বহির্ভূত রাজস্বের বিভাজন	৭৫
সামগ্রিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)	৭৭

কর অব্যাহতি এবং রাজস্ব আদায়ে এর প্রভাব	৭৯
রাজস্ব প্রশাসনে সংস্কার কার্যক্রম	৮০
মধ্যমেয়াদে রাজস্ব পূর্বাভাস	৮৫
ঘাটতি অর্থায়ন এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা	৮৭
ঘাটতি অর্থায়ন	৮৭
অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন	৮৮
বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়ন	৮৯
ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা	৮৯
মধ্যমেয়াদে অর্থায়নের পূর্বাভাস	৯১
অর্থায়ন ব্যয়	৯৩
অর্থায়ন কৌশল	৯৫
ঋণ-স্থিতির প্রোফাইল	৯৭
ঋণ-স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ	৯৯
ঋণ ধারণ সক্ষমতা	১০০
প্রচ্ছন্ন দায়	১০২

সারণি তালিকা

প্রথম অধ্যায়		পৃষ্ঠা
সারণি ১.১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনার প্যাকেজসমূহ	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়		
সারণি ২.১	বৈশ্বিক অর্থনীতি: প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির হার	২২
সারণি ২.২	চাহিদার দিক থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক অবদান	২৩
সারণি ২.৩	জিডিপি'র খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি	২৪
সারণি ২.৪	মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫)	৩৬
তৃতীয় অধ্যায়		
সারণি ৩.১	২০২১ সালে কতিপয় দেশের সরকারি ব্যয়/জিডিপি অনুপাত	৪০
সারণি ৩.২	সরকারি ব্যয়ের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা	৪১
সারণি ৩.৩	নামিক সরকারি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি	৪২
সারণি ৩.৪	সরকারি ব্যয়ের বিভাজন (বাজেটের শতকরা হারে)	৪৩
সারণি ৩.৫	সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন (জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)	৪৪
সারণি ৩.৬	চলতি ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৪৪
সারণি ৩.৭	বেতন ও ভাতাদি বাবদ ব্যয়	৪৫
সারণি ৩.৮	পণ্য ও পরিষেবা খাতে সরকারি ব্যয়	৪৬
সারণি ৩.৯ক	নগদ ঋণ এবং ভর্তুকি	৪৭
সারণি ৩.৯খ	রাজস্ব প্রণোদনা	৪৮
সারণি ৩.১০	সরকারি ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় (মোট ব্যয়ের শতকরা হারে)	৪৯
সারণি ৩.১১	মূলধন ব্যয় ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প (জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)	৫০
সারণি ৩.১২	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন	৫১
সারণি ৩.১৩	খাতভিত্তিক প্রোগ্রাম ব্যয় (২০১৯-২০ থেকে ২০২৪-২৫)	৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

সারণি ৪.১	রাজস্ব আহরণের তুলনামূলক চিত্র (জিডিপির শতাংশ)	৬৯
সারণি ৪.২	বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজস্ব আদায় (জিডিপির শতাংশ)	৭০
সারণি ৪.৩	রাজস্ব আহরণ ২০১৬-১৭ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)	৭১
সারণি ৪.৪	রাজস্ব আদায়ের প্রধান উৎস (বিলিয়ন টাকা)	৭৩
সারণি ৪.৫	এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)	৭৪
সারণি ৪.৬	কর বহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)	৭৬
সারণি ৪.৭	রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি ২০২১-২২ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)	৭৮
সারণি ৪.৮	রাজস্ব আহরণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকা)	৮৬
সারণি ৪.৯	বাজেট ঘাটতি ও ঋণ (জিডিপির শতাংশ)	৮৭
সারণি ৪.১০	ঘাটতি অর্থায়ন (২০১৪-১৫ হতে ২০২০-২১)	৮৮
সারণি ৪.১১	ঘাটতি অর্থায়নের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ	৯১
সারণি ৪.১২	ঋণের ব্যয়	৯৪
সারণি ৪.১৩	ঋণের আকার (২০১১-১২ হতে ২০২০-২১)	৯৮
সারণি ৪.১৪	ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ	৯৯

চিত্র তালিকা

প্রথম অধ্যায়

চিত্র ১.১	মাসিক শিল্প উৎপাদন সূচক (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬=১০০)	৪
চিত্র ১.২	রপ্তানি (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৫
চিত্র ১.৩	আমদানি (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৫
চিত্র ১.৪	প্রবাস আয় (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৬
চিত্র ১.৫	গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স, ২০২১ এ বিভিন্ন দেশের ক্রম	৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিত্র ২.১	জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	২৫
চিত্র ২.২	মূল্যস্ফীতির ধারা (%)	২৭
চিত্র ২.৩	ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদের হার ব্যবধানের প্রবণতা	৩০

তৃতীয় অধ্যায়

চিত্র ৩.১	মোট সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র শতকরা হারে)	৪২
চিত্র ৩.২	রাজস্ব প্রণোদনার গঠন (বিলিয়ন টাকা)	৪৯

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্র ৪.১	সাধারণ সরকারি রাজস্ব ২০১৭-২০২১ (জিডিপির শতাংশে)	৭০
চিত্র ৪.২	রাজস্ব আহরণ (জিডিপির শতাংশে)	৭২
চিত্র ৪.৩	এনবিআর কর রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হালচিত্র (%)	৭৫
চিত্র ৪.৪	কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ অর্থবছর ২০১৭-২০২১	৭৭
চিত্র ৪.৫	২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব সংগ্রহের হালচিত্র	৭৯
চিত্র ৪.৬	অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন (জিডিপি'র শতাংশে)	৮৯
চিত্র ৪.৭	ঘাটতি অর্থায়নের প্রবনতা (জিডিপির শতাংশে)	৯০
চিত্র ৪.৮	মধ্যমেয়াদে অর্থায়নের প্রবণতা	৯৩

চিত্র ৪.৯	অন্তর্নিহিত সুদহারের পরিবর্তন	৯৫
চিত্র ৪.১০	ঋণের স্থিতিতে পরিবর্তন (জিডিপির শতাংশে)	৯৬
চিত্র ৪.১১	ঋণের আকার (২০১১-১২ হতে ২০২০-২১)	৯৮
চিত্র ৪.১২	ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (জিডিপির শতাংশে)	১০০
চিত্র ৪.১৩	জিডিপি'র ভিত্তিবছর পরিবর্তনের ফলে বাজেট ঘাটতি ও জিডিপি'র অনুপাতে পরিবর্তন	১০১
চিত্র ৪.১৪	জিডিপি'র ভিত্তিবছর পরিবর্তনের ফলে ঋণ ও জিডিপি'র অনুপাতে পরিবর্তন	১০১

বক্স তালিকা

প্রথম অধ্যায়

বক্স ১.১	২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উন্নয়ন অগ্রাধিকার	১৫
বক্স ১.২	২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার প্রধান ভৌত লক্ষ্যসমূহ	১৬
বক্স ১.৩	বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর লক্ষ্যসমূহ	১৭

প্রথম অধ্যায়

টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির স্বাভাবিক ধারায় প্রত্যাবর্তন

বিগত ১৩ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছে। টেকসই উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ায় কোটি মানুষের জীবন বদলে গিয়েছে। ২০১৫ সালে নিম্ন-আয়ের দেশ (এলআইসি) হতে উন্নীত হবার পর বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নীত হবার পথে রয়েছে। এ অভিযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক চলকের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যেমন, মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু, সাক্ষরতার হার, মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ ইত্যাদিতে লক্ষ্যণীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

১.২ কোভিড-১৯ অতিমারি এবং এর সাথে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চলমান বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বড় ধরনের বাধা সৃষ্টি করেছিল। প্রবৃদ্ধির হার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭.৮৮ শতাংশের বিপরীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩.৪৫ শতাংশে নেমে আসে। এর প্রেক্ষাপটে সরকার নাগরিকদের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অর্থনীতিকে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়, যার কয়েকটি প্যাকেজ সরাসরি বাজেটের অর্থায়নের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় এবং কয়েকটি ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এর ফলে, ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থনীতি দ্রুত মূলধারায় ফিরে এসেছে এবং ৬.৯৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠে ২০২১-২২ অর্থবছরেও প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং ৭.২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে ২০২২ সালের প্রথম দিকে শুরু হওয়া রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার সংকট এবং পরবর্তীতে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল ও খাদ্যপণ্যের মূল্যের অস্থিরতা অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে, আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের সময় সরকার তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে; যেমন, অতিমারির ক্ষতি কাটিয়ে উঠে পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার অর্জন, বৈশ্বিক নেতিবাচক প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে সুরক্ষা প্রদান এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের ধারা মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত রাখা।

১.৩ উপরে উল্লিখিত তিনটি প্রধান লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার মধ্যমেয়াদে যেসব সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি কৌশল অনুসরণ করবে তা এ নীতি বিবৃতি-তে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । মধ্যমেয়াদি এ নীতি কাঠামোয় ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব এবং আগামী ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে মৌলিক বিষয় এবং নীতিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে, যা কোভিড-১৯ এর প্রভাব বিবেচনা করে আগামী বছরগুলিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিপথকে প্রভাবিত করবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সরকারি ব্যয় এবং খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও ঋণ কৌশল বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

মূল বিবেচ্য বিষয়সমূহ

অতিমারি হতে পুনরুদ্ধার

১.৪ ২০২১ সালের শেষার্ধ হতে কোভিড-১৯ অতিমারির নেতিবাচক অর্থনৈতিক প্রভাব কমতে শুরু করেছে। কোভিড টিকাদান কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও স্বাস্থ্য খাতের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি থাকায় ডেল্টা সংক্রমণ (জুলাই থেকে আগস্ট ২০২১) এবং ওমিক্রন সংক্রমণ (জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২২) এর সময়েও জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর এর প্রভাব উল্লেখযোগ্যহারে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন এবং ঋণের প্রবৃদ্ধির মতো সূচকগুলো হতে প্রতীয়মান যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথমার্ধে অর্থনীতির সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকবে। তবে ইউক্রেনের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া নতুন বাধার সম্মুখীন হয়েছে, যা চলতি হিসাবের ঘাটতি এবং মূল্যস্ফীতি চাপকে বাড়িয়ে দিবে।

১.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের শক্তিশালী প্রবণতা ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথমার্ধে অব্যাহত ছিল। সরবরাহের দিক থেকে বলা যায়, উৎপাদন এবং সেবা খাতের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির চাকা পুনরায় সচল হয়েছে। অন্যদিকে চাহিদার দিক থেকে বলা যায়, রপ্তানির ঊর্ধ্বগতি এবং ব্যক্তিগত ভোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল থাকলেও ২০২১-২২ অর্থবছরে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেল, খাদ্যদ্রব্য ও পণ্যের

মূল্য বৃদ্ধির কারণে তা বেড়ে যায়। ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিবারের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিলে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট' অনুসারে, আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার সংজ্ঞা (২০১১ সালের পিপিপি-তে প্রতিদিন ১.৯ মার্কিন ডলার) অনুযায়ী বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১.৯ শতাংশ হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দামও বেড়েছে। বৈশ্বিক পণ্য সরবরাহে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও পণ্যের বৈশ্বিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। ২০২১ সালে উন্নত অর্থনীতি, উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি সব ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, যার সাথে সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতিও গতিশীল ছিল। করোনা অতিমারি শুরুর পর্যায়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুতি ছিল, যার ফলে অতিমারির নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন সম্ভবপর হয়েছে। একটি সময়োপযোগী প্রণোদনা কার্যক্রম এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও সহায়ক মুদ্রানীতির কারণে ম্যানুফেকচারিং খাতের উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে, যা আয়-হ্রাসের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সহায়তা করেছে।

১.৬ সরবরাহের দিক থেকে উৎপাদন এবং সেবা খাতের দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানো অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। ২০২০-২১ অর্থবছরে শিল্প উৎপাদন সূচকের (বৃহৎ এবং মাঝারি) প্রবৃদ্ধি ১৮.৬৪ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে গত ২০২০-২১ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ১৮.৫২ শতাংশ হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে শিল্প উৎপাদন সূচকের উপ-সূচকগুলির প্রবৃদ্ধি ছিল চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতে ৪৩.৭১ শতাংশ, তৈরি পোশাক খাতে ৩৩.৯১ শতাংশ, টেক্সটাইল খাতে ২৪.১৩ শতাংশ, নন-মেশিন ধাতু পণ্য খাতে ২১.০৭ শতাংশ, মৌলিক ধাতু খাতে ১৭.৮০ শতাংশ, ফার্মাসিউটিক্যালস ও ঔষধশিল্পের রাসায়নিক দ্রব্য খাতে ৯.১৮ শতাংশ, অ-ধাতু খনিজ পণ্য খাতে ৪.২৭ শতাংশ এবং খাদ্যপণ্য খাতে ৩.৪১ শতাংশ যা মূলত: আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পুনরুদ্ধারের কারণে সম্ভবপর হয়েছে।

চিত্র ১.১: মাসিক শিল্প উৎপাদন সূচক (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬=১০০)

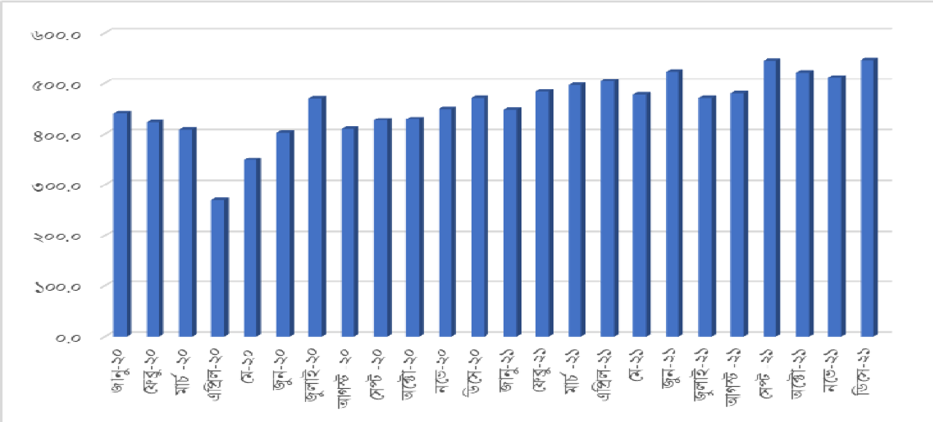

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

১.৭ সেবা খাতে, চলাচলের বিধিনিষেধ শিথিল হওয়ায় খুচরা বিক্রয়, হোটেল এবং রেস্তোরাঁর ব্যবসা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে। চাহিদার দিক থেকে, প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক ছিল রপ্তানি এবং ব্যক্তি পর্যায়ের ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি হ্রাস পাওয়ার পর, বৈশ্বিক চাহিদা পুনরুদ্ধারের সাথে সাথে রপ্তানিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৫.১০ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) ৩৫.১৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যার অন্যতম কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোষাকের চাহিদা বৃদ্ধি। আন্তর্জাতিক ক্রেতারা বৈশ্বিক সরবরাহ উৎসে পরিবর্তন আনায় ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত তৈরি পোষাক রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের বাজার-অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তৈরি পোষাক ছাড়াও হোম টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যালস, প্রকৌশল এবং কৃষি পণ্যের রপ্তানিতেও শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে আমদানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪৩.৮৪ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে আমদানির পরিসংখ্যান মতে, এ বৃদ্ধি মূলত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য (৭৩.০৯ শতাংশ), শিল্পের কাঁচামাল (৫২.৭৮ শতাংশ), মধ্যবর্তী পণ্য (৫৫.৩৬ শতাংশ) এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি (৫৬.০৯ শতাংশ) আমদানির এলসি খোলার কারণে হয়েছে যা ব্যক্তি পর্যায়ের ভোগ এবং শিল্প উৎপাদনের শক্তিশালী পুনরুদ্ধারকে নির্দেশ করে। সরকারি অবকাঠামোগত মেগা প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে অগ্রগতি হওয়ায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি বিনিয়োগ-

জিডিপির অনুপাত ৭.৩ শতাংশ থেকে উন্নীত হয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.৬২ শতাংশ হয়েছে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহে ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি এবং মূলধনী পণ্য আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি বেসরকারি বিনিয়োগের অব্যাহত পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

চিত্র ১.২: রপ্তানি (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)

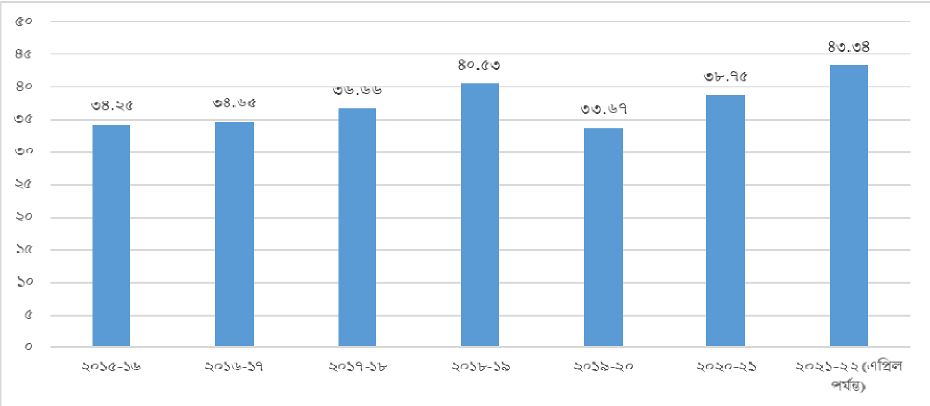

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

চিত্র ১.৩: আমদানি (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)

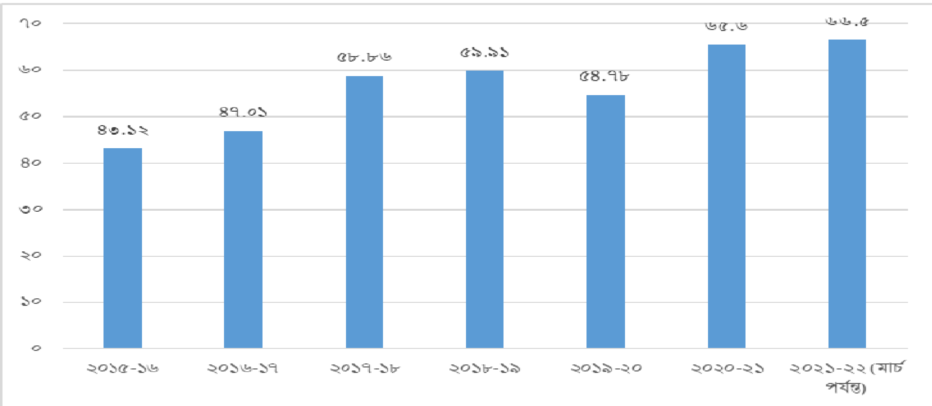

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

১.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কারণে প্রবাস আয় ৩৬.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে, ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে প্রবাস আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ১৭.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে, যা গত ২০২০-২১ অর্থবছরের একই সময়ে ২০.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। লক্ষ্যণীয় যে ২০২১-২২ অর্থবছরের শুরু থেকে প্রবাস আয়ের প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে। এর অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে- অনেক বাংলাদেশি অভিবাসী তাদের চাকরি হারিয়েছে, কিছু অভিবাসীকে তাদের কোম্পানি ছাঁটাই করেছে। এছাড়াও, অতিমারির সময় দেশে ফিরে আসা অনেকে তাদের কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারেননি। পুনরায়, অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাস আয় প্রেরণ হয়ত কিছুটা বেড়ে থাকতে পারে। প্রবাস আয় হ্রাসের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে এসে প্রবাস আয়ে পুনরুদ্ধারের লক্ষণ দেখা গেছে যেখানে এক মাসে মোট ২.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে।

চিত্র ১.৪: প্রবাস আয় (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)

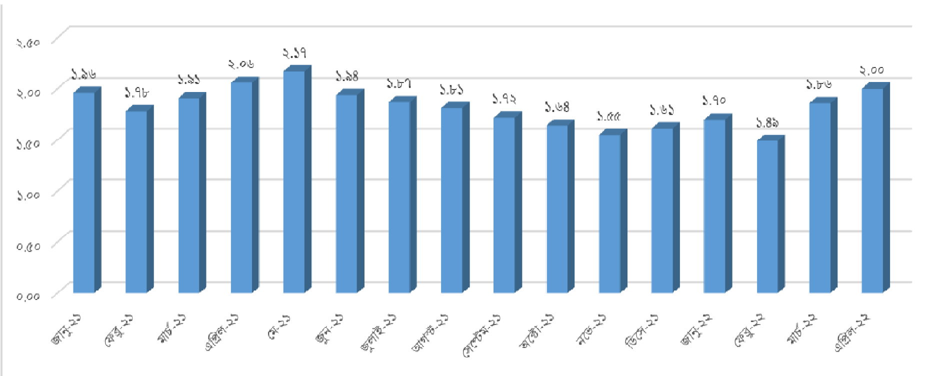

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১.৯ অতিমারির আগে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি, অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর এবং দারিদ্র্য হ্রাসের মতো উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি যথেষ্ট ইতিবাচক ছিল। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেশি হয়েছে। পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে প্রবৃদ্ধির গড় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭.৪ শতাংশ, যার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন হয়েছে ৭.৬ শতাংশ। কিন্তু পরিকল্পনার শেষ বছরে অতিমারির কারণে প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ হয়ে গড় প্রবৃদ্ধি ৭.১৩ শতাংশে নেমে যায়। এ পরিকল্পনার সময়কালে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল দেশসমূহের একটিতে পরিণত হয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে একটি অত্যাধুনিক শিল্প ও সেবা খাত-নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরের পথে অনেক দূর এগিয়েছে। রপ্তানিমুখী ম্যানুফেকচারিং খাতের গড় প্রবৃদ্ধি ১২.৭ শতাংশে উন্নীত হয়ে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছে। দারিদ্র্য এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্যের হার প্রায় ১০.৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

১.১০ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের উপর ভিত্তি করে জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৫ সময়ে বাস্তবায়নাধীন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনাটি ছয়টি মূল বিষয়ের উপর আলোকপাত করে প্রণয়ন করা হয়েছে; ক) কোভিড-১৯ এর প্রভাব থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার, খ) জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অন্তর্ভুক্তির একটি বিস্তৃত কৌশলসহ দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, গ) অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক কৌশল প্রণয়ন, ঘ) দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় একটি টেকসই উন্নয়নের পদ্ধতি গ্রহণ, ঙ) ২০৩১ সালের মধ্যে অর্থনীতিকে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ সাধন; এবং চ) এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রভাবসমূহ মোকাবেলা করা। অষ্টম পরিকল্পনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে ৮.৫১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যা দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশে এবং চরম দারিদ্রের হার ৭.৪ শতাংশে নামিয়ে আনবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

১.১১ গ্লোবাল এজেন্ডা ২০৩০ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব হতে সুরক্ষা, টেকসই ভোগ ও উৎপাদন নিশ্চিতকরণ এবং সুশাসনকে উন্নয়নের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জন করতে বদ্ধপরিকর এবং এগুলো অর্জনে আমাদের অঙ্গীকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নে নিহিত। তাঁর স্বপ্নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশ এসডিজি বাস্তবায়নের পথে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। দারিদ্র্যের অবসান, ধরিত্রী রক্ষা এবং সবার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সফলতা অর্জন করায় জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশনস নেটওয়ার্ক (এসডিএসএন) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'এসডিজি প্রোগ্রেস এ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেছে।

১.১২ সরকার ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত রিও+২০ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর থেকেই বৈশ্বিক পর্যায়ে উন্নয়নের এজেন্ডা প্রণয়নে কার্যকর অবদান রেখে চলছে এবং এসডিজি প্রণয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এর পেছনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ নেতৃত্ব এবং দৃঢ় কমিটমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং চলমান ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে।

১.১৩ বাংলাদেশ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সূচকে আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে। ২০২০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের গড় আয়ু ৭২.৮ বছর এবং প্রতি হাজারে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ২৮ শতাংশে ও প্রতি হাজারে ১ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ২১ শতাংশে নেমে এসেছে। প্রতি হাজারে মাতৃমৃত্যুর হার ২০১৯ সালে ১.৬৫ জনের বিপরীতে এখন মাত্র ১.৬৩ জন। দারিদ্র্য মোকাবেলায় সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশল অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং সেলক্ষ্যে সামগ্রিক সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচি, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন উদ্যোগের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ যেন গঠনমূলক এবং অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন "বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং কাস্টডিয়ান/ অংশীজনের জন্য সংশোধিত ম্যাপিং" প্রকাশ করেছে।

১.১৪ বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নে সঠিক পথেই রয়েছে। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২১ অনুসারে, বিশ্বের লিঙ্গ বৈষম্য সূচকে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৫তম যা দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ এবং নারী উন্নয়ন এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে সরকারের সামগ্রিক সাফল্য নির্দেশ করে।

চিত্র ১.৫: গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স, ২০২১ এ বিভিন্ন দেশের ক্রম

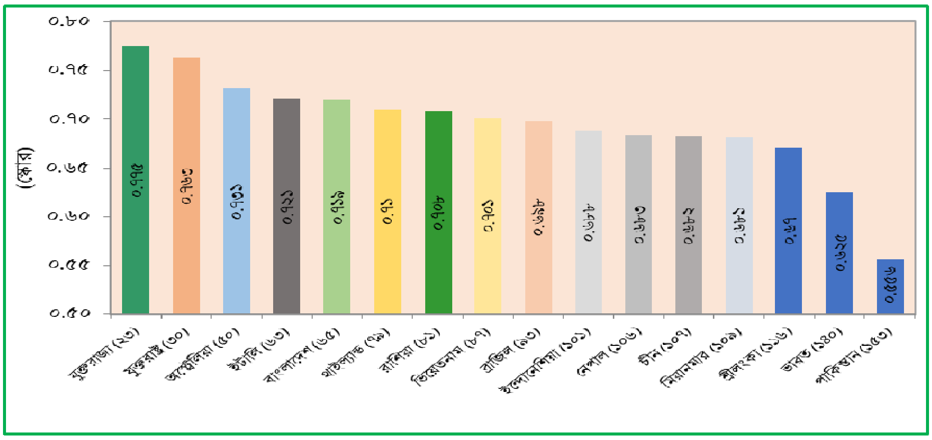

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম

মূল্যস্ফীতি ও আর্থিক খাত

১.১৫ প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি এবং লকডাউনের কারণে সরবরাহ শৃঙ্খলে প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও, সরকারের বিচক্ষণ রাজস্ব ও মুদ্রা নীতির কারণে অতিমারি চলাকালীন সময়ে দেশে পণ্য ও খাদ্যের মূল্য স্থিতিশীল ছিল। ২০২১ সালের জুন মাসে বারো মাসের গড় ভিত্তিতে সাধারণ মূল্যস্ফীতি ৫.৫৬ শতাংশ ছিল। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের উচ্চ মূল্য এবং পাশাপাশি এর সাথে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ২০২১-২২ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। এপ্রিল ২০২২ শেষে সাধারণ মূল্যস্ফীতি (বারো মাসের গড়) বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৮১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে চলতি অর্থবছরের অবশিষ্ট দুই মাসে মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহে প্রবৃদ্ধি হতে শুরু হয়, যা ২০২১-২২ অর্থবছরেও অব্যাহত ছিল। ২০২২ সালের মার্চ শেষে, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.২৯ শতাংশ বেড়েছে। ২০২২ সালের মার্চ শেষে, সরকারি

খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ২৮.৯৬ শতাংশ। উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে এবং সঞ্চয়পত্রের সুদের হার বাবদ সরকারের ব্যয় কমাতে, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে বড় বিনিয়োগকারীদের জন্য জাতীয় সঞ্চয়পত্রের উপর প্রদত্ত মুনাফার হার কমানো হয়েছে। তবে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক বিনিয়োগকারীদের জন্য মুনাফার হার একই রাখা হয়েছে।

মধ্যমেয়াদি নীতি এবং কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

কোভিড-১৯ হতে পুনরুদ্ধারের জন্য নীতি এবং কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

১.১৬ ২০২০ সালে অতিমারির প্রথম ঢেউ এর সময় আমাদের অর্থনীতির গতি বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই মন্থর হয়ে পড়ে। প্রধান রপ্তানি বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ায় সামগ্রিকভাবে রপ্তানি কমে যায়। এছাড়াও, ভাইরাস সংক্রমণের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে দেশব্যাপী চলাচলের বিধিনিষেধ শিল্প ও সেবা খাতের শ্রমিকসহ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। এটি কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের আয় এবং তা থেকে উৎসারিত সামগ্রিক চাহিদার উপর কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অতিমারি দীর্ঘ সময় অব্যাহত থাকায় তা দেশের অর্থনীতিকে আরও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। কিন্তু অতিমারির শুরু থেকে সরকার সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে এবং ফলস্বরূপ, বাংলাদেশ কোভিড রোগীর সংখ্যা, মৃত্যুর হার এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে। জীবন রক্ষায় সফল হওয়ার সাথে সাথে, এটি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও ভাল করেছে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১৭ মূলত সরকারের বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণের ফলে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। সংকট উত্তরণে সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ-মেয়াদি লক্ষ্য নিয়ে একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। পুনরুদ্ধার কর্মসূচির চারটি প্রধান কৌশলগত দিক রয়েছে; ক) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বিলাসী ব্যয়কে নিরুৎসাহিত করা, খ) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এবং দেশে ও বিদেশে ব্যবসার প্রতিযোগিতা বাড়ানোর জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা চালু করা, গ) অতি দরিদ্র, স্বল্প আয়ের বেকার মানুষ এবং অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করা এবং ঘ) বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা। এসব কৌশলের আওতায় সরকার পর্যায়ক্রমে ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ সম্বলিত ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা বা ২২.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, যা জিডিপি'র ৫.৩১ শতাংশ (সারণি ১.১)। এ প্যাকেজসমূহ এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক নাগরিক এ থেকে উপকৃত হয় এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়।

সারণি ১.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ

কোটি টাকা

ক্রমিক	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দ
১	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল	৫,০০০
২	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৭৩,০০০
৩	ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৪০,০০০
৪	ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো	১৭,০০০
৫	Pre-shipment Credit Refinance Scheme	৫,০০০
৬	চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি	১৩৮
৭	স্বাস্থ্যবীমা এবং জীবন বীমা	৭৫০
৮	বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	২,৫০০
৯	১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়	৭৭০
১০	লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ (৩৫ লক্ষ দরিদ্র্য পরিবারের মাঝে)	১,৩২৬
১১	১১২টি উপজেলায় বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধি ভাতার আওতা শতভাগে উন্নীত করা	৮১৫
১২	গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ	২,১৩০
১৩	কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ	৩,২২০
১৪	কৃষি কাজে প্রণোদনা	৯,৫০০
১৫	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৮,০০০
১৬	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৩,০০০
১৭	পাঁচটি সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসৃজন কার্যক্রম	৩,২০০
১৮	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের সুদ মওকুফ বাবদ ভর্তুকি	২,০০০
১৯	Credit Risk Sharing Scheme (CRS) for SME Sector	২,০০০
২০	রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকাশিল্পের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা	১,৫০০
২১	আটটি সরকারি এনজিও এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং কর্মসৃজন	১,৫০০
২২	আরও ১৫০টি উপজেলা শতভাগ বয়স্কভাতা এবং বিধবা ভাতা কর্মসূচির আওতায় আনা	১,২০০
২৩	২য় পর্যায়ে ৩৫ লক্ষ দরিদ্র্য পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	৯৩০
২৪	দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা	৪৫০
২৫	শহর এলাকায় নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ৮১৩টি কেন্দ্রে বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনা	১৫০
২৬	৩৩৩ ফোন নম্বরে অনুরোধের প্রেক্ষিতে খাদ্য সহায়তার জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে বরাদ্দ	১০০
২৭	গ্রামীণ এলাকায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়ন – ২য় পর্যায়	১,৫০০
২৮	পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর জন্য Working Capital ঋণ সহায়তা	১,০০০
	মোট:	**১৮৭,৬৭৯**
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার:	**২২,০৮০**
	জিডিপি'র শতাংশ:	**৫.৩১**

সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়ন

১.১৮ সরকার অতি দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে জীবনচক্র পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য ১ লক্ষ ৭ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এ বরাদ্দ একই অর্থবছরের বাজেটের ১৭.৮৩ শতাংশ। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় বর্ধিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ: বয়স্ক ভাতা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫৭.০১ লাখে উন্নীত করা হয়েছে, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৪.৭৫ লাখে উন্নীত করা হয়েছে, মাতৃত্বকালীন ভাতার সুবিধাভোগীর সংখ্যা এবং কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মায়েদের ভাতা ১০.৪৫ লাখে উন্নীত করা হয়েছে, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লাখে উন্নীত করা হয়েছে এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০.০৮ লাখে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১২০.১৪ লাখ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এ সংখ্যা ৬৬.১২ লাখে উন্নীত করা হয়েছে। সরকার দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমাতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫ প্রণয়ন করেছে এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ বাস্তবায়ন করেছে। কর্ম পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ (২০২১-২০২৬) বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সকল প্রোগ্রামের জন্য এমআইএস এবং সুবিধাভোগীদের জন্য ডাটাবেস প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা সেবা প্রদানে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন করবে, এবং দক্ষতা বাড়াবে এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ হ্রাস করবে। জিটুপি সিস্টেমের মাধ্যমে সরকার থেকে সুবিধাভোগীদের সরাসরি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে, যা নগদ টাকা প্রদান করা হয় এমন ১২টি সামাজিক নিরাপত্তা প্রোগ্রামে চালু করা হয়েছে। সরকার ২০২২ সালের জুনের মধ্যে নগদ টাকা প্রদান করা হয় এমন সকল সামাজিক নিরাপত্তা প্রোগ্রামগুলোকে জিটুপি পদ্ধতিতে নিয়ে আসার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে ।

১.১৯ সরকারের বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ প্রকল্পের লক্ষ্য হল দরিদ্র ভূমিহীন এবং গৃহহীন মানুষের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা। দারিদ্র্য বিমোচনসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হয়ে উঠেছে। মুজিববর্ষে সরকার দ্রুততম সময়ের মধ্যে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমি প্রদানের জন্য জাতির পিতার প্রস্তাবিত আবাসন কর্মসূচি পুনরায় চালু করেছে যা এখন ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের শেখ হাসিনা মডেল’ হিসেবে পরিচিত।

১.২০ বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে, যা এখাতে ব্যাপকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, বন্দর, যোগাযোগ এবং আইসিটি খাতের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে অর্থনীতির মূল প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে সচেষ্ট। এছাড়াও, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে উচ্চতর ও লক্ষ্যভিত্তিক ব্যয় এবং সংশ্লিষ্ট নীতিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম সম্পাদন কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে এবং এর পাশাপাশি কর্মীদের দক্ষতার চাহিদা ও যোগানের মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনছে। শিক্ষার সার্বিক উন্নতি, গুণগত উৎকর্ষ সাধন এবং শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকার ব্যবসাবান্ধব কর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এবং সরকারি খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করায় মনোযোগী। প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নও প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে সরকার মেগা প্রকল্পসহ সব গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্প সময়মতো বাস্তবায়নের ওপর জোর দিচ্ছে। বেসরকারি খাতের উন্নয়নের সুবিধার্থে, সরকার ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলিকে স্ট্রিমলাইন করার জন্য বিভিন্ন সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ব্যবসার খরচ কমাতে সরকার বিভিন্ন ফি এবং চার্জ কমিয়েছে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) একটি অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) পোর্টাল চালু করেছে এবং এ পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ১৫০টিরও বেশি সেবা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে এখন পর্যন্ত ৫৮টি বিজনেস প্রসেস চালু করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি), দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য নিবন্ধিত ৭৬৩টি শিল্প প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১ লক্ষ ৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

১.২১ সরকার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর জোর দিচ্ছে যেন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা যায়। বর্তমানে, ৩৫.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রাক্কলিত বিনিয়োগ সহ পিপিপি-এর অধীনে ৭৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রায় ৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ সহ ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে বেসরকারি অংশীদারদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্থানীয় এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকার অর্থনৈতিক অঞ্চল বা ইকোনমিক জোন (ইজেড) প্রতিষ্ঠা করছে যেখানে শিল্পায়নের জন্য সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন জমি এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হবে। মীরসরাই, সোনাগাজী ও সীতাকুন্ড উপজেলায় ৩০ হাজার একর জমির ওপর

বৃহত্তম, পরিকল্পিত ও আধুনিক শিল্প এলাকা ‘বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর’ নির্মাণ কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এছাড়াও মহেশখালী, শ্রীহট্ট (সিলেট) ও জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়নে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

১.২২ সরকার দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়নের সুবিধার্থে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছিল, যা হালনাগাদ করে সম্প্রতি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল (এনএইচআরডিএফ) গঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কর্তৃক জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন বিধিমালা, এবং জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। সরকার এনএসডিএ-এর জনবল কাঠামো অনুমোদন করেছে। বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুবকদের, যারা দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ, বিভিন্ন পেশার ওপর দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। চাকুরির বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষতা বিকাশের সুবিধার্থে, তিনটি ধাপে মোট ১৫ লক্ষ জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক খাতে চাকরিতে নিয়োগের লক্ষ্যে ১০ বছর মেয়াদি 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' (এসইআইপি) অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। চাকরির বাজার এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ১২টি সেক্টরের জন্য শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি নীতি ও কৌশল

ভিশন ২০৪১ এবং ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)

১.২৩ দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনে কার্যকরী পরিকল্পনার গুরুত্ব অনুধাবন করে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সরকার বঙ্গাবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন অনুসরণ করে বেশ কিছু দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের সাথে তার সংহতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং ভিশন ২০২১ এবং সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১১-২০২১ ঘোষণা করার মাধ্যমে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাঁর অটল অঙ্গীকার প্রদর্শন করেছেন যেখানে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে

মর্যাদা অর্জন করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল। ভিশন ২০২১ এ অর্জিত সাফল্যের উপর ভিত্তি করে, সরকার সম্প্রতি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ (ভিশন ২০৪১) প্রণয়ন করেছে।

বক্স ১.১: ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উন্নয়ন অগ্রাধিকার

আগামী দুই দশকে, বাংলাদেশ পরিবর্তিত হবে এবং এ পরিবর্তনের গতি হবে দ্রুত এবং এর মাধ্যমে অর্থনীতির মৌলিক কাঠামোয় বড় ধরণের গুণগত রূপান্তর ঘটবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১-এর উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলো বিদ্যমান অর্থনীতিকে একটি উন্নত অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, যা নিম্নরূপ:

- সুশাসন নিশ্চিত করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সামষ্টিক অর্থনীতি;
- সমাজের সকল স্তর হতে দারিদ্র্য দূরীকরণ;
- মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদের বিকাশ এবং জনমিতিক মুনাফাকে কাজে লাগানো;
- খাদ্য নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য টেকসই কৃষি বজায় রাখা;
- শিল্পায়ন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- টেকসই বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি নিশ্চিত করা;
- তথ্যপ্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে একটি উদ্ভাবনী-নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা;
- টেকসই ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য পরিবহন এবং যোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মাণ;
- একটি উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য আধুনিক নগরায়ন ব্যবস্থাপনা;
- টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা, একটি জলবায়ু সহনশীল জাতি তৈরি করা এবং সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করা।

বক্স ১.২: ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার প্রধান ভৌত লক্ষ্যসমূহ

২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কৌশলগত লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদে এগুলোকে অর্থনৈতিক নীতির অপরিহার্য উপাদান হিসাবে অনুসরণ করা হবে:

- ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যকে ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা;
- ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া;
- ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ-আয়ের দেশে পরিণত হওয়া;
- রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর ঘটবে;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতের জন্য পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষিতে লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন;
- গ্রামীণ কৃষি-নির্ভর অর্থনীতিকে শিল্প ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তর করতে সক্ষম এমন শক্তিশালী সেবা খাত গড়ে তোলা;
- উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য আধুনিক নগরায়ন;
- টেকসই ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক একটি দক্ষ জ্বালানি ও অবকাঠামো খাত গড়ে তোলা;
- জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সক্ষমতা গড়ে তোলা; এবং
- একটি দক্ষতা-ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে একটি Knowledge Hub হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

১.২৪ ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে সরকারের প্রত্যাশা হচ্ছে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্য-আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সব ধরণের দারিদ্র্য বিমোচন করে উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদায় পৌঁছানো। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ প্রণয়নের সময় যেসব দেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নের অভিযাত্রায় উচ্চ

মধ্য-আয়ের ও উচ্চ-আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে, সেসব দেশের অভিজ্ঞতাও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর প্রধান দুটি ভিশন হলো - ক) বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হবে, যেখানে মাথাপিছু আয় হবে বর্তমান বাজারমূল্যে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি এবং তা ডিজিটাল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে, এবং খ) দারিদ্র্য ও ক্ষুধা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হবে।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

১.২৫ জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নামে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনসহ সৃষ্ট অন্যান্য ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য এটি একটি ব্যাপক পরিকল্পনা দলিল। ব-দ্বীপ পরিকল্পনার গতিশীল বাস্তবায়ন জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রশমনে একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে এবং টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসের সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করবে। এটি একটি সমন্বিত কারিগরি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যার মাধ্যমে পানিসম্পদ, ভূমি, পরিবেশ ও ইকোলজির মতো সংবেদনশীল সম্পদের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের পথনকশা করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রাথমিকভাবে ২০৫০ পর্যন্ত ডেল্টা এজেন্ডা ঘিরে প্রণীত হয়েছে এবং আজকের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো ২০৫০ সাল বা তারপরেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে সে বিষয়টি এ পরিকল্পনায় বিবেচনা করা হয়েছে।

বক্স ১.৩: বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর লক্ষ্যসমূহ

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এ ৩টি জাতীয় লক্ষ্য এবং ৬টি ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

জাতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য

লক্ষ্য ১: ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ;

লক্ষ্য ২: ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন; এবং

লক্ষ্য ৩: ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়া।

ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য

লক্ষ্য ১: বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

লক্ষ্য ২: পানির নিরাপত্তা এবং পানিসম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

লক্ষ্য ৩: টেকসই ও সমন্বিত নদী এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

লক্ষ্য ৪: জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা;

লক্ষ্য ৫: পানি সম্পদের দেশীয় ও আন্তঃদেশীয় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা; এবং

লক্ষ্য ৬: ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম ও সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন

১.২৬ সরকার পরিবেশগত বিপর্যয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মধ্যে ইন্টিগ্রেট করেছে এবং পরিবেশগত সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কৌশল চিহ্নিত করেছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের আলোচনায় বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে এবং এ সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক চুক্তি অনুসমর্থন করেছে। পরিবেশ সুরক্ষায় বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং ঝুঁকি প্রশমনের জন্য অনেক কর্মসূচি ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে করা এ ধরনের চলমান কার্যক্রম ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদেও অব্যাহত থাকবে। পানি ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আইনগত কাঠামোর পাশাপাশি ইট ভাটা থেকে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং চামড়া শিল্প থেকে পানি দূষণ হ্রাসেও বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। বনভূমির পুনরুজ্জীবন ও জীববৈচিত্র্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১.২৭ গ্রিনহাউজ গ্যাসের নিঃসরণ কমানোর বৈশ্বিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সম্প্রতি ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশনস (এনডিসি) ঘোষণা করেছে, যার আওতায় কার্বন নিঃসরণের হার কমানোর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে

বিদ্যুৎ, পরিবহন এবং শিল্প খাতে ১২ মিলিয়ন মেট্রিক টন সমপরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড হ্রাস করতে কিংবা Business as Usual (BAU) হিসেবে সেসব খাতের নির্গমণ ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আসতে বাংলাদেশ স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়া সাপেক্ষে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে ঐসব খাতের আরও অতিরিক্ত ২৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন সমপরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমণ কমিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশ অভিযোজন প্রচেষ্টায় অগ্রগামী রয়েছে এবং অভিযোজন ক্ষমতা ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ঝুঁকি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি সর্বাত্মক ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান (এনএপি) প্রণয়নের রোডম্যাপ তৈরি করেছে। ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (এনএপিএ) এবং বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি) এর ভিত্তিতে NAP প্রাসঙ্গিক সেক্টরে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক নতুন এবং বিদ্যমান নীতি, কর্মসূচি এবং কার্যক্রম, বিশেষ করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া এবং কৌশলগুলিকে একীভূত করে। বিসিসিএসএপি-কে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) এর অর্থায়নে একটি পাইলট প্রোগ্রামের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন প্রচেষ্টাকে সহায়তা করা হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ভালোভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাৎক্ষণিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও প্রাপ্যতা এবং সময়মত ত্রাণ ও সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর সক্ষমতা তৈরি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

বাংলাদেশ কোভিড-১৯ অতিমারির অভিঘাত সত্ত্বেও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অন্তর্ভুক্তি বজায় রেখে প্রবৃদ্ধির ধারা সমুন্নত রেখেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৩.৪৫ শতাংশে নেমে আসলেও ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ফিরে এসেছে। এ গতিময় প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং সহায়ক রাজস্ব ও আর্থিক নীতির কারণে অর্জিত হয়েছে যার বিশদ বর্ণনা অধ্যায়-১ এ রয়েছে। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সকল চলকসমূহ অসাধারণ অগ্রগতি প্রদর্শন করার কারণে, যেমন - বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ধারাবাহিকতার ফলে বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ, এডিপিসহ মোট সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ের পরে রপ্তানি ও আমদানি বৃদ্ধি, ইত্যাদি কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.৯৪ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.২৫ শতাংশ (প্রাক্কলিত)। তবে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব শেষ না হতেই রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্ব ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে ত্বরান্বিত করেছে এবং পণ্য ও আর্থিক বাজারকে বিপর্যস্ত করেছে। সৌভাগ্যবশত কোভিড-১৯ এর ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় মৃদু প্রভাবের কারণে এবং টিকাপ্রদানে অগ্রগতির ফলে সারা বিশ্বের অর্থনীতিকে আগের কোভিড-১৯ তরঙ্গের চেয়ে বেশি উন্মুক্ত থাকার সুযোগ করে দিয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভাল অবস্থায় ছিল, কিন্তু চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের কারণে সরবরাহ শৃঙ্খল মারাত্মক ব্যাহত হওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতি অনিশ্চিত সময়ের মুখোমুখি হয়েছে যার প্রভাব থেকে বাংলাদেশও পুরোপুরি মুক্ত নয়। সরবরাহ শৃঙ্খলে উক্তরুপ ব্যাঘাতের পাশাপাশি রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে আগামী দিনগুলোতে পণ্যের দাম বাড়তে পারে এবং এর প্রভাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশে ১২ মাসের গড় মূল্যস্ফীতি ৫.৮ শতাংশে পৌঁছাতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এটি হলে খাদ্য ও পণ্যের দাম জনগণের নাগালের মধ্যে রাখা সরকারের জন্য একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

২.২ বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, যেমন- মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক সম্পর্কিত সকল মানদণ্ড পূরণ করেছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন করেছে। এ ছাড়া বিগত দুই বছর ধরে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে। সরকারের বর্তমান ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি দেশীয় অর্থনীতি পুনরুদ্ধার, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি এবং কোভিড-১৯ -এর ক্ষতিকর প্রভাব দ্রুত কাটিয়ে ওঠার জন্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকার চলতি অর্থবছরে চিকিৎসা খাতে নতুন নিয়োগ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়, ঔষধ ক্রয়সহ স্বাস্থ্যখাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়েছে। জাতীয় বাজেটে মেগা প্রকল্প, অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প, যেমন - বিদ্যুৎ, জ্বালানি, সড়ক, রেল, সেতু, বন্দর ইত্যাদি বাস্তবায়নকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২.৩ এ অধ্যায়টি বৈশ্বিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যমেয়াদে দেশীয় অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরের অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতি ও স্বল্পমেয়াদি প্রক্ষেপণ

২.৪ রাশিয়া-ইউক্রেনের সাম্প্রতিক সংঘাতের কারণে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছে। এ সংঘাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপে সবচেয়ে বড় শরণার্থী সংকটের সূত্রপাত করেছে এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (ডব্লিউইও) এর প্রতিবেদন অনুসারে ২০২১ সালে কোভিড-১৯ থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধারের পরে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কার্যকলাপ মন্থর হয়ে গেছে। উক্ত প্রতিবেদনে ২০২১ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি আনুমানিক ৬.১ শতাংশ থেকে ২০২২ ও ২০২৩ উভয় বছরে ৩.৬ শতাংশে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ এবং রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার ফলে দুই দেশের উপর সরাসরি প্রভাব এবং বিশ্বব্যাপী তা ছড়িয়ে পড়ার ফলে ২০২২ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাবে মর্মে অনুমান করা হচ্ছে। উন্নত অর্থনীতির পাশাপাশি উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশিয়ায় ২০২২

সালে একটি বিপর্যয়ের পূর্বাভাস রয়েছে। উন্নত অর্থনীতিতে ২০২২ সালে ৩.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা ২০২১ সালে ছিল ৫.২ শতাংশ। উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশিয়ার ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে, যার কারণে এ অঞ্চলে প্রবৃদ্ধি দ্রুত হ্রাস পেয়ে ২০২১ সালের ৭.৩ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ৫.৪ শতাংশ (সারণি ২.১) হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

২.৫ অন্যদিকে ২০২২ সালের এপ্রিলের আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (ডব্লিউইও) অনুসারে, বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ ২০২০ সালে ৭.৯ শতাংশ হারে সংকোচনের পর ২০২১ সালে ১০.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ২০২২ সালের প্রক্ষেপণ ২০২১ সালের চেয়ে কম যা ৫.০ শতাংশ হবে মর্মে আশংকা করা হয়েছে। ২০২২ সালের প্রথমার্ধে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পণ্যের মূল্যের উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২১ সালে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৬৯.০৭ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৭৯.২ শতাংশ বেশি। যুদ্ধের কারণে ২০২২ সালে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০৬.৮৩ মার্কিন ডলারের বেশি হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হচ্ছে।

সারণি ২.১ বৈশ্বিক অর্থনীতি: প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির হার

দেশ/অঞ্চল	প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি				মূল্যস্ফীতি			
	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ		প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
বিশ্ব	-৩.১	৬.১	৩.৬	৩.৬	--	--	--	--
উন্নত অর্থনীতি	-৪.৫	৫.২	৩.৩	২.৪	০.৭	৩.১	৫.৭	২.৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	-৩.৪	৫.৭	৩.৭	২.৩	১.২	৪.৭	৭.৭	২.৯
ইউরো অঞ্চল	-৬.৪	৫.৩	২.৮	২.৩	০.৩	২.৬	৫.৩	২.৩
উদীয়মান ও উন্নয়শীল এশিয়া	-০.৮	৭.৩	৫.৪	৫.৬	৩.১	২.২	৩.৫	২.৯
চীন	২.২	৮.১	৪.৪	৫.১	২.৪	০.৯	২.১	১.৮
ভারত	-৬.৬	৮.৯	৮.২	৬.৯	৬.২	৫.৫	৬.১	৪.৮
মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়া	-২.৯	৫.৭	৪.৬	৩.৭	১০.৬	১৩.২	১২.৮	১০.৫

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২২, আইএমএফ

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

প্রকৃত খাত

২.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছর ব্যতীত বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল ছিল। কোভিড-১৯ অতিমারিড় প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে ৩.৪৫ শতাংশে দাঁড়ানোর পর ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ঘুরে দাঁড়ায় এবং ৬.৯৪ শতাংশ অর্জন করে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বমুখী প্রবণতায় পুনরায় ফিরে আসে। এরুপ দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পিছনে মূল কারণ ছিল অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি বিশেষ করে শক্তিশালী ব্যক্তিগত ভোগ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ (সারণি ২.২)। অন্যদিকে, সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির প্রধান কারণ হচ্ছে ম্যানুফাকচারিং এবং সেবা খাত।

সারণি ২.২: চাহিদার দিক থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক অবদান

	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
ব্যক্তিখাতে ভোগ	৪.১৯	৬.২৮	৩.৩০	১.৯৮	৫.২৭
সরকারিখাতে ভোগ ব্যয়	০.৪২	০.৩১	০.৭৮	০.১২	০.৪১
বেসরকারি বিনিয়োগ	১.৩৬	৩.৪২	২.১৬	০.০৬	১.৯১
সরকারি বিনিয়োগ	১.১৭	০.৩১	০.০৫	১.১৯	০.৬৮
নীট রপ্তানি	-১.১৬	-৩.৩৩	১.৩৫	-০.১৮	-১.৪৬
পরিসংখ্যানগত ভ্রান্তি	০.৬০	০.৩৩	০.২৪	০.২৮	০.১২
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (শতাংশ)	৬.৫৯	৭.৩২	৭.৮৮	৩.৪৫	৬.৯৪

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং অর্থ বিভাগ

২.৭ ২০২১ সালের জুন মাসে বাজেট ঘোষণার সময় 'মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো'তে ২০২১-২২ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৭.২ শতাংশ। তবে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক নির্দেশক কোভিড-১৯ অভিঘাত কাটিয়ে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ের রপ্তানি ও আমদানি খাতের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। অন্যদিকে, সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত ভোগ এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটা লক্ষ্যনীয় যে, সম্প্রতি পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রাথমিক তথ্যে প্রকাশিত ২০২১-২২ অর্থবছরের ৭.২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্থ বিভাগের প্রক্ষেপণকে নিশ্চিত করেছে।

২.৮ বিগত পাঁচ বছরে (২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে) শিল্প খাতের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৮ শতাংশ, সেবা খাতে ৫.৯ শতাংশ এবং কৃষি খাতে ৩.৩ শতাংশ (সারণি ২.৩)। কোভিড-১৯ এর পর ম্যানুফ্যাকচারিং উপ-খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে ঘুরে দাঁড়িয়ে ১১.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

সারণি ২.৩: জিডিপি'র খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি

	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
কৃষি	৩.২০	৩.৫৪	৩.২৬	৩.৪২	৩.১৭
শিল্প	৮.২৭	১০.২০	১১.৬৩	৩.৬১	১০.২৯
সেবা	৬.৩৭	৬.৫৫	৬.৮৮	৩.৯৩	৫.৭৩

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.৯ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যথাক্রমে ৭.৫ শতাংশ, ৭.৮ শতাংশ এবং ৮.০ শতাংশে উন্নীত হবে (চিত্র ২.১) মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে যথাক্রমে ৫ শতাংশ, ৮.৮ শতাংশ ও ৭.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব থেকে বিশ্ব অর্থনীতি ধীরে

ধীরে পুনরুদ্ধারের দিকে যাবে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হবে না এরুপ অনুমানের উপর ভিত্তি করে মধ্যমেয়াদে প্রায় ৭ হতে ৮ শতাংশ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

চিত্র : ২.১ জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)

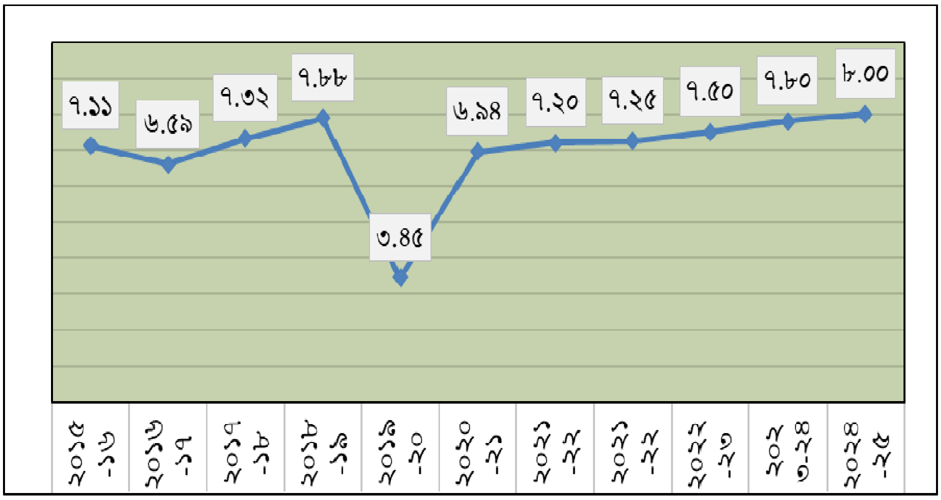

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.১০ সাম্প্রতিক বছরগুলোর বর্ধিত প্রবৃদ্ধির হার ধরে নিয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিশদভাবে বলতে গেলে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত ২০২০-২১ অর্থবছরে যথাক্রমে ৩.২ শতাংশ, ১০.৩ শতাংশ এবং ৫.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এ প্রবৃদ্ধি স্পষ্টতই কোভিড-১৯ অতিমারি থেকে পুনরুদ্ধারের লক্ষণ নির্দেশ করে। অন্যান্য কারণের মধ্যে কৃষি ঋণ কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের কৃষিঋণ ও অকৃষি গ্রামীণ ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৮,৩৯১ কোটি টাকা যার মধ্যে জুলাই-মার্চ মাসে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ২১,৫০৫ কোটি টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ১৬.১৫ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে উৎপাদন শিল্পের কোয়ান্টাম সূচক আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শিল্প উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নির্দেশ করে।

২.১১ মূলধন আহরণ বৃদ্ধির জন্য সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে জিডিপির ৩১.০ শতাংশে যেখানে বেসরকারি ও সরকারি খাতের অবদান যথাক্রমে ২৩.৭ এবং ৭.৩ শতাংশ। তবে এ বিনিয়োগ মধ্যমেয়াদে প্রায় ৮.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত নয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্ষমতা না থাকায় সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাশিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রকল্প নকশা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রেই কিছু কাঠামোগত পরিবর্তনের পদক্ষেপ নিয়েছে।

২.১২ সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় একটি বড় মাপের অভিঘাতের আশংকা করা হচ্ছে যার কারণে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেতে পারে এবং একইসাথে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে কোভিড-১৯ পরবর্তী পুনরুদ্ধার বিঘ্নিত হতে পারে। ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ এবং পরবর্তীতে রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। রাশিয়া বিশ্বের প্রায় ১০ শতাংশ জ্বালানি সরবরাহ করে, যার মধ্যে রয়েছে ১৭ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ১২ শতাংশ তেল। তেল ও গ্যাসের দামের উর্ধ্বগতি শিল্পে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করবে এবং ভোক্তাদের প্রকৃত আয় হ্রাস করবে। বিশ্বে একটি রেকর্ড পরিমাণ উচ্চ মূল্যস্ফীতি ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে, বাংলাদেশও যার প্রভাব হতে মুক্ত নয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে বারো মাসের গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৬ শতাংশ। বাণিজ্য অংশীদারদের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি বিবেচনা করে ২০২১-২২ অর্থবছরের মূল্যস্ফীতির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ৫.৮ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য ৫.৬ শতাংশ (চিত্র ২.২)। অন্যদিকে মার্চ ২০২২ মাসে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৬.২৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা পূর্বের বছর একই সময়ে ৫.৫৬ শতাংশ ছিল।

চিত্র: ২.২ মূল্যস্ফীতির ধারা (%)

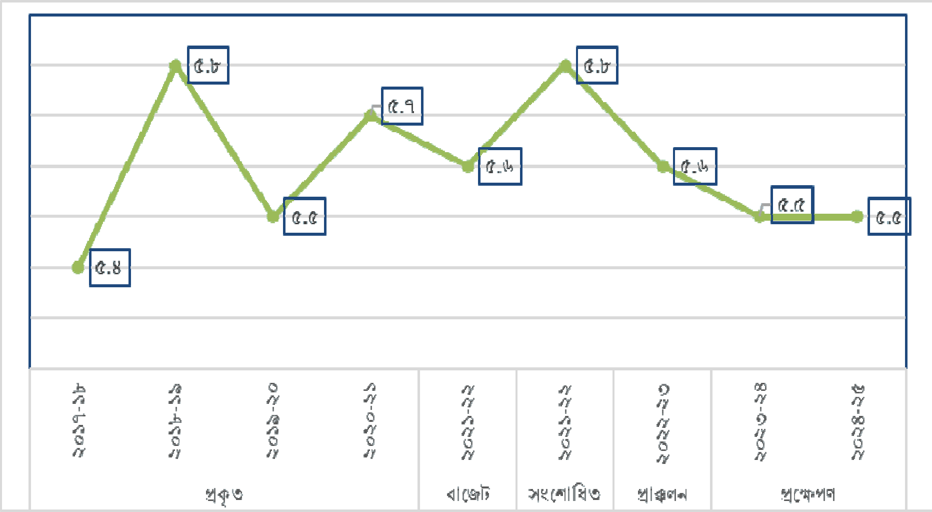

সূত্র:বিবিএস ও অর্থ বিভাগ

রাজস্ব খাত

২.১৩ রাজস্ব নীতি প্রণয়নে সরকার বাজেট ঘাটতিকে সহনীয় পর্যায়ে রেখে একটি সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব অবস্থান বজায় রেখেছে। অধিকন্তু, আমাদের রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় কম, যা বাড়ানোর জন্য অনেক সংস্কারমুলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ২০১৫-১৬ ভিত্তিবছর অনুযায়ী জিডিপি'র পুনর্বিন্যাসের কারণে এ অনুপাতটি আরও কমে গেছে। যদিও উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির কারণে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতে প্রবৃদ্ধির গতি অত্যন্ত ধীর, তবে রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে আশানুরুপ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে অধ্যায়-৪ এ আলোচনা করা হয়েছে। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চলমান এবং ভবিষ্যত সংস্কারের পদক্ষেপগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চতর রাজস্ব নিশ্চিত করবে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট রাজস্ব জিডিপির ১০.৬ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

২.১৪ সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান কৌশল হলো - অবকাঠামোগত ব্যবধান হ্রাস, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচির সম্প্রসারণ, দরিদ্রবান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজস্ব নীতির মাধ্যমে সম্পদের দক্ষ ও সুষ্ঠু পুনর্বণ্টন নিশ্চিত করা। এছাড়া, সরকার কোভিড-১৯-জনিত অভিঘাত কাটিয়ে ওঠার জন্যে প্রণীত নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করছে। ২০২০ সালের মার্চে অতিমারি শুরু হওয়ার পর সরকার বিভিন্ন খাতের মানুষ এবং ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক ক্ষতি হ্রাসের জন্যে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার আওতায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করেছিল। এভাবে অর্থনীতিতে অর্থ সঞ্চালনের সময়োপযোগী পদক্ষেপকে কার্যকর প্রমাণিত করে অর্থনীতি প্রাক-অতিমারি স্তরে ফিরে এসেছে। তবে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার নীতি অনুসরণ করছে। সরকারি ব্যয়ের আকার ঐতিহাসিকভাবে জিডিপির তুলনায় অনেক কম থাকে। সরকারি ব্যয় ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপির মাত্র ১৩.০ শতাংশ ছিল, তবে চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে তা দাঁড়িয়েছে ১৪.৯ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় জিডিপির ১৫.৬ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে প্রকৃত বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৩.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিকভাবে বাজেট ঘাটতি মধ্যমেয়াদে জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২.১৫ সরকার সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা (PFM) সংস্কার প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে। সামগ্রিক পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি, বাজেট বরাদ্দের উপর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, বাজেট বাস্তবায়নের রিয়েল-টাইম মনিটরিং, চলতি ও মূলধন ব্যয়ের ইন্টিগ্রেশনের লক্ষ্যে PFM সংস্কার কৌশল ২০১৬-২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। PFM অ্যাকশন প্ল্যান ২০১৮-২৩ বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। PFM সংস্কারের অধীনে আইবাস ++ সফটওয়্যারের সাহায্যে অটোমেটেড পেনশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, ই-চালান পদ্ধতির অটোমেশন করা হয়েছে, বাজেট এবং অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম (আইবাস ++) চালু করা হয়েছে, এবং নতুন অ্যাকাউন্টিং BACS সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও, সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সকল আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্টের (TSA) মাধ্যমে যাবতীয় সরকারি বরাদ্দ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সরকারের সকল সুবিধাভোগী প্রোগ্রাম iBAS++ সিস্টেমের সাথে সরকার থেকে ব্যক্তি (G2P) পেমেন্ট সিস্টেমের

অধীনে এসেছে। এছাড়াও, ফান্ড রিলিজ প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের (EFT) মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও পেনশন বিতরণের মাধ্যমে ব্যয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি হবে। সরকার ২০২২ সালের জুলাই মাস থেকে সর্বজনীন পেনশন সিস্টেম চালু করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। উক্ত সর্বজনীন স্কীম বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে 'সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২২' এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে, এবং অংশীজন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ খাত

২.১৬ বাংলাদেশের মুদ্রানীতির প্রাথমিক তিনটি লক্ষ্য হলো- মূল্য স্থিতিশীল রাখা, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এ লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে মোট দেশজ উৎপাদনের কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য অর্জনে মুদ্রা ও ঋণের প্রয়োজনীয় প্রবৃদ্ধির সুযোগ সৃজনে বাংলাদেশ ব্যাংক অত্যন্ত সুচারুরূপে মুদ্রানীতি বিবৃতি ২০২১-২২ ঘোষণা করেছে। কোভিড-১৯ অতিমারি হতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি কমাতে মুদ্রা ও ঋণ খাতে বেশ কিছু তাৎক্ষণিক ও সময়োপযোগী নীতি গ্রহণ করেছিল। এসকল পদক্ষেপের মধ্যে ক্যাশ রিজার্ভ অনুপাত (CRR) ৫.৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ৪.০ শতাংশে আনা, রেপো হার ৫.২৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ৪.৭৫ শতাংশে এবং রিভার্স রেপো এর হার ৪.৭৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ৪.০ শতাংশে আনা এবং কার্যকরভাবে তারল্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণ অন্যতম। অধিকন্তু, মোট দেশজ উৎপাদনে অর্জিত প্রবৃদ্ধি ৭.২৫ শতাংশ সঠিকভাবে ধারন এবং সিপিআই মূল্যস্ফীতি ৫.৮ শতাংশে সীমিত রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাপক মুদ্রা (M2) ও অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৫.০ শতাংশ ও ১৭.৮ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। এছাড়াও, সম্প্রতি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো হার ৪.৭৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৫.০০ শতাংশে নির্ধারণ করেছে।

২.১৭ মার্চ ২০২২ এর শেষে ব্যাপক মুদ্রার (M2) প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৯.৮৫ শতাংশ যা মুদ্রানীতি বিবৃতিতে (MPS) বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০ শতাংশ হতে কম। ২০২১ সালের মার্চ মাসে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ছিলো ১৩.২১ শতাংশ যা মার্চ ২০২২ মাসের চেয়ে

বেশি। একই সময়ে, নিট বৈদেশিক সম্পদ ১.৬০ শতাংশ হ্রাস এবং নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ১৩.৫৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালের মার্চ শেষে, রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৭৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ছিল ১১.২৬ শতাংশ। মূলতঃ প্রবৃদ্ধিবান্ধব মুদ্রা ও আর্থিক নীতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে মাইক্রো, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আকারের উদ্যোগসমূহকে (MSMEs) সহায়তা করার জন্য যাতে শিল্পোৎপাদন, কৃষি, এবং সেবা খাতে শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়।

২.১৮ আমানত এবং ঋণের সুদের হার মার্চ ২০২১ থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০২২ সালের মার্চে আমানতের সুদের হার (ভারিত গড়) ছিল ৪.০১ শতাংশ এবং ঋণের সুদের হার ছিল ৭.১১ শতাংশ। ফলে, আমানত ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধান দাঁড়ায় ৩.১০ শতাংশ। ব্যাংকগুলোতে উদ্বৃত্ত তারল্যের পাশাপাশি ব্যাংক রেট হ্রাস এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের কারণে সুদের হার হ্রাস পেয়েছে। ২০২২ সালের মার্চে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (NBFIs) সুদের হারের ব্যবধান ছিল ২.৮৬ শতাংশ। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রেণিকৃত বকেয়া ঋণের হার ৭.৯৩ শতাংশ ছিল যা জুন ২০২১ সালে ছিল ৮.১৮ শতাংশ।

চিত্র ২.৩: ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদের হার ব্যবধানের প্রবণতা

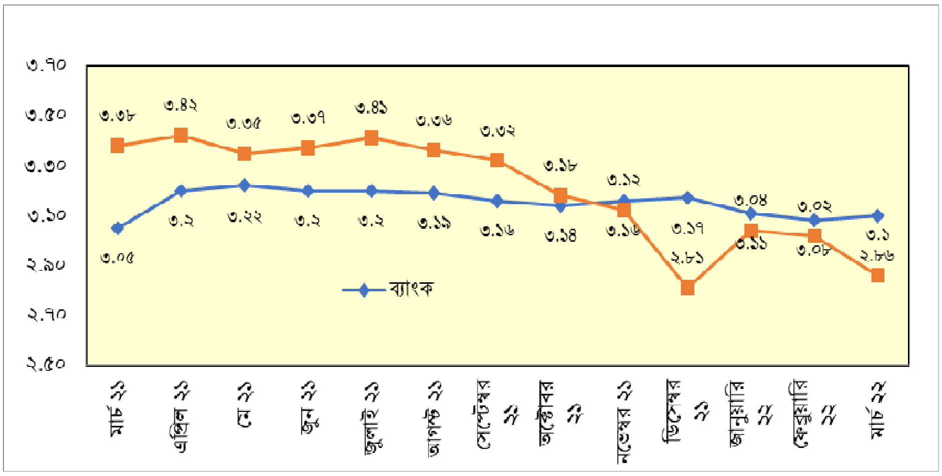

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

২.১৯ মধ্যমেয়াদে মুদ্রানীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল্যস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ এবং ঋণ বিতরণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা মুদ্রানীতি বিবৃতিতে বর্ণিত লক্ষ্যের প্রায় কাছাকাছি রাখা। এছাড়া মুদ্রা বিনিময় হার নমনীয় থাকবে যাতে বৈদেশিক মুদ্রার বাজার প্রতিযোগিতামূলক এবং বহিঃখাতের সহায়ক হয়।

বহিঃখাত

২.২০ UNCTAD (ফেব্রুয়ারি ২০২২) এর তথ্য অনুসারে কোভিড-১৯ অতিমারি সত্ত্বেও, ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্যের বিচারে ২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০২২ সালের প্রথম প্রান্তিকে পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি একই ধারা প্রদর্শন করেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশার তুলনায় কিছুটা কম হতে পারে।

২.২১ বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানির বর্তমান পরিসংখ্যানদৃষ্টে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব হতে পুনরুদ্ধারের লক্ষণ প্রতিফলিত হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিলের মধ্যে রপ্তানি ৩৫.১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে ছিল মাত্র ৮.৭৪ শতাংশ। কোভিড-১৯ অতিমারি সত্ত্বেও ২০২০-২১ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ হতে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপীয় বাজারে ব্যাপক হারে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা গেছে যে, তৈরি পোশাক (৩৪.২৩ শতাংশ), নিটওয়্যার (৩৭.৪৯ শতাংশ), হোম টেক্সটাইল (৩৯.১৩ শতাংশ), কৃষিপণ্য (২৬.২৯ শতাংশ), চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য (৩২.৯৭ শতাংশ), প্রকৌশল পণ্য (৫৪.৭ শতাংশ), হিমায়িত ও জীবিত মাছ (১৭.৪৫ শতাংশ), রাসায়নিক পণ্য (৪৫.৩ শতাংশ), প্লাস্টিক পণ্য (৩৪.০৮ শতাংশ), এবং বিবিধ পণ্য (১৫.৫২ শতাংশ) রপ্তানিতে ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তবে একই সময়ের তুলনায় কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি কমেছে ৬.৬৮ শতাংশ।

২.২২ কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত অর্থনৈতিক পতনের প্রভাব থেকে রপ্তানি খাতের পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার যে কাউন্টারসাইক্লিক্যাল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের জন্য ৫,০০০ কোটি

টাকার বিশেষ তহবিল গঠন, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা খাতের উদ্যোগের জন্য ৭৩,০০০ কোটি টাকা চলতি মূলধন ঋণের একটি তহবিল গঠন, ক্ষতিগ্রস্ত কুটির শিল্প, মাইক্রো, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প খাতের জন্য ৪০,০০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৬.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি এবং সুদের হার কমিয়ে ফিক্সড ২ শতাংশে নির্ধারণ করা এবং ৫,০০০ কোটি টাকার একটি প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম। অধিকন্তু, সরকার রপ্তানিমুখী শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, রপ্তানি পণ্যের জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধান, পরিবহন ও ইউটিলিটি সুবিধার উন্নয়ন এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অগ্রাধিকার এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (PTAs ও FTAs ইত্যাদি) স্বাক্ষরের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। উপরন্তু, সরকার রপ্তানি বাড়াতে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করছে। পাশাপাশি, রপ্তানি বাড়াতে রপ্তানি ভর্তুকি/প্রণোদনা অব্যাহত রেখেছে। দেশের রপ্তানি বাড়াতে সরকার রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ অনুমোদন করেছে। কোভিড-১৯ অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট বিবেচনা করে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৪.১ শতাংশ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৮.০ শতাংশ বৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২.২৩ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের আমদানি ছিল ১৯.৭ শতাংশ যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ঋণাত্মক (-৮.৫৬ শতাংশ)। অন্যদিকে, ২০২১-২২ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত আমদানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪৩.৮৪ শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় (৬.০৭ শতাংশ) অনেক বেশি। কোভিড-১৯ অতিমারি অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও প্রথম ৯ মাসের তথ্য পর্যালোচনা করে ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানি ৩০.০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধির অনুমান করা হয়েছে।

২.২৪ প্রবাস আয় দেশীয় চাহিদাকে উদ্দীপিত করার মাধ্যমে জিডিপি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি, প্রবাস আয় ক্ষুদ্র-পর্যায়ে জীবনযাত্রার মান এবং সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করে। সরকার প্রবাস আয় প্রবাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাস আয় পাঠানোর জন্য ২.৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা প্রদান, প্রবাস আয় প্রেরণ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সহজীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাস আয় প্রেরণের প্রশাসনিক খরচ কমানো, জনশক্তি রপ্তানির জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধান, ইত্যাদি।

২.২৫ কোভিড-১৯ অতিমারির ধারাবাহিকতা ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবাস আয় প্রবাহকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করেছে। ২০২২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থের পরিমাণ ছিল ১৭.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১৬.২৫ শতাংশ কম। ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা সত্ত্বেও প্রবাস আয়ের প্রবাহ ২০২১-২২ অর্থবছরে ১.০ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তবে এটি আগামীতে ঘুরে দাঁড়াবে ধরে নিয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০.০ শতাংশ বৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২.২৬ যদিও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক, কিন্তু উচ্চ আমদানি বৃদ্ধি এবং নিম্ন হারে প্রবাস আয় প্রবাহের ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে জুলাই-মার্চ সময়ের মধ্যে ১৪.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চলতি হিসাবে ঘাটতি হয়েছে, যেখানে আগের অর্থবছরের একই সময়ে এটি উদ্বৃত্ত ছিল ৫৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিপরীতে, জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২১-২২ অর্থবছরের মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে আর্থিক হিসাবে ১০.৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। জুলাই-ফেব্রুয়ারির মধ্যে, সামগ্রিক ভারসাম্যের পরিমাণে ২.২২ বিলিয়ন ঘাটতি হয়েছে, যেখানে আগের বছরের একই সময়ে তা ৬.৯ বিলিয়ন উদ্বৃত্ত ছিল।

২.২৭ ২৫ মে, ২০২২ পর্যন্ত মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৪২,২৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২৫ মে, ২০২১-এ ৪৪,৮৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। উল্লেখ্য যে বৈদেশিক মুদ্রার বর্তমান রিজার্ভ ৫ মাসের আমদানি ব্যয় মেটাতে সক্ষম।

২.২৮ মোট দেশজ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য উচ্চ হারে সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ অপরিহার্য, যার জন্য সংগত কারণে অধিক পরিমাণে উৎপাদনশীল আমদানি প্রয়োজন। মধ্যমেয়াদে উচ্চতর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ বেশ কিছু মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার জন্য যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের প্রয়োজন। ফলস্বরূপ, চলতি হিসাবে অনিবার্যভাবে বৃহত্তর ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তবুও, উন্নয়ন অংশীদারগণের নিকট হতে প্রকল্প সহায়তা ও বাজেট সহায়তা প্রাপ্তির পাশাপাশি অধিক হারে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ চলতি হিসাবের উক্তরুপ ঘাটতি প্রশমিত করতে পারে। সরকার ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট এবং টিকা সহায়তা হিসাবে ৩.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পেয়েছে। এগুলি বিবেচনা করে, চলতি

হিসাবের ঘাটতি ২০২১-২২ অর্থবছরের ১০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থাকবে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ ঘাটতি কিছুটা কমে ৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২১-২২ অর্থছরে ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা ৬৩.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২.২৯ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে নিট সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের উর্ধ্বগতি লক্ষণীয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে নিট সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ১.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১১.৬৫ শতাংশ বেশি।

উদীয়মান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

২.৩০ সাম্প্রতিক রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত অর্থনীতিতে কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। এর ফলে জ্বালানি, খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অভূতপূর্ব মূল্য বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাপক বিঘ্নের কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ সংঘাত একটি নতুন বাধা হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার আশংকা রয়েছে। বাংলাদেশে আমদানিকৃত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী, যেমন- তেল, গ্যাস, সার, ভোজ্যতেল প্রভৃতির মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থ বিভাগের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে আমদানি করা নয়টি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের জন্য (অপরিশোধিত ও পরিশোধিত তেল, এলএনজি, গম, সার, পাম তেল, কয়লা, সয়াবিন তেল, ভুট্টা ও চাল) ২০২১ সালের মার্চ মাসের তুলনায় ২০২২ সালের একই সময়ে অতিরিক্ত ৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হবে। এছাড়াও ভোগ্যপণ্য, মূলধনী যন্ত্রপাতি, শিল্পে কাঁচামালের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আমদানি সামগ্রীর মূল্যও আন্তর্জাতিক বাজারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরন্তু, পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচও বাড়ছে। তাই আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি (‘Imported inflation’) ধীরে ধীরে সরকারের জন্য একটি বড় উদ্বেগ হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। ইতোমধ্যে এপ্রিল ২০২২ তে এসে বারো মাসের গড় হিসাবে সাধারণ মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৫.৮১ শতাংশে। অন্যদিকে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ৬.২৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

২.৩১ বর্তমানে দেশের আমদানিতেও ব্যাপক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) পণ্য আমদানি বেড়েছে ৪৩.৯ শতাংশ। একই সময়ে রপ্তানিতে ৩৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও উচ্চ আমদানি প্রবৃদ্ধির কারণে বাণিজ্য ঘাটতি অধিক হয়েছে যার পরিমাণ ২০২২ সালের মার্চ মাসে ২৪.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে বাণিজ্য ভারসাম্য সব সময় নেতিবাচক থাকায় প্রবাস আয় চলতি হিসাবের ঘাটতি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে আমাদের প্রধান শ্রমবাজারে কোভিড-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বিলম্বের কারণে চলতি অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে ১৭.৭ শতাংশ। এসকল কারণে চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে চলতি হিসাবের ঘাটতি হয়েছে ১৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ইত:পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২.৩২ এ সবের মধ্যে সরকার ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট চাপ মোকাবেলা করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে সরকার ভর্তুকি ও প্রণোদনার জন্য ৫৩,৮৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ও সারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে এ ভর্তুকি/প্রণোদনার পরিমাণ বেড়েছে। ফলে ভর্তুকি/প্রণোদনার জন্য সংশোধিত বাজেটে প্রাক্কলন বাড়িয়ে ৬৬,৮২৫ কোটি টাকা (জিডিপির ১.৭০ শতাংশ) করা হয়েছে। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে এ পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৮২,৭৪৫ কোটি টাকা (জিডিপির ১.৯০ শতাংশ) করা হবে।

২.৩৩ সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য তিনটি প্রধান আন্তঃসংযুক্ত চ্যালেঞ্জ হল আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি, ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা এবং ক্রমবর্ধমান চলতি হিসাবের ঘাটতি। সরকার উল্লিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ প্রশমিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। স্থানীয় মুদ্রার (টাকা) মূল্যমান স্থিতিশীল রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে বৈদেশিক মুদ্রা ডলারের সরবরাহ বাড়াচ্ছে। উপরন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা সরবরাহের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। একই সাথে যথাযথ রাজস্ব নীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকারের পক্ষে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কম দামে বিক্রি করছে। অনুরূপভাবে শহরাঞ্চলে ওএমএস কর্মসূচির আওতায় চাল ও গম বিক্রি করা হচ্ছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দরিদ্র মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় রয়েছে যাদের কাছে সরকার ডিজিটাল

পদ্ধতিতে নগদ অর্থ প্রেরণ করতে পারে। সরকারের প্রধান কৌশল হলো চাহিদাকে প্রভাবিত না করে সরবরাহ বাড়ানো। পরিচালন বাজেট বরাদ্দের সময় বিলাসী দ্রব্য এবং কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ আরও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে। আমদানি ব্যয় যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রাখার জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিলাসবহুল পণ্য এবং দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি নিরুৎসাহিত করা হবে। যে সকল উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টির এবং একইসাথে আউটপুট বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে সেইসব প্রকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন এবং অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হবে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুবিধার্থে মধ্যমেয়াদে সংশ্লিষ্ট নীতিগত সহায়তা দেওয়া হবে।

সারণি ২.৪: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫)

সূচকসমূহ	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৯৪	৭.২	৭.২৫*	৭.৫	৭.৮	৮.০
মূল্যস্ফীতি (%)	৫.৬	৫.৩	৫.৮	৫.৬	৫.৫	৫.৫
মোট বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশে)	৩১.০	৩১.৭	৩১.৬৮	৩১.৫	৩২.৮	৩৩.৬
বেসরকারি বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশে)	২৩.৭	২৩.৩১	২৪.০৬	২৪.৮১	২৫.৯১	২৬.৬৫
সরকারি বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশে)	৭.৩	৮.৪	৭.৬২	৬.৭	৬.৯	৭.০
রাজস্ব (জিডিপি'র শতাংশে)	৯.৩	১১.৩	৯.৮	৯.৭	১০.৪	১০.৬
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (জিডিপি'র শতাংশে)	৭.৫	৯.৫	৮.৩	৮.৩	৮.৮	৯.০
রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত (জিডিপি'র শতাংশে)	০.২	০.৫	০.৪	০.৪	০.৫	০.৫
কর ব্যতীত প্রাপ্তি (জিডিপি'র শতাংশে)	১.৭	১.২	১.১	১.০	১.১	১.১
সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র শতাংশে)	১৩.০	১৭.৫	১৪.৯	১৫.২	১৫.৫	১৫.৬
তন্মধ্যে, এডিপি(জিডিপি'র শতাংশে)	৪.৫	৬.৫	৫.৩	৫.৫	৬.৩	৬.৪
বাজেট ঘাটতি (জিডিপি'র শতাংশে)	-৩.৭	-৬.২	-৫.১	-৫.৫	-৫.১	-৫.০

সূচকসমূহ	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
	প্রকৃত	**বাজেট**	**সংশোধিত**	**প্রক্ষেপণ**		
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন (জিডিপি'র শতাংশে)	২.৩	৩.৩	৩.১	৩.৩	২.৯	২.৮
তন্মধ্যে, ব্যাংক (জিডিপি'র শতাংশে)	০.৯	২.২	২.২	২.৪	২.৩	২.৩
বৈদেশিক অর্থায়ন (জিডিপি'র শতাংশে)	১.৪	২.৯	২.০	২.২	২.২	২.৩
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশে)	১৩.৬	১৩.৮	১৫.০	১৫.৬	১৬.০	১৬.৫
অভ্যন্তরীণ ঋণ (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশে)	১০.১	১৪.০	১৭.৮	১৬.০	১৬.০	১৭.০
বেসরকারি খাতে ঋণ (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশে)	৮.৩	১১.০	১৪.৮	১৫.০	১৫.০	১৬.০
রপ্তানি (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশে)	১৫.৪	১২.০	৩৪.১	২০.০	১৮.০	১৮.০
আমদানি (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশ)	১৯.৭	১১.০	৩০.০	১২.০	১৪.০	১৪.৫
প্রবাস আয় (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশ)	৩৬.১	৩৫.০	১.০	১৬.০	১০.০	১০.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (জিডিপি'র শতাংশে)	-০.৯১	-০.০৬	-২.১৯	-১.১৯	-০.৮৬	-০.৮১
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মা. ড.)	৪৬.৩৯	৪৮.৩৭	৪২.০৫	৪৬.৪৬	৫৪.২৯	৬৩.৫০
জিডিপি (চলতি মূল্যে) কোটি টাকা	৩৫,৩০,১৮৫	৩৪,৫৬,০৪০	৩৯,৭৬,৪৬২	৪৪,৪৯,৯৫৯	৪৯,৯১,৩৩৭	৫৬,০৬,২৬৯
জিডিপি (চলতি মূল্যে) বিলিয়ন মা. ড.	৪১৬.২	৩৯৩.৯	৪৬৫.০	৫১৬.২	৫৭৯.৭	৬৫১.১

সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বিবিএস; * সাময়িক

তৃতীয় অধ্যায়

সরকারি ব্যয় এবং খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার

বাংলাদেশ পরপর দুইবার স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উত্তরণের সকল শর্ত পূরণ করার মাধ্যমে ২০২৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। এখন আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে ২০৩১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়া এবং সে অনুযায়ী সরকারি ব্যয় এবং খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা। এরই মধ্যে কোভিড-১৯ অতিমারি আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে সাময়িকভাবে ব্যাহত করেছে; তবে সরকারের সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলে অতিমারির কারণে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। তবে বিশ্ব বাজারে পণ্যের উচ্চ মূল্য ও সরবরাহ বিঘ্নসহ আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বিরাজমান সামগ্রিক অস্থিরতা এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারকে আরও সতর্কতার সাথে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পিত সরকারি ব্যয় সাধারণত: সামগ্রিক চাহিদা এবং প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাকে ত্বরান্বিত করে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উপরন্তু, সরকারি ব্যয় যদি দরিদ্রবান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় তবে একটি কার্যকর পুনর্বণ্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে মধ্যমেয়াদি সরকারি ব্যয় কৌশল (২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত কৌশলে রূপকল্প ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচিতে সম্পদ বরাদ্দের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩.২ বিগত ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ সম্বলিত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব হ্রাস করা। সেলক্ষ্যে স্বাস্থ্য, কৃষি, সমাজকল্যাণ, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং কর্মসংস্থান সুরক্ষার মতো খাতে উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের

বাজেটে সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র নির্ধারণে অতিমারির প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান অস্থিরতার প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা এবং উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বাজেট প্রণয়নে সরকার অগ্রাধিকার খাতে, বিশেষ করে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বিস্তৃতকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো ইত্যাদিতে ব্যয়ের উপর গুরুত্বারোপ করছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা পূরণে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নসহ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যখাতে প্রয়োজনীয় ব্যয় অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বৃহৎ শিল্প, সিএমএসএমই, সেবাখাত ও গ্রামীণ অনানুষ্ঠানিক খাতকে ক্ষতির হাত থেকে পুরোপুরি পুনরুদ্ধার নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে। অধিকন্তু, অতি দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও গৃহহীনদের জন্য বাসস্থানের আওতা বৃদ্ধি এবং স্বল্প আয়ের মানুষের মাঝে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে খাদ্য বিতরণের লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত কর্মসূচিসমূহ অব্যাহত থাকবে।

৩.৩ নীতি বিবৃতির এ অধ্যায়ে সরকারি ব্যয় বরাদ্দের বিস্তারিত বিবরণ, খাতওয়ারি ব্যয়ের সাম্প্রতিক প্রবণতা, বিভিন্ন খাতের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলোতে সম্পদ বরাদ্দ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, এ অধ্যায়ে ২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারি ব্যয়ের ধরন ও প্রক্ষেপণের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে।

সরকারি ব্যয় নির্বাহের চিত্র

৩.৪ সরকার বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য জিডিপি'র শতাংশ হারে সরকারি ব্যয় ক্রমান্বয়ে বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জিডিপির শতকরা হিসেবে বাংলাদেশে সরকারি ব্যয় বর্তমানে কিছু উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতির তুলনায় কম। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১ সালে যেখানে বাংলাদেশে সরকারি ব্যয় ছিল

জিডিপির ১৩.০ শতাংশ, সেখানে ভারত, মালয়েশিয়া এবং ভিয়েতনাম তা ছিল যথাক্রমে ২৮.৮ শতাংশ, ২২.৩ শতাংশ এবং ২০.৪ শতাংশ। তাছাড়া, উন্নত অর্থনীতিতে সরকারি ব্যয়ের হার বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি (সারণি ৩.১)। এমতাবস্থায়, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিডিপি'র শতাংশ হিসাবে সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি এবং গুণগত ও মানসম্পন্ন সরকারি সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৌলিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষেবা খাতসমূহে ব্যয় বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে সরকারি ব্যয়ের আকার বৃদ্ধি এবং একই সাথে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সারণি ৩.১: ২০২১ সালে কতিপয় দেশের সরকারি ব্যয়/জিডিপি অনুপাত

(জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)

দেশ	সরকারি ব্যয়/মোট দেশজ উৎপাদন
ফ্রান্স	৫৭.০
সুইডেন	৪৯.৪
যুক্তরাজ্য	৪১.৭
অস্ট্রেলিয়া	৩৯.০
যুক্তরাষ্ট্র	৩৬.৮
চীন	৩৩.৭
ভারত	২৮.৮
মালয়েশিয়া	২২.৩
ভিয়েতনাম	২০.৪
বাংলাদেশ	১৩.০

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক ডাটাবেস (এপ্রিল ২০২২), আইএমএফ, এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকারি ব্যয়

৩.৫ কোভিড-১৯ অতিমারির বিরূপ অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় সরকার বিভিন্ন রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করেছে। অতিমারির কারণে সাময়িকভাবে উৎপাদন বিঘ্নিত হয়, যার ফলে অনেকে চাকরি হারায় এবং পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। তাছাড়া মানুষের জীবন সুরক্ষায় প্রয়োজন ছিল বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং সবার জন্য টিকা নিশ্চিত করা। অতিমারির কারণে সৃষ্ট প্রতিকূল অর্থনৈতিক প্রভাব হ্রাস এবং বর্ধিত স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার একটি সমন্বিত প্রণোদনা ও

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্যাকেজসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও ২০২১-২২ অর্থবছরের এ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি অধ্যায়-১ এ বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

সরকারি ব্যয়ের সার্বিক গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৩.৬ সরকার ক্রমান্বয়ে জিডিপি'র শতাংশ হারে ব্যয় বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় ছিল জিডিপি'র ১৩.০ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে (সংশোধিত বাজেট) ১৪.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। অতিমারির কারণে জরুরী স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সরকার তার ব্যয় অগ্রাধিকারে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে। মধ্যমেয়াদে বাজেট ঘাটতিকে একটি টেকসই সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে সরকার একটি সমন্বিত সহনীয় পন্থা অনুসরণ করতে চায়। মধ্যমেয়াদে সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির ১৫.৬ শতাংশে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সারণি ৩.২: সরকারি ব্যয়ের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা

(জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)

২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮- ১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১- ২২	২০২২- ২৩	২০২৩- ২৪	২০২৪- ২৫
প্রকৃত					সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
১১.৬	১২.২	১৩.৩	১৩.০	১৩.০	১৪.৯	১৫.২	১৫.৫	১৫.৬

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র ৩.১: মোট সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র শতকরা হারে)

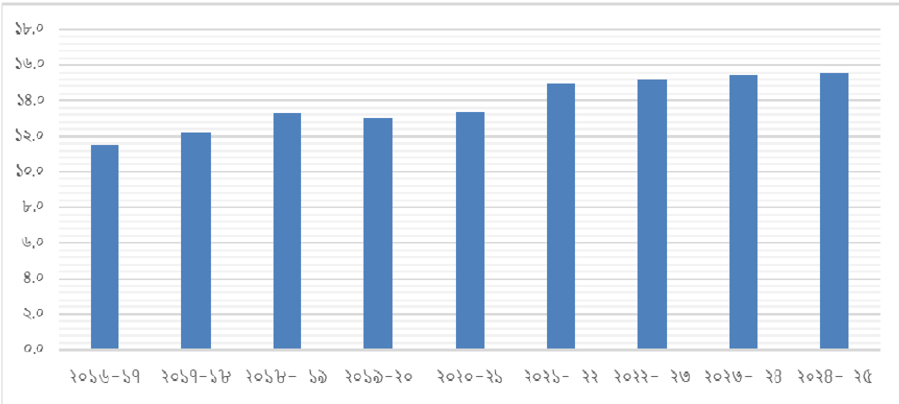

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৩.৭ ২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত নামিক সরকারি ব্যয়ের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৪.৬ শতাংশ, যা উক্ত সময়ের মধ্যে ৫.৬ থেকে ২১.৬ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে নামিক সরকারি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল ২৬.০ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে মধ্যমেয়াদি সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ৩.৩: নামিক সরকারি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি

(শতাংশে)

২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
প্রকৃত					সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
১১.৯	১৯.৮	২১.৬	৫.৬	১১.১	২৬.০	১৪.২	১৩.৮	১৩.০

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চলতি ও মূলধন ব্যয়

৩.৮ চলতি এবং মূলধন ব্যয় বাজেট বরাদ্দের দুটি প্রধান অংশ। চলতি ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, পণ্য ও সেবা ক্রয়, ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয়, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ ইত্যাদি। 'খাদ্য হিসাব' এবং কাঠামোগত সমন্বয়জনিত ব্যয়ও এ চলতি ব্যয়ের অংশ। অন্যদিকে, মূলধন ব্যয়ের

মধ্যে রয়েছে উৎপাদনশীল সম্পদের সংযোজন এবং নতুন সৃষ্টি। মূলধন ব্যয়ের অন্যতম প্রধান দুটি শ্রেণি হচ্ছে - সরকারি ব্যয় হতে অর্থায়নকৃত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং এডিপি বর্হিভূত মূলধন ব্যয়। এছাড়া, ঋণ ও অগ্রিম, রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প এবং এডিপি বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও হস্তান্তর ব্যয়ও মূলধন ব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত।

৩.৯ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাজেট প্রক্রিয়ায় চলতি ব্যয় এবং মূলধন ব্যয়ের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে অর্থনীতিকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। সরকারি বিনিয়োগের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য মূলধন ব্যয়ের আকার প্রসারিত করা প্রয়োজন। একই সাথে সরকারি পরিষেবার গুণগত মানোন্নয়নে এবং বিদ্যমান অবকাঠামো নেটওয়ার্কের চাহিদা মেটাতে চলতি ব্যয়ের আকার বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারণি ৩.৪ এ কিছু উত্থান-পতনসহ মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে মূলধন ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, অপরদিকে চলতি ব্যয়ে ক্রমাগত হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী চলতি ব্যয় হল মোট বাজেটের ৫৭.৪ শতাংশ, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে ৫৪.৬ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, একই অর্থবছরে মূলধন ব্যয় ছিল মোট বাজেটের ৪২.৬ শতাংশ, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে ৪৫.৪ শতাংশে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সারণি ৩.৪: সরকারি ব্যয়ের বিভাজন (বাজেটের শতকরা হারে)

	২০১৬-১৭	২০১৭- ১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
	প্রকৃত					সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
চলতি ব্যয়	৬১.৫	৫৫.৫	৫৫.৬	৫৬.৭	৫৭.১	৫৭.৪	৫৫.০	৫৪.৮	৫৪.৬
মূলধন ব্যয়	৩৮.৫	৪৪.৫	৪৪.৪	৪৩.৩	৪২.১	৪২.৬	৪৫.০	৪৫.২	৪৫.৪

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৩.১০ সারণি ৩.৫ অনুসারে ২০১৬-১৭ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজেটের অংশ হিসাবে মূলধন ব্যয়ের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও ২০১৮-১৯ হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে পুনরায় নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপি ছিল জিডিপির মাত্র ৩.৬ শতাংশ, কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরে তা জিডিপির ৪.৫ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ করা হয়েছে জিডিপি'র ৫.৩ শতাংশে।

সারণি ৩.৫: সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন

(জিডিপি'র শতাংশ হিসাবে)

খাত	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
	প্রকৃত					সংশোধিত
চলতি ব্যয়	৭.১	৬.৮	৭.৪	৭.৪	৭.৫	৮.৬
বেতন ও ভাতাদি	২.১	১.৮	১.৮	১.৭	১.৭	১.৮
পণ্য ও সেবা	০.৯	০.৯	১.০	০.৯	০.৯	০.৯
সুদ পরিশোধ	১.৫	১.৬	১.৭	১.৮	২.০	১.৮
অভ্যন্তরীণ	১.৪	১.৪	১.৬	১.৭	১.৯	১.৬
বৈদেশিক	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.২
ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয়	২.৬	২.৫	২.৯	২.৯	২.৯	৪.১
থোক বরাদ্দ	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.১
খাদ্য হিসাবের স্থিতি	০.০	০.৩	০.১	০.১	০.১	০.০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩.৬	৪.৫	৫.০	৪.৮	৪.৫	৫.৩
এডিপি বহির্ভূত মূলধন ও নিট ঋণ	০.৯	০.৬	০.৮	০.৭	০.৮	১.১
এডিপি বহির্ভূত মূলধন ব্যয়	০.৭	০.৬	০.৮	০.৮	০.৮	১.০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চলতি ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৩.১১ বিগত ২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে চলতি ব্যয় ছিল গড়ে জিডিপি'র প্রায় ৭.২ শতাংশ। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী তা বেড়ে হয়েছে ৮.৬ শতাংশ। মধ্যবর্তী মেয়াদে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চলতি ব্যয় জিডিপি'র ৮.৫ শতাংশ থাকবে বলে অনুমান করা হয়েছে (সারণি ৩.৬)।

সারণি ৩.৬: চলতি ব্যয়ের গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

(জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)

	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
	প্রকৃত					সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
চলতি ব্যয় (বিলিয়ন টাকায়)	১৬৫২.১	১৭৮৮.৮	২১৭৮.০	২৩৪৩.৮	২৬৫৮.৯	৩৪০৫.৭	৩৭৩২.৬	৪২২৯.৫	৪৭৫৯.৭
জিডিপির %	৭.১	৬.৮	৭.৪	৭.৪	৭.৫	৮.৬	৮.৪	৮.৫	৮.৫

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বেতন ও ভাতাদি

৩.১২ মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে বেতন ও ভাতা বাবদ ব্যয়ে নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল মোট বাজেটের ১৮.২ শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ক্রমাগতভাবে কমে ১৩.১ শতাংশে নেমে এসেছে। মধ্যমেয়াদে এটি একই স্তরে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেতন ও ভাতা বাবদ ব্যয় মোট বাজেটের ১১.৩ শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দাঁড়াবে ১১.৪ শতাংশে।

সারণি ৩.৭: বেতন ও ভাতাদি বাবদ ব্যয়

	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
	প্রকৃত					সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
বেতন ও ভাতা (বিলিয়ন টাকায়)	৪৯০.২	৪৭৮.৫	৫৩৪.০	৫৫৪.৮	৬১৬.৭	৭১৫.৪	৭৬৪.১	৮৭৩.৫	৯৯৭.৯
মোট ব্যয়ের শতাংশে	১৮.২	১৪.৯	১৩.৬	১৩.৪	১৩.১	১২.১	১১.৩	১১.৩	১১.৪

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

পণ্য ও পরিষেবায় সরকারি ব্যয়

৩.১৩ মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে পণ্য ও পরিষেবায় ২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর সময়ে সরকারি ব্যয়ের গড় ছিল প্রায় ৭ শতাংশ (সারণি ৩.৮)। বাজেট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ ব্যয়কে একটি গ্রহণযোগ্য সীমায় রাখার লক্ষ্যে সরকার ই-জিপি'র মাধ্যমে ব্যয় স্থানান্তরে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য পণ্য ও পরিষেবা বাবদ সরকারি ব্যয় সংশোধন করে নির্ধারণ করা হয়েছে ৫.৯ শতাংশে। মধ্যমেয়াদে, এ দু'টি খাতে বরাদ্দ কিছুটা বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতসমূহে ব্যয় মোট ব্যয়ের ৫.৭ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এটি ৬.৩ শতাংশে দাঁড়াতে পারে।

সারণি ৩.৮: পণ্য ও পরিষেবা খাতে সরকারি ব্যয়

	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
	প্রকৃত					সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
পণ্য ও পরিষেবা ব্যয় (বিলিয়ন টাকায়)	২০৫.৩	২৩৪.৮	২৮৫.৭	২৮৪.৪	৩০৪.৬	৩৪৯.৭	৩৮৩.৩	৪৭৪.২	৫৪৩.৬
মোট ব্যয়ের %	৭.৬	৭.৩	৭.৩	৬.৯	৬.৫	৫.৯	৫.৭	৬.২	৬.৩

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ভর্তুকি ও হস্তান্তর ব্যয়

৩.১৪ অর্থনীতির কিছু নির্দিষ্ট খাতের উৎপাদন এবং মূল্যস্তরকে প্রভাবিত করার জন্য ভর্তুকি এবং প্রণোদনা প্রদানকে অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা হয়, যা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে ইতিবাচক বাহ্যিক প্রভাব ফেলে। তাই দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ভর্তুকি এবং হস্তান্তর ব্যয় করে থাকে। খাদ্য বাবদ, সার, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এবং অন্যান্য কিছু খাতে ভর্তুকি দেয়া হয়। অন্যদিকে, খানাসমূহকে এবং খানা পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানান্তর ব্যয় প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) ও বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনকে (বিজেএমসি) নেট ঋণ ও অগ্রিম হিসেবে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। অবশ্য ২০১৬ সালের পর থেকে সরকার বিপিসিকে আর নগদ ঋণ দিচ্ছে না। মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে নগদ ঋণ ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ২.৩৪ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কমে ২.২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। অপরদিকে, মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে ভর্তুকি ব্যয় ২০২০-২১ অর্থবছরের ১.৯৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের ৩.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (সারণি ৩.৯ক)। আন্তর্জাতিক বাজারে তেল, গ্যাস ও সারের মূল্যে ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে ২০২১-২২ অর্থবছরে ভর্তুকিতে সরকারের মোট ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তেল, গ্যাস ও সারের বৈশ্বিক এ মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে মধ্যমেয়াদে ভর্তুকিতে সরকারি ব্যয় আরও বাড়বে।

সারণি ৩.৯ ক: নগদ ঋণ এবং ভর্তুকি

(বিলিয়ন টাকা)

	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
	প্রকৃত							সংশোধিত
১। পিডিবি	৮৯.৮০	২৭.৯৪	৩৯.৯৪	৩৫.৫০	৭৯.৬৬	৭৪.৩৯	৮৯.৪৫	১২০.০০
২। বিপিসি	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩। বিজেএমসি ও অন্যান্য	০.০৪	১.১৩	১১.৭৯	০.০২	৩৩.৭৫	৫৪.৪৭	২১.০৪	১৩.৭৩
মোট নগদ ঋণ	৯৫.৮৪	২৯.০৭	৫১.৭৩	৩৫.৫২	১১৩.৪১	১২৮.৮৬	১১০.৪৯	১৩৩.৭৩
মোট ব্যয়ের শতাংশে	৪.৫৯	১.২১	১.৯২	১.১০	২.৯০	৩.১২	২.৩৪	২.২৫
৪। খাদ্য	১২.৪০	৯.০৪	২৬.৪৩	১৪.১৫	৬৬.৩০	৪১.৭০	৩৬.৬০	৫৫.০০
৫। অন্যান্য	১.৭০	১.৮২	৩.০০	৩৬.০৫	২৫.১৪	৩৫.১৬	৫২.৯৭	১৫৩.০০
মোট ভর্তুকি	১৪.১০	১০.৮৬	২৯.৪৩	৫০.২০	৯১.৪৪	৭৬.৮৬	৮৯.৫৭	২০৮.০০
মোট ব্যয়ের শতাংশে	০.৬৮	০.৪৫	১.১০	১.৫৬	২.৩৩	১.৮৬	১.৯৫	৩.৫০
মোট নগদ ঋণ এবং ভর্তুকি	১০৯.৯৪	৩৯.৯৩	৮১.১৬	৮৫.৭২	২০৪.৮৫	২০৫.৭২	২০০.০৬	৩৪১.৭৩
মোট ব্যয়ের শতাংশে	৫.২৬	১.৬৬	৩.০২	২.৬৬	৫.২৩	৪.৯৮	৪.২৫	৫.৭৬
জিডিপি'র শতাংশে	১৪.২২	১১.৫৬	১১.৫৬	১২.২০	১৩.২৭	১৩.০৪	১৩.৩৫	১৫.০৫

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৩.১৫ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে রাজস্ব প্রণোদনা সাধারণতঃ অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প খাতে প্রদান করা হয়ে থাকে। অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কৃষি ও রপ্তানি খাত প্রতিবছর বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। কোভিড-১৯ অতিমারি চলাকালীন সরকার অতিমারির প্রভাব কমাতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে এ দুই খাতে প্রণোদনা বাড়িয়েছে এবং সেইসাথে অতিমারির কারণে চাকরি হারিয়েছে এমন অতি দরিদ্রদেরও প্রণোদনা প্রদান করেছে। মোট রাজস্ব প্রণোদনা ২০২০-২১ অর্থবছরের ১৮২.৬ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ২৬০.২৫ বিলিয়ন টাকা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু কৃষি প্রণোদনাই ২০২০-২১ অর্থবছরের ৭৬.৩ বিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ১২০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানির জন্য নগদ প্রণোদনা ছিল প্রায় ৫৮.৪৬ বিলিয়ন টাকা, যা ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৭৮.২৫ বিলিয়ন টাকায়

উন্নীত হয়েছে। ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাস আয় প্রেরণ উৎসাহিত করতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা চালু করা হয়, যা ২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারিতে ২.৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবাস আয় খাতে প্রণোদনা বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৫০ বিলিয়ন টাকা।

সারণি ৩.৯ খ: রাজস্ব প্রণোদনা

(বিলিয়ন টাকায়)

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
	প্রকৃত						সংশোধিত
১। কৃষি	৬৪.৩	৩৬.১	৫২	৭৩.৩৬	৭২.৫	৭৬.৩২	১২০
২। রপ্তানি	৩৫.০১	৪০	৪০	৪০	৬০.৪৪	৫৮.৪৬	৭৮.২৫
৩। পাটজাত পণ্য	০	৩.৯৫	৪.৮১	৪.৮১	৫০	৮	১২
৪। প্রবাস আয়	-	-	-	-	৩০.৬	৩৯.৭৮	৫০
মোট প্রণোদনা	৯৯.৩১	৮০.০৫	৯৬.৮১	১১৮.১৭	২১৩.৫৪	১৮২.৫৬	২৬০.২৫
মোট ব্যয়ের শতাংশে	৪.১৪	২.৯৮	৩.০১	৩.০২	৫.১৬	৩.৯৭	৪.৩৯
জিডিপি'র শতাংশে	০.৪৮	০.৩৪	০.৩৭	০.৪০	০.৬৭	০.৫২	০.৬৫

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র ৩.২: রাজস্ব প্রণোদনার গঠন (বিলিয়ন টাকায়)

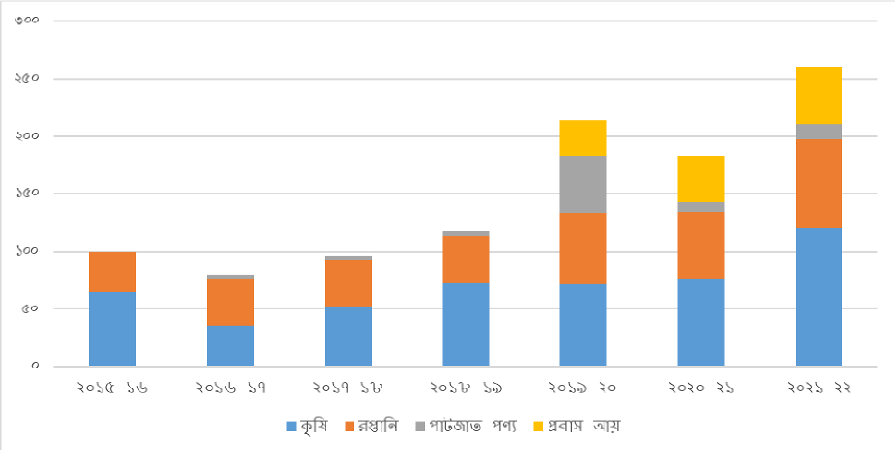

ঋণের সুদ বাবদ পরিশোধ

৩.১৬ সুদ পরিশোধ সরকারি ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বাহ্যিক উৎস হতে রেয়াতপ্রাপ্ত ঋণের (concessionary loans) সুদের হার কম হওয়ায় এ ঋণের সুদ বাবদ কম ব্যয় করতে হয় বিধায় সরকার সর্বদা রেয়াতপ্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সারণি ৩.১০ এ ২০১৫-১৬ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর সময়কালে সুদ পরিশোধ বাবদ সরকারি ব্যয়ের হারে ক্রমহ্রাসমান ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে সুদ পরিশোধ এর ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে কিছুটা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা গেলেও ২০২১-২২ অর্থবছরে পুনরায় তা ১২ শতাংশে নেমে এসেছে। মধ্যমেয়াদে বাজেট ঘাটতি মেটাতে এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা এড়ানোর জন্য সরকার সহজ শর্তের বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহের কৌশল অব্যাহত রাখবে।

সারণি ৩.১০: সরকারি ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় (মোট ব্যয়ের শতকরা হারে)

খাত	২০১৫-১৬ প্রকৃত	২০১৬-১৭ প্রকৃত	২০১৭-১৮ প্রকৃত	২০১৮-১৯ প্রকৃত	২০১৯-২০ প্রকৃত	২০২০-২১ প্রকৃত	২০২১-২২ সংশোধিত
অভ্যন্তরীণ	১৩.১০	১২.৪৮	১১.৮৫	১১.৭৫	১২.৮৫	১৪.০৭	১০.৯৫
বৈদেশিক	০.৬৭	০.৬৯	১.১২	০.৮৮	১.০৪	০.৯১	১.০৫
সর্বমোট	১৩.৭৭	১৩.১৭	১২.৯৭	১২.৬৩	১৩.৮৯	১৪.৯৮	১২.০০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

মূলধন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৩.১৭ মূলধন ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ হল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ এবং এডিপি বহির্ভূত মূলধন ব্যয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মূলধন ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি পণ্য ও সেবার সামগ্রিক উৎপাদন স্তরকে প্রভাবিত করে থাকে। বাংলাদেশে মূলধন ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে (সারণি ৩.১১)। ২০২১-২২ সালের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী এটি জিডিপির ৬.৩ শতাংশ ছিল। মধ্যমেয়াদে মূলধন ব্যয় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি'র ৭.১ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ৩.১১: মূলধন ব্যয় ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প (জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)

২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
৪.৫	৫.৪	৫.৯	৫.৬	৫.৫	৬.৩	৬.৭	৭.০	৭.১

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

৩.১৮ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) হল সরকারি খাতে মূলধন গঠন/সঞ্চয়নের প্রধান উৎস। এডিপি বরাদ্দ এবং প্রকৃত বাস্তবায়নের চিত্র নিম্নের সারণি ৩.১২ এ দেখানো হয়েছে। সারণি অনুসারে এডিপি বাস্তবায়ন হার বিভিন্ন আর্থিক বছরে পরিবর্তিত হয়। ২০১৫-১৬ হতে ২০২০-২১ সালের মধ্যে বাজেট বরাদ্দের শতাংশ হিসাবে এডিপি বাস্তবায়ন প্রায় ৭৪.৯ শতাংশ থেকে ৮৮.৯ শতাংশ এবং জিডিপির শতাংশ হিসাবে বাস্তবায়ন ৩.৬ শতাংশ থেকে ৫.০ শতাংশে উঠানামা করেছে। যদিও কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন যে কোনও সাধারণ অর্থবছরের তুলনায় অনেক কম হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে তা ছিল উৎসাহব্যঞ্জক, যা বরাদ্দের ৮১.২ শতাংশ। এডিপি বরাদ্দ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাই এডিপি বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের বাস্তবায়ন দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার আইবাস++ নামে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালুর মাধ্যমে সকল মন্ত্রণালয়কে একই প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করেছে এবং এর মাধ্যমে তহবিল

পরিচালনা ও ছাড়ের প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছে। উপরন্তু, গত আর্থিক বছর থেকে প্রকল্প পরিচালকদের জিওবি তহবিলের সমস্ত কিস্তি ছাড়করণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প তহবিলের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, অপচয় হ্রাস এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে এসব উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মধ্যমেয়াদে এডিপির আকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

সারণি ৩.১২: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন

(বিলিয়ন টাকা)

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
বাজেট	৯৭০.০	১১০৭.০	১৫৩৩.৮	১৭৩০.০	২০২৭.২	২০৫১.৪	২২৫৩.২
সংশোধিত বাজেট	৯১০.০	১১০৭.০	১৪৮৩.৮	১৬৭০.০	২০১১.৯	১৯৭৬.৪	২০৯৯.৮
প্রকৃত বাস্তবায়ন	৮০৮.৬	৮৪০.৬	১১৯৫.৪	১৪৭২.৯	১৫০৭.৮	১৬০৪.০	১১৯৮.২*
জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে বাস্তবায়ন	৩.৯	৩.৬	৪.৫	৫.০	৪.৮	৪.৫	৩.০
সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে বাস্তবায়ন (%)	৮৮.৯	৭৫.৯	৮০.৬	৮৮.২	৭৪.৯	৮১.২	৫৭.১

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; * এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন

মধ্যমেয়াদে (২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর) ব্যয়ের খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার

৩.১৯ কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব কাটিয়ে অর্থনীতিকে দ্রুত প্রবৃদ্ধির পথে ফিরিয়ে আনতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করতে সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকার নির্ধারণের গতানুগতিক ধারায় কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে স্বাস্থ্য, জীবন ও জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অতএব, মধ্যমেয়াদের ব্যয় কাঠামোতে অগ্রাধিকার হবে স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষির উন্নতি সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বাড়ানো, জেন্ডার সমতা রক্ষা, অবকাঠামোর উন্নতি সাধন, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট হুমকিসমূহের মোকাবেলা ও অভিযোজনের বিষয়সমূহও সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে।

৩.২০ ২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দের উপর প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান সেক্টরভিত্তিক কর্মসূচি ব্যয়সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো। বিস্তারিত প্রোগ্রাম ব্যয় সারণি-৩.১৩ এ দেখানো হলো।

জীবনরক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে শক্তিশালীকরণ[১]

৩.২১ সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সবল ও দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার স্বাস্থ্য খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছে এবং প্রতি বছর এসব সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি করে আসছে। অধিকন্তু, ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১৬-১৭ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ১.১৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সফলভাবে সর্বস্তরের মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনার ফলে নবজাতক মৃত্যুর হার, ৫ বছরের কম শিশু মৃত্যুর হার, অপুষ্টি, কম ওজন এবং মাতৃমৃত্যুর হারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

৩.২২ ২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হওয়ার পর হতে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও অতিমারি মোকাবেলায় গুরুতর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। তবে সম্পদের ঘাটতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ অতিমারির তিনটি তরঙ্গই সফলভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বাংলাদেশ ‘জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা’ প্রণয়ন করেছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণের হার নিয়ন্ত্রণে সরকার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিয়েছে। সে লক্ষ্যে, ১০টি জাতীয় নির্দেশিকা, অন্যান্য ৪৩টি নির্দেশিকা এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কৌশলগত দিকনির্দেশনার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক উপকরণ প্রস্তুত করা হয়েছে। দেশে প্রবেশের সমস্ত পয়েন্টে (যেমন বিমান, স্থল এবং সমুদ্রবন্দর) আগত যাত্রীদের স্ক্রিনিং অব্যাহত রাখা, সারাদেশে ১২১টি পরীক্ষাগারে (ঢাকায় ৭২টি এবং ঢাকার বাইরে ৪৯টি) কোভিড-১৯ এর নমুনা সরকারিভাবে পরীক্ষা করা, কোভিড রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে। অতিমারি থেকে জনজীবনকে রক্ষার

[১]স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

উদ্দেশ্যে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) অধীনে তৈরিকৃত 'জাতীয় বিতরণ ও টিকাদান পরিকল্পনা' অনুযায়ী টিকা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে শুরু হওয়া টিকা কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ১২.৯০ কোটি প্রথম ডোজ টিকা, ১১.৭৬ কোটি দ্বিতীয় ডোজ টিকা এবং ১.৫৩ কোটি বুস্টার ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারি থেকে পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের টিকাদানের সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। যুক্তরাজ্যের লন্ডনের ফিন্যান্সিয়াল টাইমস ও জাপানের নিক্কেই মিডিয়া গ্রুপ কর্তৃক গত মে, ২০২২ প্রকাশিত 'নিক্কেই কোভিড-১৯ রিকভারি ইনডেক্স' এ বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম এবং দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে।

৩.২৩ দেশে চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারে উচ্চ বিনিয়োগ ও উন্নত প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। মেডিকেল শিক্ষার সকল স্নাতকোত্তর ডিগ্রীকে এক প্লাটফর্মের আওতায় আনা, পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিকীকরণ, শিক্ষকদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ এবং বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবার মান নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার ব্যয় জনগণের নাগালের মধ্যে রাখা এবং নার্সিং শিক্ষার আধুনিকীকরণও অগ্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। দেশে চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকার মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। মধ্যমেয়াদে দেশের প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। অধিকন্তু, মধ্যমেয়াদে ডাক্তার-নার্স বা রোগী-নার্স অনুপাত বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা বা নার্সিং ইনস্টিটিউটগুলোকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৩.২৪ সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার স্বাস্থ্য খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি প্রদানের মাধ্যমে একটি সুস্থ ও উৎপাদনশীল জনসংখ্যা তৈরি করা। মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জরুরী প্রসূতি সেবার বিষয়ে চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের 'কমিউনিটি বেইজড স্কিলড বার্থ অ্যাটেনডেন্টস' প্রশিক্ষণ প্রদান, গর্ভবতী মায়েদের সমন্বিত চিকিৎসা সেবা প্রদান, মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার প্রকল্পের প্রসার, জরায়ুমুখ এবং স্তন ক্যান্সারের প্রাথমিক সনাক্তকরণ

ইত্যাদি। কিশোর-কিশোরীদের সঠিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কিশোরবান্ধব স্বাস্থ্য কর্নারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে এসব সেবা অব্যাহত থাকবে।

কৃষি[২]

৩.২৫ উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং পল্লী অঞ্চলে বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জনে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে সরকার এ খাতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। তাছাড়া, কোভিড-১৯ অতিমারির বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সরকার কৃষিতে বিশেষ নজর দিয়েছে। তাই, প্রক্ষেপণ করা হচ্ছে এ খাতে মধ্যমেয়াদে মোট ব্যয় বার্ষিক গড়ে ৬.৯২ শতাংশ বেড়ে ২০২৫ অর্থবছরে দাঁড়াবে ৪২৭.৪১ বিলিয়ন টাকা।

৩.২৬ দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার উপযুক্ত প্রযুক্তি ও ফসলের জাত উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সরকার এ খাতে ভর্তুকি, প্রণোদনা ও পুনর্বাসনে সহায়তা দিচ্ছে। কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষি উপকরণ রপ্তানির জন্য ২০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা ও কৃষিতে বৈদ্যুতিক সেচ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিলের উপর ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। উপরন্তু, ডাল, তেল, মসলা এবং ভুট্টাসহ ২৪টি ফসল উৎপাদনের জন্য ২০১২ অর্থবছর থেকে মাত্র ৪ শতাংশ সুদে ভর্তুকিযুক্ত বিশেষ কৃষি ঋণ চালু রাখা হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সুবিধার্থে সরকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতি ৫০ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ হারে ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের প্রদান করা হচ্ছে। ফলে, কোভিড-১৯ এর প্রভাব সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রেখে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। মধ্যমেয়াদে কৃষি মন্ত্রণালয় পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী কৃষি প্রযুক্তি বৃদ্ধি, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও কৃষি জমির ব্যবহার বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ, ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের লক্ষ্যে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

---

[2] কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, □রিবেশ, বন ও জলবায়ু □রিবর্তন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং □ানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩.২৭ জনগণের চাহিদা পূরণে আমিষ সরবরাহ নিশ্চিত করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং অচিরেই দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হবে। এখাত মাংসের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণীজ পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। দেশের প্রোটিন ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০৪১-এর লক্ষ্যমাত্রার আলোকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। মধ্যমেয়াদে প্রাণিসম্পদের নতুন জাত উদ্ভাবন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, তহবিল ব্যবস্থাপনার উন্নতি, জাটকা সংরক্ষণ, সুনীল অর্থনীতির উন্নয়ন এবং মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৩.২৮ কৃষি উন্নয়নের জন্য পানিসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে গৃহস্থালী, কৃষি, শিল্প ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য পানির চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও, দেশে জলবায়ু পরিবর্তন ও নদ-নদীর পানির প্রবাহ হ্রাসের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় পানির চাহিদা পূরণ এবং পানি সম্পদের সুষম ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। নদী ও খাল খনন ও পুনঃখনন, অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাওড় ও বাঁওড়ের উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-এর অংশ হিসেবে ৬৪টি জেলায় ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩.২৯ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত ঝুঁকি মোকাবেলা, বনজ সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ। মধ্যমেয়াদে, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ হ্রাস, জীববৈচিত্র্যের উন্নতি এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা। বন, বন্যপ্রাণী রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে ১৭,০০০ হেক্টর জমিতে ম্যানগ্রোভ বনায়ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া, সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত সুবিধাভোগীদের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লভ্যাংশ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৯৩.০ কোটি টাকা।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ[৩]

৩.৩০ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সরকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১২.৩ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৪.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। কোভিড-১৯ অতিমারির প্রাদুর্ভাব সেই লক্ষ্য অর্জনে একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে, কারণ অতিমারি বহু লোকের আয় ও জীবিকার উৎসকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাই সরকার দরিদ্রদের উপর অতিমারির প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলায় বরাদ্দের পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষার আওতাও বাড়িয়েছে। মধ্যমেয়াদে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হবে যাতে আরও বেশি লোককে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা যায়।

৩.৩১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রধান অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হলো সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির সুবিধাবঞ্চিত ও দু:স্থ লোকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ, আবাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ চাহিদার লোকদের প্রয়োজনীয় সহায়ক দ্রব্যাদি প্রদান করা। বিভিন্ন সামাজিক নগদ হস্তান্তরে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে জিটুপি পদ্ধতিতে সুবিধাভোগীদের সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করা হচ্ছে।

৩.৩২ উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুসারে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দু:স্থ মায়েদের জন্য খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি (ভিজিডি), গর্ভবতী মায়েদের জন্য ভাতা, স্তন্যদানকারী ও কর্মজীবী মায়েদের জন্য ভাতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে।

৩.৩৩ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য হলো মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন। এ মন্ত্রণালয় মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের উপর নির্ভরশীলদের সম্মানী, রেশন ও চিকিৎসা ভাতা প্রদান করছে। এ সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অব্যাহত রাখা এ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

---

৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম এর আওতাভুক্ত।

৩.৩৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক, পরিবেশগত এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ঝুঁকি কমানোর ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে। মধ্যমেয়াদে এ মন্ত্রণালয় তার বিদ্যমান কর্মসূচি যেমন- ইজিপিপি, ভিজিএফ, টিআর, জিআর ইত্যাদি অব্যাহত রাখবে। অন্যান্য অগ্রাধিকারের মধ্যে আছে- বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, দুর্যোগ প্রতিরোধী ভবন এবং বন্যা-আশ্রয়কেন্দ্র, অতি-দরিদ্রদের জন্য গৃহ নির্মাণ এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় 'মুজিব কেল্লা' ও সেতু/কালভার্ট নির্মাণ।

কর্মসৃজন

৩.৩৫ বর্তমান সরকার দরিদ্র-বান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে: কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত প্রবৃদ্ধি, শ্রমের উৎপাদনশীলতায় গতিশীলতা আনয়ন (দক্ষতা উন্নয়ন) এবং প্রকৃত মজুরির কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি। তবে, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে শ্রমশক্তি দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মূলত: দুটি কারণ রয়েছে, যেমন মোট জনসংখ্যায় কর্মক্ষম জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি (জনমিতিক লভ্যাংশ) এবং মোট শ্রমশক্তিতে মহিলা শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান হারে অংশগ্রহণ। এর ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কৌশল প্রণয়নকালে সরকারকে চারটি প্রধান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। প্রথমত, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয়তার সংযোজন জিডিপির কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতাকে হ্রাস করছে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন ও নির্মাণ খাতে মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি পেলেও প্রায়শ: কর্মসংস্থানের সংকোচন দেখা যাচ্ছে। তৃতীয়ত, অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান পুঞ্জীভূত হওয়ায় উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। চতুর্থত, আধুনিক কর্মসংস্থানের গতিশীলতার সঙ্গে তাল মিলানোর মতো সক্ষম দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে।

৩.৩৬ কভিড-১৯ অতিমারির কারণে চাকরি হারানোর মতো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার মধ্যমেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বহুমাত্রিক ও গবেষণালব্ধ কর্মসংস্থান নীতি গ্রহণ করেছে, যেখানে সরকারের প্রধান মনোযোগ রয়েছে, প্রথমত, বিনিয়োগ ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির দিকে, যা শ্রমবাজারে নতুন প্রবেশকারী শ্রমিক এবং কোভিড-১৯ এর প্রভাবে চাকরি হারানো শ্রমিকদের সম্পূর্ণ আত্মীকরণ নিশ্চিত করবে, এবং দ্বিতীয়ত, জনমিতিক লভ্যাংশের সকল সুবিধার প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। এ উদ্দেশ্যে সরকার

কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য খাতভিত্তিক মধ্যমেয়াদি কৌশল গ্রহণ করেছে, যার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে শ্রম-নিবিড় ও রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধির জন্য প্রণোদনা প্রদান, কৃষির বৈচিত্র্যায়ন, সিএমএসএমই খাতকে গতিশীল করা, বহির্মুখী সেবাসহ আধুনিক সেবা খাতকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা, আইসিটি খাতের উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং প্রবাসে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ ও সংহত করা। উপরন্তু, বড় বড় সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করার সময় বা শিল্পখাতে নীতি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা নির্দিষ্ট কোন খাত বা পণ্যের বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা প্রদানের সময় কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, বিষয়ভিত্তিক কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়বস্তু সংশোধন ও পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৩৭ মধ্যমেয়াদে সরকারের কর্মসংস্থান কৌশলের দুটি প্রধান অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হলো যুব কর্মসংস্থান এবং নারীর ক্ষমতায়ন। সুতরাং, মধ্যমেয়াদে দেশের শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে অধিক হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এজন্য, সরবরাহের দিক থেকে দেশে নতুন শ্রমশক্তি প্রতি বছর ২.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় যথেষ্ট বেশি। এ হিসেবে, ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত মোট শ্রমশক্তিতে অতিরিক্ত ৪.৭৬ মিলিয়ন শ্রমিক যুক্ত হবেন। এর বিপরীতে সরকার এ সময়ের মধ্যে ৭.১৯ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছে, যার মধ্যে ২.০৬ মিলিয়ন হবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অবশিষ্ট ৫.১৩ মিলিয়ন অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান।

৩.৩৮ মধ্যমেয়াদে সরকার প্রবৃদ্ধি নির্ভর কর্মসংস্থান কৌশল হিসেবে প্রধানত: বাণিজ্য নীতির সংস্কার এবং নমনীয় ও প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় হারের মাধ্যমে কার্যকর আমদানি প্রতিস্থাপন এবং রপ্তানি উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছে। উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে সরকার ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করছে, যেগুলিতে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। কৃষি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনয়নে সরকার মধ্যমেয়াদে ইনপুট সরবরাহ, মূল্যে নীতি সহায়তা এবং সেচ সুবিধা, কৃষি ঋণ বিতরণ ও কৃষি পণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদানের চলমান নীতির সম্প্রসারণ করবে। একই সঙ্গে মৎস্য ও পশুপালন খাতে ভূমিহীন, দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের আয়বর্ধক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

এছাড়া, সিএমএসএমইসমূহও মধ্যমেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই সরকার মধ্যমেয়াদে সিএমএসএসই খাতের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সহায়তা প্রসারিত করার কৌশল অবলম্বন করেছে। এলক্ষ্যে সিএমএসএসই খাত সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-বিধানের সহজীকরণ হচ্ছে এবং এসএমই ফাউন্ডেশনকে 'ওয়ান-স্টপ পরিষেবা কেন্দ্র' হিসাবে কাজ করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি, সিএমএসএসইগুলিকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ-ঝুঁকি মোকাবেলা নিমিত্ত সরকার একটি 'ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম' স্থাপন করেছে যার কার্যক্রম মধ্যমেয়াদে অব্যাহত থাকবে।

৩.৩৯ সরকার আইসিটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ এবং সকল নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-নিষেধ দূর করার মাধ্যমে আইসিটি কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা আনয়ন অব্যাহত রাখবে। উল্লেখ্য, সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে এ খাতে ৩০ লাখ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছে। তদুপরি, মধ্যমেয়াদে ব্যাংক ও আর্থিক খাত, স্বাস্থ্যসেবা, নগর পরিবহন, জাহাজ চলাচল এবং পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে নিম্ন-উৎপাদনশীল অনানুষ্ঠানিক খাতকে উচ্চ-উৎপাদনশীল আনুষ্ঠানিক পরিষেবা খাতে রূপান্তরিত করার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সরকার পরিষেবা খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সর্বোপরি, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মৌসুমি বেকারত্ব রোধে সরকার মধ্যমেয়াদে গ্রামীণ কর্মসৃজন কর্মসূচিসমূহ যেমন 'কাজের জন্য খাদ্য', 'গ্রামীণ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসৃজন' ইত্যাদি অব্যাহত রাখবে এবং এগুলির আওতা সম্প্রসারণ করবে।

৩.৪০ শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে এবং তার জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে ভূমিকা রাখে। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সরকার দক্ষতা উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। চলমান ও ভবিষ্যৎ শিল্প চাহিদার কথা বিবেচনা করে 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)' এর মাধ্যমে ৮ লাখ ৪১ হাজার ৬৮০ জন তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রায় ৪.৮১ লক্ষ যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ৩.৪ লক্ষ যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার, এসইআইপি প্রকল্প শেষ হওয়ার পর সরকার 'স্কিল ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিটিটিভনেস' নামে একটি ফলদায়ী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করার পরিকল্পনা করেছে, যার প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মধ্যমেয়াদে এবং তার পরবর্তী সময়ে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে অর্থায়ন নিশ্চিতকরণে 'জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া, ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এনএসডিএ) বর্তমানে 'জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল' প্রতিষ্ঠা এবং 'জাতীয় দক্ষতা নীতি' চূড়ান্ত করার জন্য কাজ করছে।

৩.৪১ মধ্যমেয়াদে সরকার বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণের জন্য নীতি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে। সে লক্ষ্যে বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণের মান ও 'দক্ষতার স্বীকৃতি' নিশ্চিত করতে বিস্তারিত কর্মসূচির বাস্তবায়ন চলমান থাকবে। পাশাপাশি, সরকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারীকর্মীসহ অধিক সংখ্যক মানুষকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিষয়ে উৎসাহিত করতে পর্যায়ক্রমে দেশের সব উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে। এছাড়া, বিদেশগামী শ্রমশক্তির জন্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাগুলি হল:

- ৮টি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের নিজস্ব ভবন স্থাপন;
- তিন বছরে ২১ লক্ষ শ্রমিকের জন্য বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- বছরে পাঁচ লক্ষ হিসেবে তিন বছরে ১৫ লক্ষ মানুষকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রত্যাবাসিত প্রবাসী শ্রমিক ভাইদের আর্থসামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য 'অভিবাসী শ্রমিকদের টেকসই পুনর্বাসন নীতি' প্রণয়ন।
- দেশের বাইরে নতুন শ্রম বাজার অন্বেষণ এবং বিদ্যমান বৈদেশিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্য 'ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট মার্কেট এক্সপ্যানশন রোড ম্যাপ' প্রণয়ন; এবং
- বৈদেশিক রেমিটেন্সে ২.৫ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদান এবং রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়ার অধিকতর সরলীকরণ অব্যাহত রাখা।

শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

৩.৪২ সরকার শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। সে লক্ষ্যে শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়ন, শিক্ষায় বৈষম্য দূরীকরণ, মান উন্নয়ন এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মধ্য মেয়াদে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার অগ্রাধিকার তালিকায় শিক্ষার মান উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, ডিজিটাল শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষকদের জন্য আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি এবং সৃজনশীল প্রতিভা অন্বেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩.৪৩ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের একটি অগ্রাধিকার হচ্ছে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা। সেই লক্ষ্য অর্জনে একটি ‘ব্লেন্ডেড

এডুকেশন মাস্টার প্ল্যান' প্রণয়নের জন্য জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত ব্লেন্ডেড শিক্ষণ এর খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিভাগের আরেকটি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হল কর্মভিত্তিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, চাকরিকেন্দ্রিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি সাধারণ জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার লক্ষ্যে মানসম্পন্ন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

৩.৪৪ দেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান অগ্রাধিকার। সেই লক্ষ্য অর্জনে এ মন্ত্রণালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, শ্রেণিকক্ষের আধুনিকায়ন, পাঠ্যক্রমের উন্নতি ইত্যাদির মতো বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। যেমন, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রম সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংশোধিত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য শিক্ষার উপকরণ প্রস্তুত করে স্কুল পর্যায়ে একটি পাইলটিং পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে ভর্তিকৃত শিশুদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে এবং শিক্ষার্থীদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য সরকার দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় প্রতিদিনের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু করেছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও বাড়ানো হবে। মধ্যমেয়াদে এ মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, মৌলিক শিক্ষা, আইসিটি, ইংরেজি, সাব-ক্লাস্টার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেবে।

৩.৪৫ একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-মনস্ক জাতি গঠনের নিমিত্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার প্রচার চালিয়ে যাবে। এ মন্ত্রণালয় দেশে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতি ও আইন প্রণয়ন করবে। মধ্যমেয়াদে, এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকার হবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য বিভিন্ন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা, ছাত্র ও গবেষকদের জন্য বিশ্বমানের বিশেষায়িত লাইব্রেরি সেবা প্রদান, কম খরচে জোয়ার-ভাটা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতির আবিষ্কার, সামুদ্রিক সম্পদ গবেষণার জন্য অবকাঠামো এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন, শিল্প পণ্যের গুণমান উন্নতকরণ এবং খাদ্য ও খাদ্য পণ্যের গুণমান নিশ্চিতকরণ।

আইসিটি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ

৩.৪৬ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের নিমিত্ত চারটি প্রধান লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে; এগুলি হল: ১) আইসিটির অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ২) দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন, ৩) ই-গভর্নেন্স এর বাস্তবায়ন এবং ৪) আইসিটিভিত্তিক ও আইসিটিকেন্দ্রিক শিল্পের উন্নয়ন। এজন্য সরকার অর্থনীতির ডিজিটালাইজেশনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে; কারণ ডিজিটালাইজেশন শুধু প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং সুশাসনের জন্যই নয়, বরং উপকরণের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্যও অপরিহার্য। ডিজিটাল অর্থনীতিতে সকল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রযুক্তিগত রূপান্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। এখানে বিশেষত: উল্লেখ্য যে, যে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে (4IR) ত্বরান্বিত করেছে তার শিকড় গ্রোথিত রয়েছে আইসিটিতে।

৩.৪৭ ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রকল্প ও নীতিমালা বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা এবং কর্ম-কৌশলগুলিকে প্রধানত: পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত, **সংযোগ এবং অবকাঠামো**: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সমগ্র দেশকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের আওতায় আনতে কাজ করছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী হাই-টেক পার্ক স্থাপন করছে যেখানে সরকার কর রেয়াত, বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা, অন্যান্য আমদানি শুল্ক ও চার্জ ছাড় এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস সুবিধা প্রদানসহ নানা ধরণের আকর্ষণীয় প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করছে। দ্বিতীয়ত, **ই-গভর্নমেন্ট**: ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রকল্পের জন্য সরকার একটি মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন করছে, যার অধীনে 'ডিজিটাল মিউনিসিপ্যালিটি সার্ভিস সিস্টেম', ই-টিআইএন, ই-ফাইল সিস্টেম, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবসহ বিভিন্ন ই-সার্ভিস ডেলিভারি এবং ডিজিটাল অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হচ্ছে। তৃতীয়ত, **মানবসম্পদ উন্নয়ন**: প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য আইসিটিকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে সরকার আইসিটি প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলছে। চতুর্থত, **আইসিটি শিল্পের প্রসার**: আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প, ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ একাডেমী (আইডিইএ) প্রকল্প ইত্যাদির মতো বেশকিছু উদ্যোগের মাধ্যমে সরকার আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পঞ্চমত, **আইন, নীতি, নির্দেশিকা, নীতিমালা প্রণয়ন**: আইসিটি বিভাগ আইসিটি সম্পর্কিত আইন, নীতি,

নির্দেশিকা, নীতিমালার প্রণয়ন ও বিকাশে কাজ করছে। আইসিটি ক্ষেত্রে মধ্যমেয়াদে চলমান থাকবে বা শুরু করা হবে এরূপ কিছু উদ্যোগ নিম্নরূপ:

- ২০২৫ সালে আইসিটি খাতে রপ্তানি ৫ বিলিয়ন ডলারে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-ভিত্তিক কর্মসংস্থান ৩ মিলিয়নে উন্নীত করা;
- ১০০ শতাংশ সরকারি পরিষেবা যাতে যুগপৎভাবে অনলাইনে পাওয়া যায়, তা নিশ্চিত করা;
- ৩০০ স্কুল ফর ফিউচার স্থাপন;
- ১.৯ লক্ষ ওয়াইফাই সংযোগ স্থাপন; গ্রাম ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা;
- ২৫ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা;
- একটি ক্যাশবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা;
- শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অফ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (এসএইচআইএফটি) স্থাপন, রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), বিগ ডেটা, ব্লকচেইন, অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর), ভার্চুয়াল রিয়ালিটি (ভিআর)-সহ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন;
- 'ডিজিটাল লিডারশিপ একাডেমী' এবং 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা;
- ২০২৫ সালের মধ্যে পেশাদার পরামর্শদাতা মাধ্যমে ১,০০০ বাংলাদেশি স্টার্টআপকে এগিয়ে নেয়া;
- ১০টি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি ইনোভেশন হাব স্থাপন করা; এবং
- স্টার্টআপসমূহের জন্য ১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের কমপক্ষে ৫টি ইউনিকর্ন তৈরি করা।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

৩.৪৮ স্থানীয় সরকার বিভাগের অগ্রাধিকারসমূহ হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে সহায়তা করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা এবং সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। স্থানীয় সরকার বিভাগ রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা, শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতা হ্রাস, ১০০ শতাংশ স্যানিটেশন নিশ্চিত করা এবং

ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার জন্য একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো 'আমার গ্রাম, আমার শহর' কর্মসূচি যা ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে গৃহীত। উক্ত কর্মসূচির আলোকে আধুনিক শহরে নাগরিকগণ বর্তমানে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে তা গ্রামীণ এলাকার মানুষদের সরবরাহ করা হবে। একটি আধুনিক শহরের নাগরিক সুবিধার মধ্যে রয়েছে আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ, উচ্চ গতির ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার সরবরাহ ইত্যাদি। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুবিধার্থে ৩৬টি সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ কর্মসূচির আওতায় পাইলট ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য পনেরটি গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.৪৯ নগর ও গ্রামীণ অবকাঠামো, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। সে লক্ষ্য অর্জনে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় সরকার বিভাগ একটি ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে যার আওতায় পল্লী অঞ্চলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫,০০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা এবং ১,৯০০ মিটার সেতু নির্মাণ, ১৪০টি গ্রোথ-সেন্টার এবং ১৩০টি সাইক্লোন সেন্টার স্থাপন করা হবে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও পল্লী উন্নয়ন খাতে মোট ব্যয় মধ্যমেয়াদে গড়ে ৮.১৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ অর্থবছরের মধ্যে ৫৩৭.৬৮ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

৩.৫০ দেশে মানসম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এর অংশ হিসেবে ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (ক্যাপটিভ এবং নবায়নযোগ্যসহ) ২০০৯ সালের ৪,৯৪২ মেগাওয়াট থেকে ২০২২ সালে ২৫,৫১৪ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পেয়েছে। নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ৭৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ২০০৯ সালের ২২০ মেগাওয়াট থেকে ২০২২ সালে ৫৬০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে। পুরাতন বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ সংরক্ষণ, মেরামত ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ নিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায়

সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে মোট বিদ্যুতের ১০ শতাংশ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিতে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। দেশে গ্যাসের ঘাটতি বিবেচনায় সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে সৌরশক্তির ওপর জোর দিচ্ছে। দক্ষ জ্বালানি ও বিদ্যুতের উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্য এ খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন অব্যাহত রাখা হবে।

৩.৫১ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জ্বালানি চাহিদাও দ্রুত বাড়ছে। প্রাকৃতিক গ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি উৎস, কারণ এটি দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি চাহিদার বড় অংশ সরবরাহ করে। তাই অভ্যন্তরীণ গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য উপকূলীয় এবং অফশোর সিসমিক জরিপ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ২৮টি আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে, যার মধ্যে ২০টিতে উৎপাদন চলছে। একটি টেকসই জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি ব্যয় ২০ শতাংশ কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্যাসের অপচয় রোধ এবং জ্বালানি দক্ষতা বাড়াতে সরকার প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করছে।

৩.৫২ সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন ও বিতরণে ব্যয় সাশ্রয়ের উপর জোর দিচ্ছে। সে লক্ষ্যে দক্ষ জ্বালানি ও বিদ্যুতের উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্য এ খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন অব্যাহত রাখা হবে। এ ছাড়া, নতুন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ ও বিদ্যমান সঞ্চালন লাইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার, নতুন বিতরণ লাইন স্থাপন ও বিদ্যমান বিতরণ লাইন মেরামত, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, সিস্টেম লস কমানো সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে।

পরিবহন ও যোগাযোগ

৩.৫৩ একটি সুসংগঠিত পরিবহন এবং যোগাযোগ নেটওয়ার্ক মূলত: শিল্পের কাঁচামাল এবং চূড়ান্ত পণ্যের সুষম উৎপাদন এবং বিতরণ নিশ্চিত করে, মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখে এবং দ্রুত শিল্পায়ন নিশ্চিত করে। এসডিজি অর্জনে সরকার দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিকে সহায়তা প্রদানে সড়ক, রেল, সেতু, শিপিং, বেসামরিক বিমান চলাচল এবং টেলিযোগাযোগ খাতে চলমান সরকারি বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে এবং সম্প্রসারণ করবে। এ খাতে মধ্যমেয়াদে মোট ব্যয় বার্ষিক গড়ে ১৩.৯৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ অর্থবছরে ৯৭৪.৯৯ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

৩.৫৪ নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরনো রাস্তা সংস্কার, ফ্লাইওভার/ওভারপাস নির্মাণ, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে। সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ দেশের গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ককে ৪ বা তার বেশি লেনে উন্নীতকরণ এবং মধ্যমেয়াদে অন্যান্য মহাসড়ক প্রশস্ত করার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। সরকারের অন্যান্য অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা, মোটরযান ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, যানজট কমাতে ঢাকা শহরে এমআরটি ও বিআরটি চালু করা ইত্যাদি। সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কর্মপরিকল্পনা (২০২১-৩০) প্রণয়ন করা হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে দক্ষ ও মানবিক চালক তৈরির লক্ষ্যে বিআরটিএ থেকে পেশাদার চালকদের নিয়মিত রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ মুহূর্তে সরকারের একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার হলো ২০২২ সালের জুনের মধ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া। অন্যান্য অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এর নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা।

৩.৫৫ সরকার ২০১৬-২০৪৫ বছর মেয়াদি ৫ লাখ ৫৩ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে রেলওয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৩০ বছরের একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার আওতায় রেলপথের সম্প্রসারণ, নতুন রেলপথ নির্মাণ ও সংস্কার, রেলপথকে ডুয়েলগেজ ও ডাবল লাইনে রূপান্তর, নতুন রেলস্টেশন চালু ও স্থগিত রেলস্টেশন পুনরায় চালু, নতুন ট্রেন চালু ও ট্রেন পরিষেবা সম্প্রসারণ, ট্রেনের কোচ সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মধ্যমেয়াদেও সম্পন্ন করা হবে।

৩.৫৬ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় নৌপথের নাব্যতা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ নৌপথ, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর, গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণকে অগ্রাধিকার প্রদান করছে। মধ্যমেয়াদে দেশের নদীসমূহ ব্যাপকভাবে ড্রেজিং করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

৩.৫৭ আন্তর্জাতিক যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে একটি 'আঞ্চলিক হাব' হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। দেশের সকল বিমানবন্দরে যাত্রী সেবার মানের উন্নতি করা সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বাড়াতে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয় চলছে। মধ্যমেয়াদে দেশের সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরের মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

নিম্নোক্ত টেবিলে ২০১৯-২০ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত খাতভিত্তিক সরকারি ব্যয় দেখানো হলো:

সারণি ৩.১৩: খাতভিত্তিক প্রোগ্রাম ব্যয় (২০১৯-২০ হতে ২০২৪-২৫)

খাতের নাম	বরাদ্দ ও ব্যয় (বিলিয়ন টাকায়)					
	প্রকৃত		সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
জন প্রশাসন	৩৯২.৯২	৫৬৫.৮১	১,১০৯.০৬	১,৩৪৬.৭০	১৫৩৫.৫৩	১৬৮৯.৮৩
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৩২৪.৭৮	৩৫৪.৮৪	৪২৫.২৫	৪৪৬.৯০	৪৯০.০৬	৫৩৭.৬৮
প্রতিরক্ষা	৩৬৩.৩৫	৩৫৪.৬৩	৩৭১.২৬	৩৯৯.৯৫	৪২৭.৭৪	৪৫৮.৪৫
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	২৩৪.৪৯	২৪৪.১৪	২৯১.৪৯	৩১১.৫৩	৩৩১.৩২	৩৫৪.৫১
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	৬৫৯.৬৭	৭১৯.২৫	৮৭৭.৪০	৯৯৯.৭৮	১০৯০.৯৫	১,২০৬.৭৬
স্বাস্থ্য	১৭৬.৫৩	২১৬.৪৭	৩২২.৭৪	৩৬৮.৬৩	৪০৫.৫০	৪৪৬.০৬
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	২৪১.৬০	২৬৯.৩৮	৩৫৬.৯১	৩৭৩.৭৪	৩৯১.৯৬	৪৩০.৮৪
গৃহায়ন	৫৪.৯৬	৬৪.১৯	৬৮.৪৩	৬৮.২১	৭৩.৬৬	৭৯.৫৬
সংস্কৃতি, বিনোদন ও ধর্ম	৩৭.৯২	৪০.১৯	৫৪.২৬	৫৩.৭০	৫৮.১৩	৬৩.৩৬
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৩৩১.৩২	২২৮.৪০	২৪৫.১৯	২৬০.৬৬	২৭৪.৬২	২৮৯.৩৮
কৃষি	২১৯.৭৭	২৫৭.৫৯	৩৪৯.৭৩	৪২১.০৮	৩৯০.৩০	৪২৭.৪১
শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস	৩১.৩০	৩০.০৮	৪২.৮০	৪০.৪২	৪৩.২৪	৪৬.২৭
পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৩৭.৪৪	৫০২.১৮	৬৫৮.৭৯	৮১৫.১৮	৮৯১.৪৭	৯৭৪.৯৯
মোট প্রোগ্রাম ব্যয়	৩,৬০৬.০৫	৩,৮৪৭.১৫	৫,১৭৩.৩১	৫,৯০৬.৪৮	৬,৪০৪.৪৮	৭,০০৫.১০

উৎস: অর্থ বিভাগ

চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব আহরণ ও ঋণ কৌশল

বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে রাজস্ব আহরণ। মধ্যমেয়াদে সরকারের বিনিয়োগ ও ব্যয়ের যে পরিকল্পনা আছে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য এবং বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা ও ফাঁকির ক্ষেত্রসমূহ দূর করার লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। রাজস্ব আদায়ে সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে সরকারি বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে না। উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি অপরিহার্য। এছাড়াও, ২০২৬ সালে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের দিকে লক্ষ্য রেখে উত্তরণ পরবর্তী সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও তার আলোকে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ এবং সামগ্রিকভাবে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪.২ এ অধ্যায়ে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে চলমান বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম ও গৃহীত পদক্ষেপ বিধৃত করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের পরিস্থিতি, উৎসভিত্তিক রাজস্ব আহরণে গতিধারা, এনবিআর কর রাজস্বে বিভাজন ও আদায়ের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হালচিত্র এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে সামগ্রিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি বিভিন্ন সারণি ও চিত্রের মাধ্যমে এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি মধ্যমেয়াদে (২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে) রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও তা অর্জনের বিভিন্ন পরিকল্পনাও এখানে বিধৃত করা হয়েছে। সবশেষে, ঘাটতি অর্থায়ন, সার্বিক ঋণ ব্যবস্থাপনা ও সরকারের ঋণের স্থিতি টেকসই রাখার জন্য যে অর্থায়ণ কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে তার পর্যালোচনাও এ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৪.৩ বাংলাদেশ রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে তুলনাযোগ্য অন্যান্য দেশের চাইতে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। অন্যান্য স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বিগত পাঁচ বছরের রাজস্ব আদায়ের (জিডিপি'র শতাংশ) সাথে বাংলাদেশের তুলনা করলে দেখা যায় যে, নেপালের গড় রাজস্ব জিডিপি'র ২২.৩৬ শতাংশ যা বাংলাদেশের ১০.০১ শতাংশের চেয়ে দ্বিগুনেরও বেশি (সূত্র: আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২২)। লাওস এর গড় রাজস্ব-জিডিপি'র হার ১৪.৮৪ শতাংশ যা বাংলাদেশের দেড়গুণ। উল্লেখ্য যে, এ দুইটি দেশেরও বাংলাদেশের সাথে ২০২৬ সালে একই সময়ে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ ঘটবে। কম্বোডিয়ার রাজস্ব-জিডিপির হার ২৩.৯৯ শতাংশ যা বাংলাদেশ থেকে অনেক বেশি।

সারণি ৪.১: রাজস্ব আহরণের তুলনামুলক চিত্র (জিডিপি'র শতাংশ)

দেশ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	গড়
বাংলাদেশ	৯.৫	১০.৪	৯.৫	৯.৮	১০.৯	১০.০১
কম্বোডিয়া	২১.৬	২৩.৭	২৬.৮	২৪.৫	২৩.৪	২৩.৯৯
ভারত	২০.০	২০.০	১৯.৯	১৮.৩	১৯.৭	১৯.৫৮
ইন্দোনেশিয়া	১৪.১	১৪.৯	১৪.২	১২.৫	১৩.৬	১৩.৮৩
লাওস	১৬.৩	১৬.২	১৫.৪	১৩.০	১৩.৩	১৪.৮৪
মালয়েশিয়া	১৯.৬	২০.২	২১.৬	২০.৬	১৮.৩	২০.০৬
মিয়ানমার	১৭.৯	১৭.৬	১৬.৩	১৬.০	১৪.১	১৬.৪১
নেপাল	২০.৯	২২.২	২২.৪	২২.১	২৪.২	২২.৩৬
ফিলিপাইন	১৮.৭	১৯.৩	২০.০	২০.৬	২০.৪	১৯.৮০
শ্রীলংকা	১৩.৮	১৩.৫	১২.৬	৯.২	৮.৯	১১.৬২
থাইল্যান্ড	২১.১	২১.৪	২১.০	২০.৭	২০.৩	২০.৮৯
ভিয়েতনাম	১৯.৬	১৯.৫	১৯.৬	১৮.৫	১৬.০	১৮.৬৫

উৎস: আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২২

চিত্র ৪.১: সাধারণ সরকারি রাজস্ব ২০১৭-২০২১ (জিডিপি'র শতাংশে)

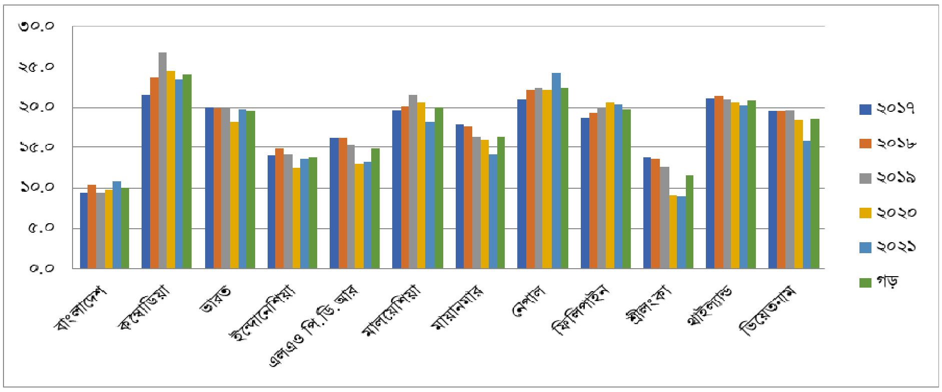

৪.৪ নিচের সারণি থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের গড় রাজস্ব-জিডিপি হারের তুলনায় বাংলাদেশ রাজস্ব আদায়ে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। ইউরো অঞ্চলে ২০২১ এর রাজস্ব-জিডিপি হার ছিল ৪৭.০৯ শতাংশ। একই সময়ে আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে এ হার ছিল ১৬.৯১ শতাংশ। এ তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায় যে, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান অন্যান্য সমজাতীয় স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ থেকে অনেক পেছনে। কর ব্যবস্থার কাঠামোগত সংস্কার ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে যার ফলে বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

সারণি ৪.২: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজস্ব আদায় (জিডিপি'র শতাংশে)

অঞ্চলসমূহ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
ইউরো অঞ্চল	৪৬.১৪	৪৬.৩৭	৪৬.২৪	৪৬.৩২	৪৭.০৯
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ	২৬.৪১	২৬.৮৯	২৬.৩১	২৪.৩৫	২৫.৪১
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল	২৭.১৩	২৭.০৬	২৭.১২	২৫.৭৯	২৬.৯১
মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া	২৪.৩২	২৬.৯৩	২৫.৭৮	২১.৯৩	২২.২৩
আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চল	১৬.৮২	১৭.৪০	১৬.৯৭	১৫.৬১	১৬.৯১

উৎস: আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২২

রাজস্ব আদায়ের গতিধারা

৪.৫ কোভিড-১৯ অতিমারির প্রাদুর্ভাব কাটিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে রাজস্ব আদায়ে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনাকালীন সময়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার মাত্র ৫.৫ শতাংশ হলেও ২০২০-২১ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। রাজস্ব প্রশাসনের অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশন, রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি সহজীকরণ, কর জালের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি, করদাতাদের কর প্রদানে উৎসাহিতকরণ, কর আদায়ের পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন এবং কর অব্যাহতি যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপি হার এমনিতেই কম। সম্প্রতি জিডিপি হিসাবায়নের ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬ তে পরিবর্তন করার পর নতুন জিডিপি'র আকার বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজস্ব-জিডিপি হার আগের থেকে আরও কমে গেছে। তবে রাজস্ব আদায়ের গতিধারা আগের বছরগুলোর তুলনায় অপরিবর্তিত আছে। বিগত পাঁচ বছরে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ১৩.৯ শতাংশ। বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ব্যাপক সংস্কার এবং রাজস্ব আদায়ের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

সারণি ৪.৩: রাজস্ব আহরণ ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

বছর	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা	২৪২৭.৫	২৮৭৯.৯	৩৩৯২.৯	৩৭৭৮.১	৩৫১৫.৩
	(১০.৪)	(১০.৯)	(১১.৫)	(১১.৯)	(১০.০)
প্রকৃত আদায়	২০১২.৩	২১৬৫.৬	২৫১৮.৮	২৬৫৮	৩২৮৯.৮
	(৮.৭)	(৮.২)	(৮.৫)	(৮.৪)	(৯.৩)
	{১৬.৪}	{৭.৬}	{১৬.৩}	{৫.৫}	{২৩.৮}

সূত্র: অর্থ বিভাগ; ( ) বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশে এবং { } বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে

চিত্র ৪.২: রাজস্ব আহরণ (জিডিপি'র শতাংশে)

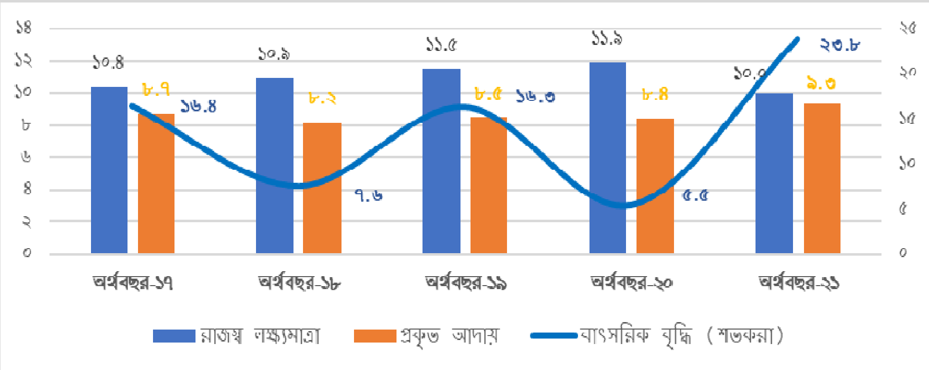

উৎসভিত্তিক রাজস্ব আহরণ

৪.৬ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহিত কর রাজস্ব বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস। বিগত পাঁচ বছরে আদায়কৃত মোট রাজস্বের গড়ে ৮৪ শতাংশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায় হয়েছে। এছাড়াও সরকার মাদক ও মদ জাতীয় পণ্যের বিক্রি, যানবাহন, ভূমি এবং নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প বিক্রি থেকে রাজস্ব আদায় করে থাকে। তবে বিগত বছরগুলোতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যতীত অন্যান্য উৎস থেকে আদায়কৃত কর রাজস্ব মোট রাজস্বের ২-৩ শতাংশের বেশি নয়। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপের কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানে অলস পড়ে থাকা টাকা সরকারের কোষাগারে (Treasury Single Account) আনার মাধ্যমে বিগত ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ মোট রাজস্বের যথাক্রমে ১৬.৫ শতাংশে এবং ১৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। তিন বছর পূর্বেও এ হার ছিল ১০-১১ শতাংশ। তবে এ সংস্কার পদক্ষেপের ফলে বিগত দুই অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান অর্থবছরে এ উৎস থেকে আদায় পূর্ববতী ধারায় ফিরে গেছে। জিডিপি হিসাবায়নের ভিত্তি বছর পরিবর্তনের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব-জিডিপি হার দাঁড়িয়েছে ৭.৬ শতাংশ, যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাই মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আদায়ে সংস্কার এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ৪.৪: রাজস্ব আদায়ের প্রধান উৎস (বিলিয়ন টাকা)

রাজস্বের উৎস	অর্থবছর				
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
(ক) কর রাজস্ব (ক১ +ক২)	১৭৮০.৭	১৯৪৩.৩	২২৫৯.৬	২২১৮.৭	২৬৯৭.৯
	(৮৮.৫)	(৮৯.৭)	(৮৯.৭)	(৮৩.৫)	(৮২.০)
	{৭.৭}	{৭.৪}	{৭.৭}	{৭.০}	(৭.৬)
(ক১) এনবিআর কর	১৭১৬.৪	১৮৭১	২১৮৬.২	২১৫৯.৩	২৬৩৭.২৪
	(৮৫.৩)	(৮৬.৪)	(৮৬.৮)	(৮১.২)	(৮০.২৪)
(ক২) এনবিআর বর্হির্ভূত কর	৬৪.৪	৭২.২	৭৩.৪	৫৯.৪	৬০.৬৭
	(৩.২)	(৩.৩)	(২.৯)	(২.২)	(১.৮৪)
(খ) কর বর্হির্ভূত রাজস্ব	২৩১.৬	২২২.৩	২৫৯.২	৪৩৯.৩	৫৯১.৯
	(১১.৫)	(১০.৩)	(১০.৩)	(১৬.৫)	(১৮)
মোট রাজস্ব (ক + খ)	২০১২.৩	২১৬৫.৬	২৫১৮.৮	২৬৫৮.০	৩২৮৯.৮

সূত্র: অর্থ বিভাগ; ( ) বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট রাজস্বের % এবং { } বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপির % নির্দেশ করে

এনবিআর আদায়কৃত কর রাজস্বের বিভাজন

৪.৭ আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং শুল্ক কর আদায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় পরিচালিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত মোট কর রাজস্বের সিংহভাগ আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর - এ দুই খাত থেকে আদায় হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর থেকে ৩৯.২ শতাংশ এবং আয়কর থেকে ৩৩.১ শতাংশ অর্থাৎ মোট ৭২.৩ শতাংশ এনবিআর কর রাজস্ব এ দুই খাত থেকে আদায় করা হয়। আমদানি শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্ক থেকে মোট এনবিআর কর রাজস্বের যথাক্রমে ১২ শতাংশ এবং ১৪.৬ শতাংশ রাজস্ব আদায় করা হয়। সারণি ৪.৫ থেকে দেখা যায় যে, করোনা অতিমারির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এনবিআর কর রাজস্ব আদায় হ্রাস পেলেও ২০২০-২১ অর্থবছরে তা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে এনবিআর কর রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন খাতওয়ারি গড় প্রবৃদ্ধি ছিল আয় করে

১৪.১৬ শতাংশ, আমদানি শুল্কে ১৩.০৪ শতাংশ, মূল্য সংযোজন করে ১৪.৩৪ শতাংশ এবং সম্পূরক শুল্কে ৯ শতাংশ। ভবিষ্যতেও আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর হবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্বের মূল উৎস। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে আমদানি শুল্ক থেকে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে পর্যায়ক্রমে ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণের কারণে মোট রাজস্বে আমদানি শুল্কের অবদান সামনের বছরগুলোতে হ্রাস পাবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার ঋণাত্মক ১.২ শতাংশ হলেও ২০২০-২১ অর্থবছরে এ হার ২২.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

সারণি ৪.৫: এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

উৎস	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
আয় ও মুনাফার উপর কর	৫২৫	৫৯০.৩	৬৭২.৯	৭৫৩.৩	৮৭৩.৪
	(৩০.৬)	(৩১.৬)	(৩০.৮)	(৩৫.১)	(৩৩.১)
	{১৬.৫}	{১২.৪}	{১৪.০}	{১১.৯}	{১৫.৯}
আমদানি শুল্ক	২০৭.৬	১৯৯.৯	২৪৪	২৩৭.২	৩১৫.৯
	(১২.১)	(১০.৭)	(১১.২)	(১১.০)	(১২.০)
	{১৬.৭}	{-৩.৮}	{২২.১}	{-২.৫}	{৩২.৭}
মূসক	৬৩৮.৭	৬৮২.২	৮৫০.১	৭৯৯.১	১০৩৩.৫
	(৩৭.২)	(৩৬.৫)	(৩৮.৯)	(৩৭.২)	(৩৯.২)
	{১৭.০}	{৬.৮}	{২৪.৬}	{-৬.০০}	{২৯.৩}
সম্পূরক শুল্ক	৩১৫.২	৩৬৫.১	৩৮৪.৩	৩২৫.৩	৩৮৫.৮
	(১৮.৪)	(১৯.৫)	(১৭.৬)	(১৫.১)	(১৪.৬)
	{২০.৬}	{১৫.৮}	{৫.৩}	{-১৫.৩}	{১৮.৬}
অন্যান্য কর	২৯.৯	৩৩.৬	৩৪.৯	৩২.৪	৩১.২

সূত্র: অর্থ বিভাগ; ( ) বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা এনবিআর কর রাজস্বের % নির্দেশ করে, { } বার্ষিক প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে (%)

চিত্র ৪.৩: এনবিআর কর রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হালচিত্র (%)

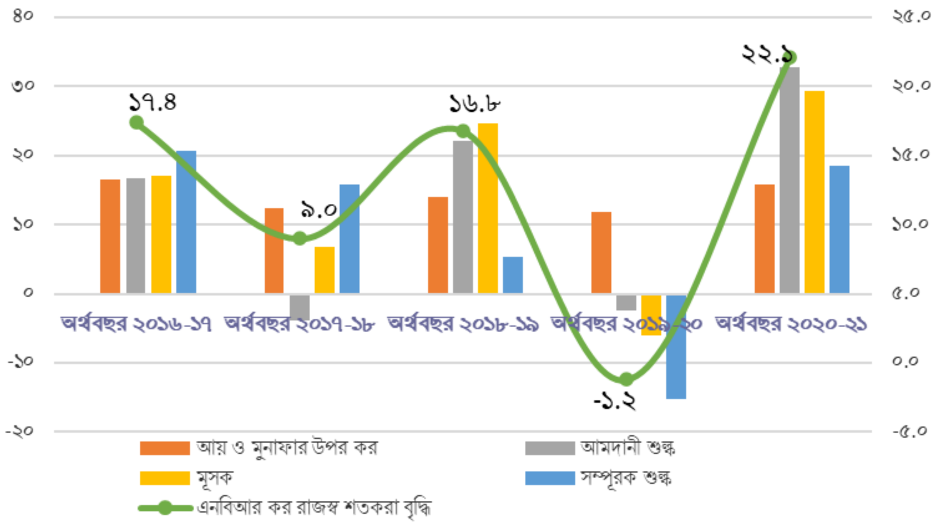

কর বহির্ভূত রাজস্বের বিভাজন

৪.৮ কর বহির্ভূত রাজস্বের খাতগুলো হচ্ছে মুনাফা ও লভ্যাংশ, প্রশাসনিক ফি, জরিমানা, অর্থদন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ, পরিষেবা ফি, টোল, লেভি, অবাণিজ্যিক বিক্রয়, মূলধন প্রাপ্তি এবং অন্যান্য কর বহির্ভূত রাজস্ব। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে রাজস্ব আদায়ের মূল উৎস ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অলস পড়ে থাকা অর্থ। "স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন-২০২০" বলবৎ হওয়ার কারণে এ অর্থ উক্ত খাতে জমা হয়। সামগ্রিকভাবে কর বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ মোট রাজস্বের আনুমানিক ১০-১১ শতাংশ, যদিও তা ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬-১৮ শতাংশে হয়। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৩৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ৪.৬: কর বর্হিভূত রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
মুনাফা ও লভ্যাংশ	৩২.৩	১৯.৫	২৬.৫	৩৪.৭	১৯.০৯
	(৪.২)	(-৩৯.৮)	(৩৬.৪)	(৩০.৮)	(-৪৫.০)
প্রশাসনিক ফি	৩৮.৯	২৫.৭	২৮	২৩.৮	২০.৪
	(১৬.১)	(-৩৩.৯)	(৮.৮)	(-১৫.০)	(-১৪.৩)
সুদ	২২.১	১৯.৯	১৫.১	১৯.১	৮০.৭
জরিমানা	৫.৮	৬	৬.৯	৬	৮.৯
পরিষেবা ফি	৫.৮	৩৫.৫	৩৯.৬	২৯.৭	৩২.৭
	(-২৩.৩)	(৫০৮.২)	(১১.৮)	(-২৫.০)	(১০.০)
টোল/লেভি	১১	৬.১	৬.৮	৬.৮	৭.৯
অবাণিজ্যিক বিক্রি	৫.৫	১৭.৪	৯	১৭.৪	১৮.৭
মূলধন প্রাপ্তি	২.৫	৭	২.৬	১.৮	২.৫
অন্যান্য আয় (কর রাজস্ব ব্যতীত)	৮৭.৩	১৫৮.৯	৭৯.৪	২৯৪.৩	৩৯০.২
মোট কর ব্যতীত রাজস্ব	২৩১.৬	২২২.৩	২৫৯.২	৪৩৯.৩	৫৮৮.৬
	(১০.১)	(-৪.০)	(১৬.৬)	(৬৩.৮)	(৩৩.৫)

সূত্র: অর্থ বিভাগ; চিত্রে () বার্ষিক বৃদ্ধি নির্দেশ করে (%);

চিত্র ৪.৪: কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ, অর্থবছর ২০১৭-২০২১

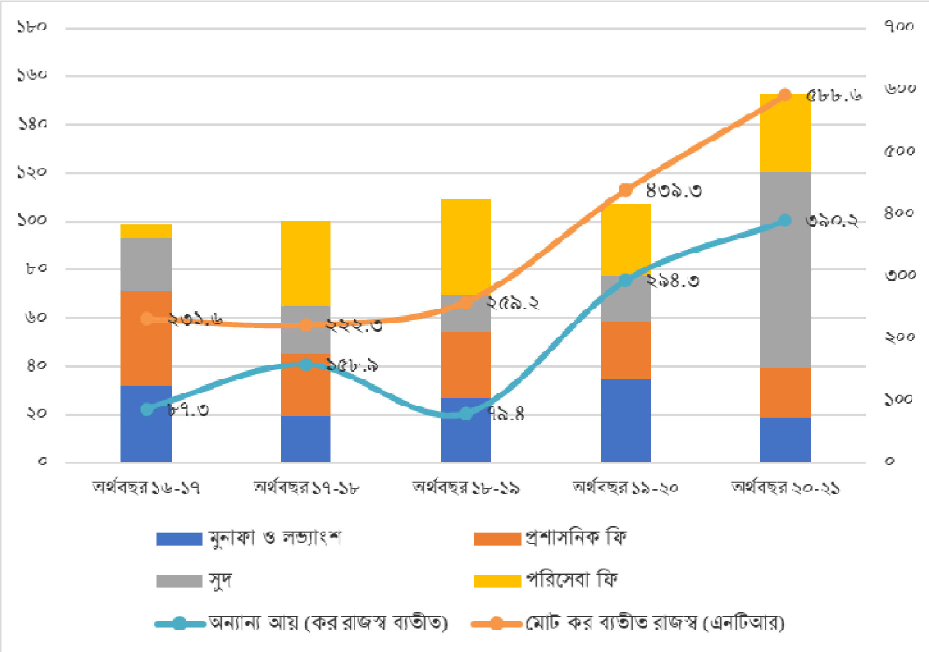

সামগ্রিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)

৪.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট রাজস্ব আদায় ২.৩২ ট্রিলিয়ন টাকা যা এ অর্থবছরের সংশোধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার ৫৯.৭ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় রাজস্ব আদায় ২০.২ শতাংশ বেশি। তন্মধ্যে, কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ৩২.৭ শতাংশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদায়কৃত বিভিন্ন করের মধ্যে আমদানি শুল্ক আদায়ের প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ (৬৯.৪ শতাংশ)। এর পরে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর ৩৬.৯ শতাংশ এবং অন্যান্য কর ৩৩.৩ শতাংশ। আয়কর একই সময়ে ১৪.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। কর বর্হিভূত রাজস্ব বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৬.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। কারণ সরকারি মালিকানাধীন এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ ইতোমধ্যেই বিগত দুই অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা পড়েছে।

সারণি ৪.৭: রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি, ২০২১-২২ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

	২০২১-২২		২০২১-২২ (জুলাই- ফেব্রুয়ারি)		২০২০-২১ (জুলাই- ফেব্রুয়ারি)	আট মাসের প্রবৃদ্ধি
বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার %	প্রকৃত আদায়	হার (%)
মোট রাজস্ব	৩৮৯০	৩৮৯০	২৩২৪	৫৯.৭	১৯৩৪	২০.২
কর রাজস্ব	৩৪৬০	৩৪৬০	২১০৩	৬০.৮	১৫৮৫	৩২.৭
এনবিআর কর	৩৩০০	৩৩০০	২০৬৩	৬২.৫	১৫৪৫	৩৩.৫
আয় ও মুনাফা	১০৪৯	১০৫৩	৫৬২	৫৩.৪	৪৯২	১৪.২
মূসক ও সম্পূরক শুল্ক	১৮২২	১৮২১	১১৫৪	৬৩.৪	৮৪৩	৩৬.৯
আমদানি শুল্ক	৩৭৯	৩৮০	৩১৫	৮২.৯	১৮৬	৬৯.৪
অন্যান্য কর	৪৯	৪৬	৩২	৬৯.৬	২৪	৩৩.৩
এনবিআর বর্হিভূত কর	১৬০	১৬০	৪০	২৫.০	৪০	০.০
কর বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর)	৪৩০	৪৩০	২২১	৫১.৪	৩৪৯.৪	-৩৭

উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.১০ করোনা অতিমারির পর ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। প্রবৃদ্ধির এ ধারা ২০২১-২২ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে রাজস্ব আদায় গত অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় ২০.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বর্তমান অর্থবছরে ৩৮৯০ বিলিয়ন টাকার রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নিতে হবে।

চিত্র ৪.৫: ২০২১-২২ অর্থবছরের রাজস্ব সংগ্রহের হালচিত্র

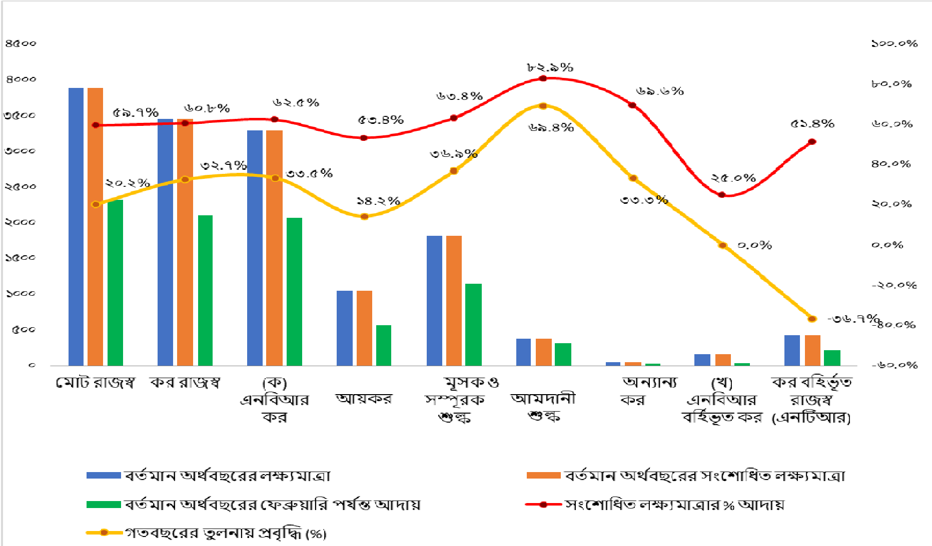

কর অব্যাহতি এবং রাজস্ব আদায়ে এর প্রভাব

৪.১১ রাজস্ব আদায়ে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর হতে বিভিন্ন সেক্টর, প্রজেক্ট এবং পণ্যের উপর যে কর অব্যাহতি দেয়ার চর্চা রয়েছে তার বিশদ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বর্তমানে রপ্তানিকারক, দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য এবং বিভিন্ন উন্নয়ন ও বিনিয়োগ প্রকল্পে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ অনুসারে উক্ত অর্থবছরে ৭,৫২৪ বিলিয়ন টাকার মোট আমদানির মধ্যে ৪৪ শতাংশ আমদানির উপর কোন শুল্ক কর আদায় করা হয়নি। এর মধ্যে আছে ১,৬১৭ বিলিয়ন টাকার আমদানি (মোট আমদানির ২১.৫ শতাংশ) যা এসআরও এবং স্পেশাল অর্ডার এর আলোকে শূন্য শুল্ক হারে আমদানি হয়েছে। শতভাগ রপ্তানিমূখী প্রতিষ্ঠানের শুল্কমুক্ত বন্ড সুবিধার আওতায় আমদানির পরিমাণ ১,২৪২ বিলিয়ন টাকা (মোট আমদানির ১৬.৫ শতাংশ)। ইপিজেড এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনা শুল্কে আমদানির পরিমাণ ছিল ৪৪৫ বিলিয়ন টাকা (মোট আমদানির ৬ শতাংশ)। এছাড়াও ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃক শুল্কমুক্ত আমদানি পরিমাণ ছিল ৬ বিলিয়ন টাকা (মোট আমদানির

০.০৮ শতাংশ)। একইভাবে আয়কর এবং মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন অব্যাহতি ও কর অবকাশ সুবিধার কারণে রাজস্ব আদায় কী পরিমাণে হ্রাস পাচ্ছে তা বিশ্লেষণের জন্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে।

রাজস্ব প্রশাসনে সংস্কার কার্যক্রম

৪.১২ কর অব্যাহতির বিষয়টি ছাড়াও বাংলাদেশে কর-জিডিপি হার কম হওয়ার দু'টি প্রধান কারণ হচ্ছে কর প্রতিপালনে অনীহা এবং কর জালের সীমিত বিস্তৃতি। সেজন্য বাংলাদেশের রাজস্ব প্রশাসনে বিভিন্ন সংস্কারের ও উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে কর হার না বাড়িয়ে কর প্রতিপালনে সবাইকে উৎসাহিত করা। কর ব্যবস্থায় ফলপ্রসূ এবং অর্থবহ সংস্কারের জন্য গৃহিত বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে আছে রাজস্ব প্রশাসনকে জনবান্ধব ও দক্ষ করা যাতে কর প্রতিপালন বৃদ্ধি পায়, কর আদায়ের পদ্ধতি সহজীকরণ, করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা, কর অব্যাহতি ও কর অবকাশে ব্যাপ্তি ও মেয়াদ যোক্তিকীকরণ ইত্যাদি। বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য রাজস্ব প্রশাসনের দক্ষতা এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

৪.১৩ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক, মূসক ও আয়কর অনুবিভাগ থেকে আইন এবং প্রশাসনিক সংস্কারের বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কার্যক্রম ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং কিছু কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রাজস্ব আদায়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে হলে সংস্কার কার্যক্রমের ব্যাপকতা আনয়ন এবং আইনি সংস্কারের গতি বৃদ্ধি করতে হবে। এখানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চলমান সংস্কার কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

ক. নতুন আইন ও বিধি প্রণয়ন

- *মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বাস্তবায়নঃ* আইনটি বাস্তবায়নের ফলে মূল্য সংযোজন কর এবং স্থানীয় পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আদায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আইনটি জুলাই ২০১৯ থেকে বাস্তবায়নের পর সাময়িকভাবে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে তেমন সাফল্য প্রদর্শনে সক্ষম না হলেও বর্তমান অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। অন্যদিকে, কোভিড অতিমারির কারণে বিগত দুই বছরে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে বিরূপ অবস্থা বিরাজ করায় এসময়ে মূসক আদায় তেমন বৃদ্ধি পায়নি।

- *নতুন শুল্ক আইনের খসড়া প্রণয়ন:* জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নতুন শুল্ক আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে। নতুন শুল্ক আইনটি ১৯৬৯ সালের শুল্ক আইনকে প্রতিস্থাপন করবে। নতুন শুল্ক আইনটি ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন, সংশোধিত কিয়োটো কনভেনশন এবং ডব্লিউটিও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট এ উল্লেখিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন আইন শুল্ক কর আদায়ের পদ্ধতি সহজতর করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

- *নতুন আয়কর আইনের খসড়া প্রণয়ন:* আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ কে করদাতা সহায়ক করার জন্য নতুন প্রত্যক্ষ কর আইন প্রণয়ণের কাজ চলমান রয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে। নতুন আইনটি কর ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক হবে।

খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাঠামোগত সংস্কার ও আধুনিকায়ন:

- *ভ্যাট ব্যবস্থার অটোমেশন:* ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট (VoP)-এর মাধ্যমে মার্চ ২০১৭ থেকে অনলাইনে মূসক নিবন্ধন শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু হয়েছে জুলাই ২০১৯ থেকে। এছাড়াও ২০১৯ এর জুলাই থেকে অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন জমা দেওয়া যাচ্ছে, যার মাধ্যমে মূসক প্রশাসনে ডিজিটাল ফাইলিং সিস্টেম চালু হয়েছে।

- *ই-পেমেন্ট:* কর প্রদান সহজ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম (ই-পেমেন্ট) পদ্ধতি চালু করেছে, যার আওতায় ২০১৭ সাল থেকে শুল্ককর, ২০১৮ সাল থেকে আয়কর এবং জুলাই ২০১৯ থেকে মূসক প্রদান করা যাচ্ছে। এছাড়াও, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর মাধ্যমে আয়কর পরিশোধ করা যাচ্ছে। বারোটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে একাউন্ট রয়েছে এমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি ব্যাংকে না গিয়ে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতেই মূসক প্রদান করতে পারছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক হয়ে RTGS (Real Time Gross Settlement) এর মাধ্যমে মূসক পরিশোধ করা হয় এবং এর তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের IVAS (Integrated Vat Administration System) এ প্রেরণ করা হয়। করদাতা IVAS থেকে কর পরিশোধের মেসেজ পান।

- *এ- চালান প্রচলন:* সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা হওয়ার সুবিধার্থে Automated Challan (A-Challan) চালু করা হয়েছে। আয়কর বিধি ১৯৮৪ এর বিধি ২৬এ অনুসারে পাঁচ লক্ষ টাকার নিচে সকল আয়কর পরিশোধের জন্য এ-চালান পাইলট ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ পদ্ধতি শুল্ক ও মূসক পরিশোধের ক্ষেত্রেও প্রবর্তন করার পরিকল্পনা করছে। এ-চালানের ফলে ভূয়া রিটার্ন জমা ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং নিরীক্ষা দপ্তরের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকলে তা দূর করতে এ-চালান পদ্ধতি সহায়ক হবে।

- *অনলাইনে কর রিটার্ন দাখিল:* ব্যক্তি করদাতাগণ তাদের আয়কর রিটার্ন https://etaxnbr.gov.bd এ জমা দিতে পারেন। এবছর ১ লক্ষ ব্যক্তি শ্রেণির করদাতা তাদের আয়কর রিটার্ন অনলাইনে জমা দিয়েছেন।

- *ই-টিডিএস:* জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎসে কর কর্তন সহজ করার জন্য ই-টিডিএস এর অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (https://etds.gov.bd/login) চালু করেছে। এ প্ল্যাটফর্মে খুব সহজে করদাতা প্রতিষ্ঠান ১৪টি রিপোর্টও জমা দিতে পারছে।

- *ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (ইএফডি):* মূসক আদায়ে ফাঁকি রোধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস ও সেলস ডাটা কন্ট্রোলার (এসডিসি) মেশিন ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন আবাসিক হোটেল, ফাস্ট ফুডের দোকান, মিষ্টির দোকান, ডেকোরেটর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৪,৫৯৮টি ইএফডি/এসডিসি ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও যেসব মূসক নিবন্ধিত ফ্যাক্টরিতে বার্ষিক টার্নওভার পাঁচ কোটি টাকা বা তার থেকে বেশি তাদের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনুমোদিত মূসক সফটওয়্যার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

- *অনিবাসী কোম্পানির মূসক অনুমোদিত ভ্যাট এজেন্টের মাধ্যমে পরিশোধ:* Google, Facebook, Microsoft এর ন্যায় ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনলাইনে প্রদত্ত সেবার উপর প্রদেয় মূসক তাদের নিজ নিজ ভ্যাট এজেন্টের মাধ্যমে পরিশোধের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে আদেশ জারি করা

হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে অফিস না খুলেও এ ধরণের প্রতিষ্ঠান প্রদেয় মূসক অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারছে।

- *সেন্ট্রাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অফিস:* সমুদ্র ও বিমানবন্দর থেকে আমদানিকৃত পণ্য চালান দ্রুত খালাসের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে অনূর্ধ্ব ১০ শতাংশ পণ্য সরেজমিনে পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করে বাকি পণ্য দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয়ভাবে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- *অটোমেটেড বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম:* বন্ড ব্যবস্থার অপব্যবহার রোধে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থার অটোমেশনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জুন ২০২৩ এর মধ্যে এ ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপে চালু হওয়ার আশা করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে লাইসেন্সিং মডিউল চালু করা হয়েছে এবং অন্যান্য মডিউলও শ্রীঘ্রই চালু করা হবে।

- *টাইম রিলিজ স্টাডি:* শুল্ক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের প্রধান বন্দরসমূহে আমদানিকৃত পণ্য চালানের খালাস দ্রুত করার লক্ষ্যে বর্তমানে কী কারণে খালাস প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটে তা জানার জন্য টাইম রিলিজ স্টাডি করার উদ্যোগ নিয়েছে।

- *করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি:* জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশব্যাপী কর মেলা আয়োজন ও সমীক্ষার মাধ্যমে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সকল করদাতা সনাক্তকরণ নম্বরধারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত টিআইএন-ধারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৭০ লক্ষের বেশি। সর্বমোট ২৯ লক্ষ রিটার্ন মার্চ ২০২২-এর মধ্যে দাখিল করা হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪.১৭ শতাংশ বেশি।

- *অন্যান্য সংস্কার:* জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যান্য চলমান সংস্কারের মধ্যে আছে: ১) National Single Window, পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট, অগ্রিম রুলিং, অথোরাইজেড ইকোনমিক অপারেটর, ইত্যাদির বাস্তবায়ন ও

অপারেশনাইলেশন এবং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন; ২) এসজিএমপি প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে আয়কর জমাদান ব্যবস্থার বাস্তবায়ন; ৩) আয়কর কর্তনের নিরীক্ষণ জোরদার করতে ‘Individual Source Tax Deduction Monitoring Zone’ এর বাস্তবায়ন; ৪) ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে আয়কর পরিশোধের আদায় বৃদ্ধি; ৫) ট্রান্সফার প্রাইসিং ও মানি লন্ডারিং বিরোধী কার্যক্রম সম্প্রসারণ; ৫) আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণ ও অটোমেশন কার্যক্রম জোরদার করা।

গ. স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ:

- ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বর্তমানে যে সকল শুল্কমুক্ত ও অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা পাচ্ছে, তার অনেকগুলোই অব্যাহত থাকবে না। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে একতরফা শুল্ক মুক্ত বাজার সুবিধা হারানোর পর বাংলাদেশকে ঐ দেশগুলোতে রপ্তানি বাজার ধরে রাখার জন্য তাদেরকেও শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা দিতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রীয় কমিটির আওতায় সাতটি উপ-কমিটি কাজ করছে। তন্মধ্যে একটি উপ-কমিটির দায়িত্বে আছে অর্থ বিভাগ ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ। এ উপ-কমিটি কয়েকটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে যার মধ্যে আছে আমদানি পর্যায়ে করহার যৌক্তিকীকরণ, দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অক্ষুন্ন রেখে ভবিষ্যতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য কিভাবে শুল্ক হার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা যায় তার রূপরেখা নির্ধারণ এবং রাজস্ব প্রশাসনে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন যাতে একদিকে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পায় ও অন্যদিকে ব্যবসা ও করদাতা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত হয়।

- অর্থ বিভাগের নেতৃত্বে গঠিত এ উপকমিটির আওতায় তিনটি স্টাডি গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এ স্টাডি গ্রুপগুলো থেকে কিভাবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি করা যায়, দেশীয় শিল্পের স্বার্থ এবং রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতাশীলতা অক্ষুন্ন রেখে শুল্ক হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা যায় এবং WTO এর বিধানের সাথে

সংগতি রেখে সাবসিডি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যায় সে বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে। বাংলাদেশ যেহেতু স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক সাহায্য কার্যক্রমের (international support measures) সুবিধা কমে যাবে তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ সাব-কমিটির একটি প্রধান লক্ষ্য হবে ব্যবসা ও করবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করা।

ঘ. কর বহির্ভূত রাজস্বের সংস্কার

- রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করতে হলে কর বহির্ভূত রাজস্বের প্রতিটি খাতের উপর জোর দিতে হবে। বিগত দুই বছরে কর ব্যতীত রাজস্ব খাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অলস অর্থ জমা হওয়ায় এ খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব জমা হলেও সামনে বছরগুলোতে তা অব্যাহত থাকবে না। তাই কর বহির্ভূত রাজস্বের অন্যান্য খাত, যেমন মুনাফা ও লভ্যাংশ, প্রশাসনিক ফি, সুদ ও জরিমানা, টোল ইত্যাদি যথাযথভাবে আদায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভর্তুকি হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধিতেও সচেষ্ট হতে হবে।

মধ্যমেয়াদে রাজস্ব পূর্বাভাস

৪.১৪ মধ্যমেয়াদে সরকারের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ও ডিজিটাইজেশন বাড়ানো এবং রাজস্ব আদায়ের গতি বাড়াতে হবে। রাজস্ব-জিডিপি হার একটি সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে আয়কর এবং মূল্য সংযোজন কর আদায়ের পরিমাণ এবং এর করজাল ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। কর অব্যাহতি ও কর অবকাশ সুবিধার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যদিও স্থানীয় উৎপাদনকারীদের এবং নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণে কর সুবিধা প্রদান করা হয়, কিন্তু রাজস্ব আদায়ের উপর এর প্রভাবও বিবেচনায় নিতে হবে। কর অব্যাহতি সুবিধার ফলে কি পরিমাণ রাজস্ব কম আদায় হচ্ছে এবং এর বিপরীতে প্রকৃত অর্থে ব্যবসার কি সুবিধা হচ্ছে তার বিশ্লেষণ জরুরি।

সারণি ৪.৮: রাজস্ব আহরণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপণ		
মোট রাজস্ব	৩২৯০	৩৮৯০	৩৮৯০	৪৩৩০	৫১৬৬	৫৯১৫
	(২৩.৮)	(১৮.২)	(১৮.২)	(১১.৩)	(১৯.৩)	(১৪.৫)
কর রাজস্ব	২৬৯৮	৩৪৬০	৩৪৬০	৩৮৮০	৪৬১৬	৫২৯৮
	(২১.৬)	(২৮.২)	(২৮.২)	(১২.১)	(১৯.০)	(১৪.৮)
এনবিআর কর	২৬৩৭	৩৩০০	৩৩০০	৩৭০০	৪৩৬৭	৫০১৮
	(২২.১)	(২৫.১)	(২৫.১)	(১২.১)	(১৮.০)	(১৪.৯)
আয় ও লভ্যাংশ	৮৭২	১০৫০	১০৫০	১১৭৯	১৩৭৩	১৫৭০
	(১৮.৭)	(২০.৪)	(২০.৪)	(১২.০)	(১৬.৫)	(১৪.৩)
আমদানি শুল্ক	৩১৬	৩৭৯	৩৭৯	৪২৪	৫২৪	৬১৭
	(৩৩.২২)	(১৯.৯)	(১৯.৯)	(১১.৩)	(২৩.৬)	(১৭.৭)
মূসক ও সম্পূরক শুল্ক	১৪১৯	১৮২২	১৮২২	২০৪১	২৩৯৬	২৭৪৭
	(২৫)	(২৮.৪)	(২৮.৪)	(১২.১)	(১৭.৪)	(১৪.৬)
এনবিআর বহির্ভূত কর	৬১	১৬০	১৬০	১৮০	২৫০	২৮০
	(২.৭০)	(১৬২.৩)	(১৬২.৩)	(১২.৫)	(৩৮.৯)	(১২.০)
এনটিআর	৫৯২	৪৩০	৪৩০	৪৫০	৫৪৯	৬১৭
	(৩৪.৮০)	(-২৭.৪)	(-২৭.৪)	(৪.৭)	(২২.০)	(১২.৪)

সূত্র: অর্থ বিভাগ; () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা বার্ষিক প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে;

৪.১৫ মধ্যমেয়াদি রাজস্ব প্রক্ষেপণ অনুসারে রাজস্ব আদায় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে যাতে বাংলাদেশ ২০৩১ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে তার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সক্ষম হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে আয়কর থেকে ১,০৫৩ বিলিয়ন টাকা, শুল্ককর থেকে ৩৮০ বিলিয়ন টাকা এবং মূসক ও সম্পূরক শুল্ক থেকে ১,৮২১ বিলিয়ন টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে গত বছরের আদায়ের তুলনায় আয়কর আদায়ে ২০.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি, শুল্ককর আদায়ে ২০.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং মূসক ও সম্পুরক শুল্ক আদায়ে ২৮.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে।

ঘাটতি অর্থায়ন এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা

৪.১৬ সরকার গত এক দশকে বাজেট ঘাটতি এবং ঋণের মাত্রা উভয়ই টেকসই ও সহনীয় পর্যায়ে রাখতে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত নানা অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমস্যা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পেরেছে। ঋণ ও জিডিপি অনুপাতও সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে; দশকের প্রথমার্ধে এটি ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে, তবে দ্বিতীয়ার্ধে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে ৩২.৪ শতাংশে পৌঁছে যা বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ঝুঁকিমুক্ত ঋণ সীমার বেশ নিচে।

সারণি ৪.৯: বাজেট ঘাটতি ও ঋণ

(জিডিপি'র শতাংশে)

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
বাজেট ঘাটতি	৪.০	৩.৭	৪.২	৩.২	২.৯	৪.০	৪.৭	৪.৭	৩.৭
ঋণ	৩৫.৯	৩৬.২	৩৪.৩	২৬.১	২৬.৩	২৭.২	২৮.৯	৩১.৭	৩২.৪

সূত্র: অর্থ বিভাগ

ঘাটতি অর্থায়ন

৪.১৭ বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। বিগত এক দশকে মোট ঘাটতি অর্থায়নের গড়ে প্রায় ২৬ শতাংশ বৈদেশিক উৎস থেকে এসেছে যার মধ্যে রয়েছে বহুপাক্ষিক এবং দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের প্রদত্ত ঋণ এবং কিছুটা অনুদান। অপরদিকে, অভ্যন্তরীণ উৎস হতে মোট অর্থায়নের ৭৪ শতাংশ পূরণ হয়েছে। এর মধ্যে ২৭ শতাংশ এসেছে ব্যাংক হতে এবং ৪৭ শতাংশ এসেছে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে। ব্যাংক বহির্ভূত উৎসের মধ্যে সিংহভাগ এসেছে জাতীয় সঞ্চয়পত্র হতে; ২০১১-১২ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ঘাটতি অর্থায়নের গড়ে ৩৩ শতাংশই এসেছে জাতীয় সঞ্চয়পত্র হতে।

সারণি ৪.১০: ঘাটতি অর্থায়ন (২০১৪-১৫ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর)

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থায়নের উৎসসমূহ	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
মোট অর্থায়ন	৬২১.৯	৬৭৩.২	৬৭৫.১	১০৫৪.৯	১৩৯৮.১	১৪৭৬.৯	১৩০৫.৬
	(৪.২)	(৩.২)	(২.৯)	(৪.০)	(৪.৭)	(৪.৭)	(৩.৭)
বৈদেশিক (নীট)	১১১.৮	১৫৯.৮	১৩১.৩	২৬৪.৯	৩২৯.৭	৪৩৪.১	৪৮০.৪
	(০.৮)	(০.৮)	(০.৬)	(১.০)	(১.১)	(১.৪)	(১.৪)
ঋণ	১৫৭.৮	২০৪.৮	১৮৮.৯	৩৩১.৩	৪৪৭.৯	৫২২.০	৫৭৭.৩
অনুদান	২৪.৮	২১.৭	১৪.৫	৮.৭	১৬.৮	২৫.২	২৩.৩
পরিশোধ	৭০.৮	৬৬.৬	৭২.০	৭৫.১	১৩৫.০	১১৩.২	১২০.২
অভ্যন্তরীণ	৫১০.৩	৫১৩.৪	৫৪৩.৫	৭৯০.০	১০৬৮.৫	১০৪২.৯	৮২৫.১
	(৩.৫)	(২.৫)	(২.৩)	(৩.০)	(৩.৬)	(৩.৩)	(২.৩)
ব্যাংক	৫.১	১০৬.১	-৮৩.৮	১১৭.৩	৩৪৫.৯	৭৯২.৭	৩২৬.৭
ব্যাংক বহির্ভূত	৫০৫.১	৪০৭.৩	৬২৭.৩	৬৭২.৭	৭২২.৬	২৫০.২	৪৯৮.৪
জাতীয় সঞ্চয়পত্র	২৮৭.১	৩৪১.৫	৫১৮.১	৪৬২.৯	৫০৩.৬	১৫১.৪	৪৩০.৪
অন্যান্য	২১৮.১	৬৫.৭	১২৪.৫	২০৯.৮	২১৮.৮	৯৮.৮	৬৮.০

সূত্র: অর্থ বিভাগ; () বন্ধনীর ভিতরের অংকসমূহ জিডিপি'র শতাংশে নির্দেশ করে।

অভ্যন্তরীন উৎস হতে অর্থায়ন

৪.১৮ সরকার সাধারণত ট্রেজারি বিল ও বন্ড বিক্রির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ব্যাংক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। পাশাপাশি, সরকারের দৈনন্দিন নগদ চাহিদা মেটাতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'উপায় ও উপকরণ অগ্রিম' এবং 'ওভারড্রাফ্ট' প্রদান করে থাকে। বর্তমানে ৯১ দিন, ১৮২ দিন এবং ৩৬৪ দিন মেয়াদের ট্রেজারি বিল এবং ১ বছর থেকে ২০ বছর মেয়াদের বন্ড বিক্রি করা হয়। সম্প্রতি সরকার 'সুকুক' নামে ৫ বছর মেয়াদি একটি নতুন অর্থায়ন উপকরণ বাজারে নিয়ে এসেছে। অপরদিকে, ব্যাংক বহির্ভূত উৎসের ক্ষেত্রে, অর্থায়নের প্রধান অংশ আসে বিভিন্ন মেয়াদি জাতীয় সঞ্চয়পত্রের ন্যায় বাজার-বহির্ভূত সঞ্চয় স্কিম হতে।

চিত্র ৪.৬: অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন (জিডিপি'র শতাংশে)

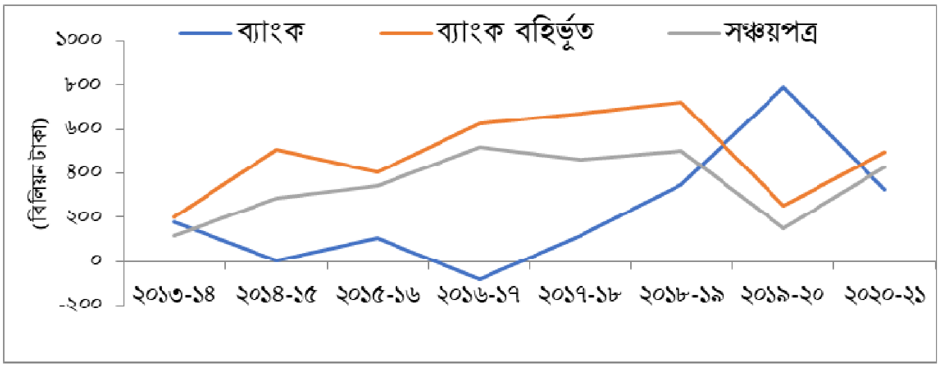

সূত্র: অর্থ বিভাগ

বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়ন

৪.১৯ বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো বহুপাক্ষিক এবং দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী হতে প্রাপ্ত ঋণ ও অনুদান। বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্ন সুদহার, দীর্ঘ গ্রেস পিরিয়ড এবং দীর্ঘ পরিশোধকাল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত নমনীয় ঋণকে (concessional loan) অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এসকল বৈদেশিক ঋণ সাধারণত নির্দিষ্ট প্রকল্প বা কর্মসূচির বিপরীতে গ্রহণ করা হয় বিধায় প্রকৃত ঋণ প্রবাহের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। পাশাপাশি, বাজেট/বিওপি সহায়তা হিসেবেও ঋণ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কোভিড-১৯ অতিমারি চলাকালীন সময়ে প্রধান প্রধান উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাজেট সহায়তা পেয়েছে যা সরকারকে অতিমারির নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা এবং জনগণের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা প্রদানে সহায়ক হয়েছে।

ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা

৪.২০ গত এক দশকে সরকারের ঘাটতি অর্থায়নের উৎসে কিছু পরিবর্তন এসেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে ঋণ গ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময় তাই ব্যাংক উৎস হতে বেশি ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন পড়েনি। তবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং জাতীয় সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় পূর্বের বছরের তুলনায় ৭০

শতাংশ কমে যায়। ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় কিছুটা বাড়লেও আশা করা যায় যে বড় বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুদহার ১-২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কমানোসহ সাম্প্রতিক সুদহার পুনর্বিন্যাস এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে ব্যয়বহুল এ খাত হতে ঋণ গ্রহণের পরিমান নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থাকবে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট মেগা প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগিয়ে যাওয়াসহ অন্যান্য কারণে ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে মোট অর্থায়নে বৈদেশিক ঋণের অংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ হার ৩৬.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

চিত্র ৪.৭: ঘাটতি অর্থায়নের প্রবণতা (জিডিপি'র শতাংশে)

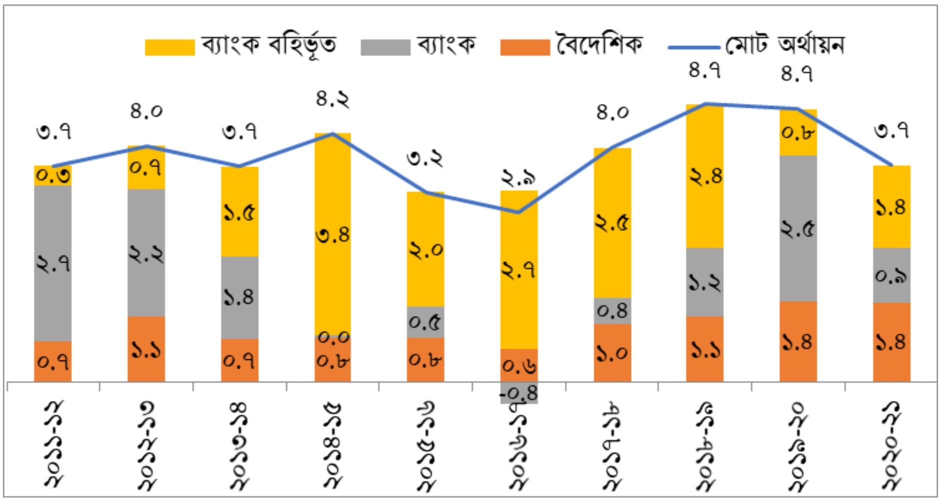

সূত্র: অর্থ বিভাগ

মধ্যমেয়াদে অর্থায়নের পূর্বাভাস

৪.২১ অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার জনগণের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি গ্রহণ করে। এ সময় গণ টিকাদান কর্মসূচি এবং আর্থিক ও রাজস্ব প্রণোদনাসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন পড়ে। ফলে বাজেট ঘাটতি বেড়েছে; জিডিপি'র অনুপাতে বাজেট ঘাটতির পরিমান দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত ৫.০ শতাংশের সীমারেখা ছাড়িয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫.১ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। সরকারের এ সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি আগামী কয়েক বছর অব্যাহত থাকবে; ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঘাটতির পরিমান জিডিপির ৫.৫ শতাংশে পৌছাঁবে। তবে তা ধীরে ধীরে কমিয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছর নাগাদ জিডিপির ৫.০ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।

সারণি ৪.১১: ঘাটতি অর্থায়নের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থায়নের উৎস	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
মোট ঋণ	১৩০৫.৬	২১৪৬.৮	২০৪৫.০	২৪৫০.৬	২৫৪৭.৪	২৮০৩.১
	(৩.৭)	(৬.২)	(৫.১)	(৫.৫)	(৫.১)	(৫.০)
বৈদেশিক (নীট)	৪৮০.৪	১০১২.৩	৮০২.১	৯৮৭.৩	১১২০.৭	১২৬১.৪
	(১.৪)	(২.৯)	(২.০)	(২.২)	(২.২)	(২.৩)
	{৩৬.৮}	{৪৭.২}	{৩৯.২}	{৪০.৩}	{৪৪.০}	{৪৫.০}
ঋণ গ্রহণ	৫৭৭.৩	১১২১.৯	৯১৮.১	১১২৪.৬	১২৫৭.৮	১৪০৭.২
অনুদান	২৩.৩	৩৪.৯	৩১.৯	৩২.৭	৬৭.৬	৭৮.৫
পরিশোধ	১২০.২	১৪৪.৫	১৪৭.৯	১৭০.০	২০৪.৬	২২৪.৩
অভ্যন্তরীণ	৮২৫.১	১১৩৪.৫	১২৪২.৯	১৪৬৩.৪	১৪২৩.০	১৫৪২.৩

অর্থায়নের উৎস	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
	(২.৩)	(৩.৩)	(৩.১)	(৩.৩)	(২.৯)	(২.৮)
	{৬৩.২}	{৫২.৮}	{৬০.৮}	{৫৯.৭}	{৫৫.৯}	{৫৫.০}
ব্যাংক	৩২৬.৭	৭৬৪.৫	৮৭২.৯	১০৬৩.৪	১১৪৮.০	১২৮৯.৪
ব্যাংক বহির্ভূত	৪৯৮.৪	৩৭০.০	৩৭০.০	৪০০.০	২৭৫.০	২৫২.৮
জাতীয় সঞ্চয়পত্র	৪৩০.৪	৩২০.০	৩২০.০	৩৫০.০	২৭৪.৫	২৫২.৩
অন্যান্য	৬৮.০	৫০.০	৫০.০	৫০.০	০.৫	০.৬

সূত্র: অর্থ বিভাগ; () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশে, {} বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট ঋণের শতাংশ নির্দেশ করে।

৪.২২ মোট অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত ঋণের অংশ মধ্যমেয়াদে ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে এবং বৈদেশিক অর্থায়নের হার বাড়বে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এসময় ব্যাংক বহির্ভূত উৎস, বিশেষ করে ব্যয়বহুল সঞ্চয়পত্র, হতে ঋণ গ্রহণের পরিমানও কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে, ব্যাংক খাত হতে ঋণ গ্রহণের পরিমান বাড়বে। পাশাপাশি, বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণের পরিমানও বাড়বে; ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়ন মোট অর্থায়নের ৪৫ শতাংশে পৌঁছাবে। আশা করা যায় যে, বৈদেশিক উৎস হতে এরূপ বর্ধিত অর্থায়নের ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে crowding out এর ঝুঁকি হ্রাস পাবে। আগামী তিন বছরে বৈদেশিক উৎস হতে অনুদানের পরিমাণ সামান্য প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যাবে। অপরদিকে, বাৎসরিক ঋণ পরিশোধের পরিমান ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে।

চিত্র ৪.৮: মধ্যমেয়াদে অর্থায়নের প্রবণতা

(জিডিপি'র শতাংশে)

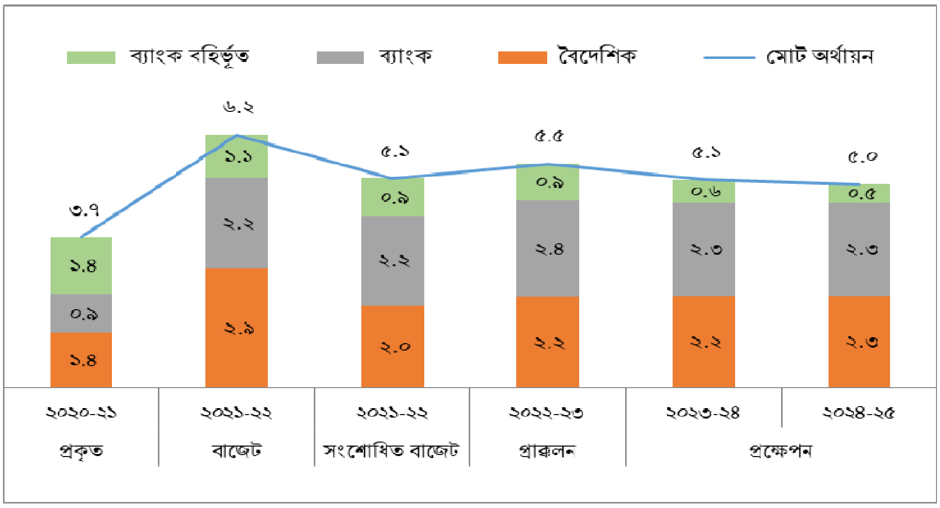

সূত্র: অর্থ বিভাগ

অর্থায়ন ব্যয়

৪.২৩ বাংলাদেশ বহু বছর ধরে স্বল্প সুদের হারে নমনীয় শর্তে (concessional) বৈদেশিক ঋণ পাওয়ার সুবিধা ভোগ করে আসছিল। তবে, ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ায় বাংলাদেশ এখন ব্লেন্ডেড শর্তে বেশিরভাগ ঋণ গ্রহণ করছে, যার ঋণের সুদের হার ও অন্যান্য শর্ত নমনীয় ঋণের চাইতে কিছুটা বেশি হলেও আন্তর্জাতিক ঋণ বাজারের সুদের হারের চাইতে কম। এতে বৈদেশিক ঋণের ব্যয় কিছুটা বেড়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের গড় অন্তর্নিহিত সুদহার ছিল ০.৯ শতাংশ যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছর নাগাদ ১.৭ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অপরদিকে, সঞ্চয়পত্র হতে ঋণ গ্রহণ কমানোর মাধ্যমে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ ব্যয় হ্রাস পাবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ঋণের গড় অন্তর্নিহিত সুদহার ছিল ৯.২ শতাংশ যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭.৯ শতাংশে নেমে আসবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে সার্বিক সুদের হার ৬ শতাংশের নিচে থাকবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সারণি ৪.১২: ঋণের ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

খাত	প্রকৃত					বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
সুদ পরিশোধ	৩৫৩	৪১৮	৪৯৫	৫৭৪	৭০৬	৬৮৬	৭১২	৮০৪	৯৮৩	১১৪৪
	(১৩.১)	(১৩.০)	(১২.৬)	(১৩.৯)	(১৫.৪)	(১১.৪)	(১২.০)	(১১.৯)	(১২.৭)	(১৩.১)
	{৬.১}	{৬.৩}	{৬.৩}	{৬.২}	{৬.৬}	{৫.৪}	{৫.৭}	{৫.৫}	{৫.৭}	{৫.৭}
অভ্যন্তরীণ	৩৩৫	৩৮২	৪৬০	৫৩১	৬৬৩	৬২০	৬৫০	৭৩২	৮৮৩	১০০৯
	(১২.৫)	(১১.৮)	(১১.৭)	(১২.৮)	(১৪.৪)	(১০.৩)	(১১.০)	(১০.৮)	(১১.৫)	(১১.৬)
	{৯.২}	{৯.২}	{৯.৪}	{৯.১}	{৯.৮}	{৭.৮}	{৮.৩}	{৭.৯}	{৮.২}	{৮.৩}
বৈদেশিক	১৮	৩৬	৩৪	৪৩	৪৩	৬৬	৬২	৭২	১০০	১৩৫
	(০.৭)	(১.১)	(০.৯)	(১.০)	(০.৯)	(১.১)	(১.১)	(১.১)	(১.৩)	(১.৫)
	{০.৯}	{১.৪}	{১.২}	{১.২}	{১.১}	{১.৪}	{১.৪}	{১.৩}	{১.৫}	{১.৭}

সূত্র: অর্থ বিভাগ, () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট সরকারি ব্যয়ের শতাংশ, {} বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা অন্তর্নিহিত সুদের হার[৪] নির্দেশ করে।

[৪] চলতি বছরের সুদ ব্যয়কে চলতি বছর ও পূর্ববর্তী বছরের গড় ঋণ দ্বারা ভাগ করে অন্তর্নিহিত সুদহার হিসাব করা হয়েছে।

চিত্র ৪.৯: অন্তর্নিহিত সুদহারের পরিবর্তন

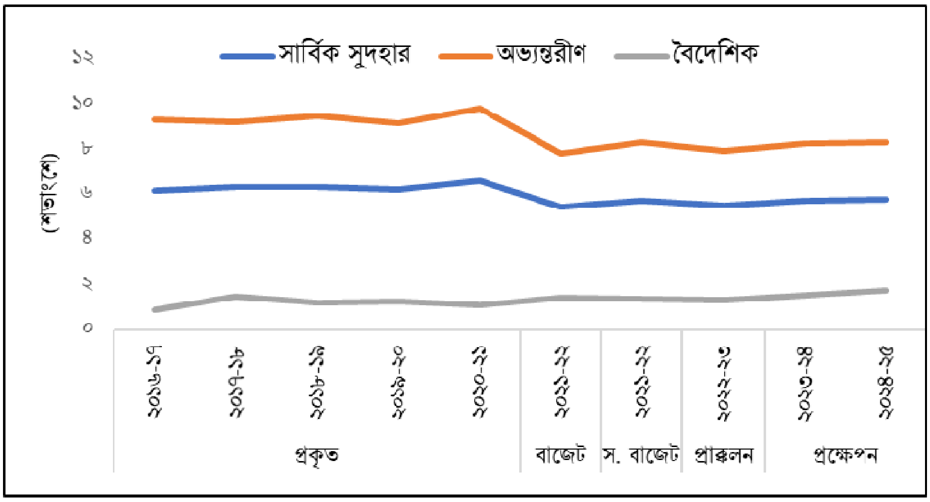

সূত্র: চিত্রটি সারণি ৪.১২- এর তথ্য ব্যবহার করে অংকন করা হয়েছে।

অর্থায়ন কৌশল

৪.২৪ জিডিপির শতাংশে মোট ঋণ এবং বৈদেশিক ঋণের পরিমান ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত হ্রাস পায়, এবং এরপর তা আবার বাড়তে শুরু করে। অপরদিকে, অভ্যন্তরীণ ঋণ-জিডিপি অনুপাত ২০১৫-১৬ অর্থবছর ব্যতীত বাকী বছরগুলোতে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে (জিডিপি'র ভিত্তি বছর পরিবর্তনের কারণে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে)। রাজস্ব সংগ্রহের ধারাবাহিক নিম্নহার সরকারের ফিসক্যাল স্পেস সংকুচিত করে চলেছে। অথচ, উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে সারাদেশে ব্যাপক ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ পরিস্থিতিতে, সরকার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস থেকে ভারসাম্য বজায় রেখে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের কৌশল অনুসরণ করছে। বৈদেশিক অর্থায়নের খরচ কম হওয়ায় সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছর নাগাদ বৈদেশিক উৎস হতে মোট অর্থায়নের ৪৫ শতাংশ সংগ্রহ করা এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমান মোট অর্থায়নের ৫৫ শতাংশে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

চিত্র ৪.১০: ঋণের স্থিতিতে পরিবর্তন (জিডিপি'র শতাংশে)

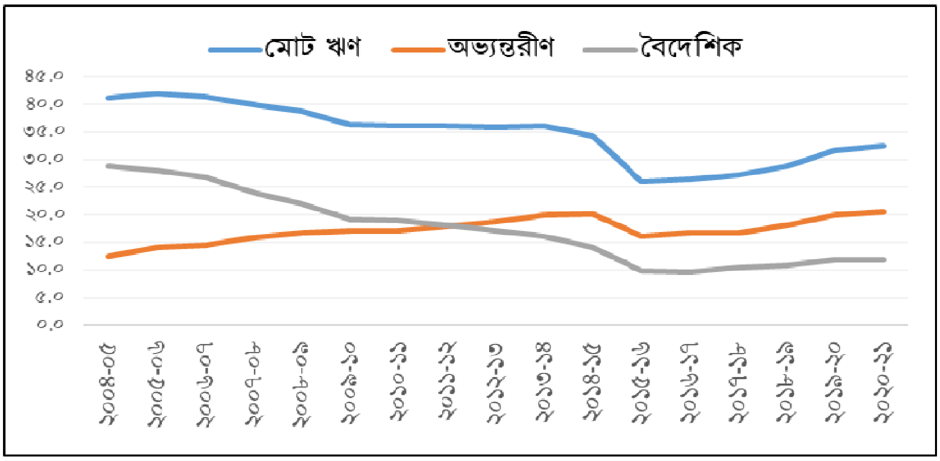

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

৪.২৫ অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের ক্ষেত্রে সরকারের কৌশল হল ব্যাংক এবং ব্যাংক বহির্ভূত উৎসের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এমনভাবে ঋণ গ্রহণ করা যাতে এ খাতে ঋণ পরিশোধের ব্যয় হ্রাস পায় এবং একইসাথে অভ্যন্তরীণ বাজারে crowding out এর ঝুঁকি তৈরি না হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে, অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের ৬০ শতাংশই এসেছে ব্যাংক বহির্ভূত উৎসসমূহ থেকে। সরকার এ অনুপাতকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর নাগাদ ১৬.৪ শতাংশে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করছে। বিশেষ করে, ব্যয়বহুল সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমান ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৫১৮ বিলিয়ন টাকা হতে কমিয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছর নাগাদ ২৫২ বিলিয়ন টাকায় নামিয়ে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে সামনের দিনগুলোতে সরকারের সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় কমে আসবে।

৪.২৬ অভ্যন্তরীণ অর্থায়নে অধিকতর দক্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার ট্রেজারি সিকিউরিটিজের বাজার সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে, বেশিরভাগ ট্রেজারি সিকিউরিটিজের ক্রেতা হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ। ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFIs) কর্তৃক ট্রেজারি বিলে বিনিয়োগের পরিমান খুবই নগণ্য এবং উক্ত

প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ শতাংশ। দেশে বীমা খাতের বিকাশ আশানুরূপ হয়নি এবং পেনশন তহবিলের মতো কোন দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগযোগ্য তহবিলও নেই। তবে, সরকার শীঘ্রই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা শুরু করার পরিকল্পনা করেছে যা অন্যান্য সংস্কারের সাথে মিলে সিকিউরিটিজ মার্কেটকে আরও গতিশীল করে তুলতে পারে এবং তা সরকারকে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে আরও সুষম এবং কম ব্যয়বহুল ঋণ গ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারে।

৪.২৭ সরকার ২০২০ সালের ডিসেম্বরে 'ইজারাহ সুকুক' নামে একটি শরীয়াহ-সম্মত বিনিয়োগ উপকরণ চালু করেছে। 'সারা দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রথম সুকুক (৮০ বিলিয়ন টাকা) এবং ‘নিড বেজড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব গর্ভনমেন্ট প্রাইমারি স্কুলস প্রজেক্ট (১ম পর্যায়)’- এ সুনির্দিষ্ট সম্পদ ক্রয়ের জন্য ২য় সুকুক (৫০ বিলিয়ন টাকা) ইস্যু করা হয়। অতি সম্প্রতি ৫০ বিলিয়ন টাকা সমমানের তৃতীয় আরেকটি সুকুক ইস্যু করা হয়েছে এবং সরকার ভবিষ্যতে আরও সুকুক ইস্যু করবে। এ নতুন বিনিয়োগ উপকরণ সরকারি সিকিউরিটিজ মার্কেটে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করবে।

ঋণ স্থিতির প্রোফাইল

৪.২৮ জিডিপি’র উচ্চ প্রবৃদ্ধি, স্থিতিশীল বিনিময় হার, এবং সরকার কর্তৃক আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপালন ইত্যাদির ফলে গত এক দশক ধরে ঋণের মাত্রা স্থিতিশীল আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের শেষে মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে জিডিপি’র ৩২.৪ শতাংশ যার মধ্যে ২০.৫ শতাংশ অভ্যন্তরীণ ঋণ হতে এবং বাকি ১১.৯ শতাংশ বৈদেশিক ঋণ। জুন ২০২১ শেষে দেখা যায়, মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ স্থিতির সর্বোচ্চ পরিমান (৪৭.৮ শতাংশ) সঞ্চয়পত্র হতে নেয়া ঋণ এবং ব্যাংকিং খাত হতে ঋণ হলো ৪৬.২ শতাংশ। অপরদিকে, বৈদেশিক ঋণ স্থিতিতে সর্বোচ্চ অংশ (৩৬ শতাংশ) হলো বিশ্বব্যাংক থেকে নেয়া ঋণ; এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং জাপান সরকারের দেয়া ঋণ যথাক্রমে ২৩ শতাংশ এবং ১৯ শতাংশ।

সারণি ৪.১৩: ঋণের আকার (২০১১-১২ হতে ২০২০-২১)

(বিলিয়ন টাকায়)

	অর্থ বছর									
সূচক	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
মোট ঋণ	৩৭০৪	৪১৬৭	৪৭০৮	৫০৩৯	৫৪২০	৬১২৩	৭১৮৬	৮৫৩৬	১০০৬২	১১৪৪৩
	(৩৬.২)	(৩৫.৯)	(৩৬.২)	(৩৪.৩)	(২৬.১)	(২৬.৩)	(২৭.২)	(২৮.৯)	(৩১.৭)	(৩২.৪)
অভ্যন্তরীণ	১৮৪২	২১৭৬	২৬০৭	২৯৫৫	৩৩৬১	৩৮৮১	৪৪৩৫	৫৩৩৮	৬৩১৪	৭২৩৯
	(১৮.০)	(১৮.৭)	(২০.০)	(২০.১)	(১৬.২)	(১৬.৭)	(১৬.৮)	(১৮.১)	(১৯.৯)	(২০.৫)
	{৪৯.৭}	{৫২.২}	{৫৫.৪}	{৫৮.৭}	{৬২.০}	{৬৩.৪}	{৬১.৭}	{৬২.৫}	{৬২.৭}	{৬৩.৩}
বহিঃ	১৮৬২	১৯৯১	২১০১	২০৮৩	২০৫৯	২২৪২	২৭৫১	৩১৯৮	৩৭৪৮	৪২০৪
	(১৮.২)	(১৭.১)	(১৬.১)	(১৪.২)	(৯.৯)	(৯.৬)	(১০.৪)	(১০.৮)	(১১.৮)	(১১.৯)
	{৫০.৩}	{৪৭.৮}	{৪৪.৬}	{৪১.৩}	{৩৮.০}	{৩৬.৬}	{৩৮.৩}	{৩৭.৫}	{৩৭.৩}	{৩৬.৭}

উৎসঃ অর্থ বিভাগ; () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশে, {} বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট ঋণ স্থিতির শতাংশে নির্দেশ করে।

চিত্র ৪.১১: ঋণের আকার (২০১১-১২ হতে ২০২০-২১)

(জিডিপি'র শতাংশে)

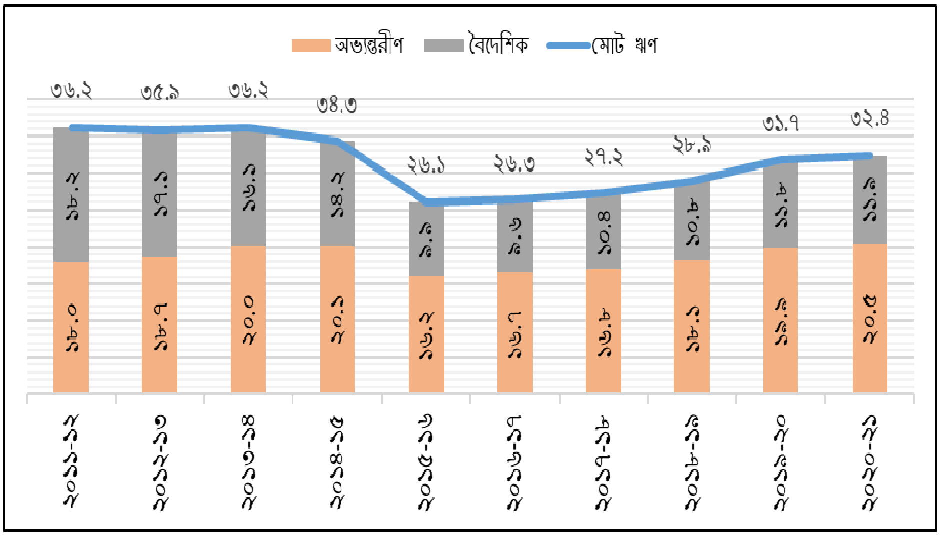

সূত্র: অর্থ বিভাগ; নোট: ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি'র ভিত্তিবছর পরিবর্তন করে ২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬ করা হয়েছে।

ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ

৪.২৯ কোভিড-১৯ অতিমারির নেতিবাচক প্রভাব থেকে পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে মধ্যমেয়াদে সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি অব্যাহত থাকবে। ফলে ঋণ-জিডিপি অনুপাত ২০২০-২১ অর্থবছরের ৩২.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৮.১ শতাংশে পৌঁছাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ঋণের স্থিতি (জিডিপির শতাংশে) বাড়তে থাকবে। তবে, অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতির চেয়ে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি জিডিপি'র ১৪.৯ শতাংশে এবং মোট ঋণ স্থিতির ৩৯.২ শতাংশে পৌঁছাবে। ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে মোট ঋণ ছিল বার্ষিক রাজস্ব আয়ের ৩৪৮ শতাংশ; এ অনুপাত ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে ৩৬২ শতাংশে পৌঁছবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সারণি ৪.১৪: ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ

(বিলিয়ন টাকা)

সূচক	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
মোট ঋণ	১১৪৪৩	১৩৯২০	১৩৫১০	১৫৯৮৪	১৮৫৫২	২১৩৮১
	(৩২.৪)	(৪০.৩)	(৩৪.০)	(৩৫.৯)	(৩৭.২)	(৩৮.১)
অভ্যন্তরীণ	৭২৩৯	৮৬৪৭	৮৫০৪	৯৯৯১	১১৪৩৮	১৩০০৬
	(২০.৫)	(২৫.০)	(২১.৪)	(২২.৫)	(২২.৯)	(২৩.২)
	{৬৩.৩}	{৬২.১}	{৬২.৯}	{৬২.৫}	{৬১.৭}	{৬০.৮}
বৈদেশিক	৪২০৪	৫২৭৩	৫০০৬	৫৯৯৩	৭১১৪	৮৩৭৫
	(১১.৯)	(১৫.৩)	(১২.৬)	(১৩.৫)	(১৪.৩)	(১৪.৯)
	{৩৬.৭}	{৩৭.৯}	{৩৭.১}	{৩৭.৫}	{৩৮.৩}	{৩৯.২}

সূত্র: অর্থ বিভাগ; () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশে, {} বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট ঋণ স্থিতির শতাংশে নির্দেশ করে।

নোট: ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটের হিসাবসমূহ জিডিপির ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ এবং অন্যান্য হিসাবসমূহ জিডিপির ভিত্তিবছর ২০১৫-১৬ অনুসারে করা হয়েছে।

চিত্র ৪.১২: ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (জিডিপি'র শতাংশে)

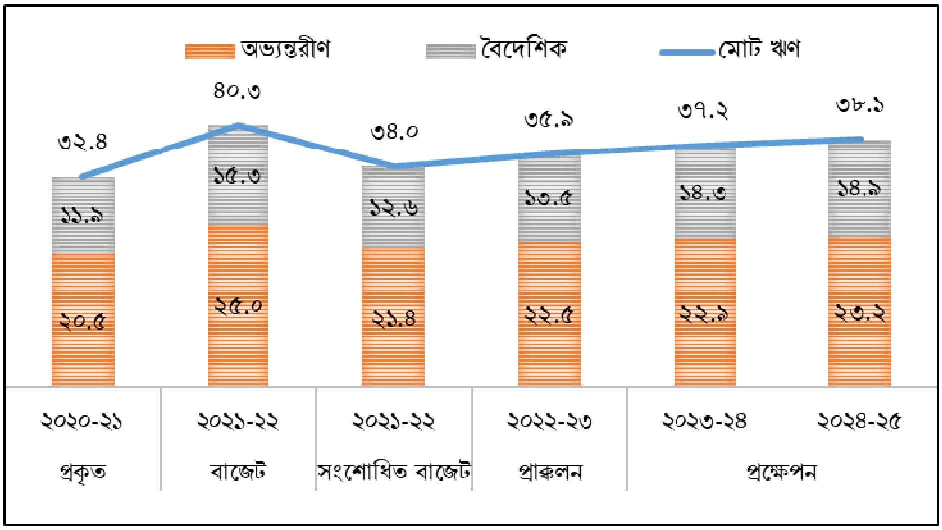

সূত্র: অর্থ বিভাগ

ঋণধারণ সক্ষমতা

৪.৩০ করোনা অতিমারির প্রভাব হতে দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সম্পন্ন করে বাংলাদেশের অর্থনীতি আগামী তিন বছরে উচ্চ প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যাবে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছর নাগাদ এ প্রবৃদ্ধির হার ৮.০ শতাংশে পৌঁছাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অপরদিকে, অন্তর্নিহিত সুদহার মধ্যমেয়াদে ৬.০ শতাংশের নিচে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জিডিপি'র এ উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার (সুদের হারের তুলনায়) বাংলাদেশকে অনুকূল ঋণ পরিবেশ প্রদান করবে। উল্লেখ্য, জিডিপি'র ভিত্তি বছর পরিবর্তন করে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর নির্ধারণ করায় ঋণের মাত্রা ইতোমধ্যে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যময় পর্যায়ে নেমে এসেছে।

চিত্র ৪.১৩: জিডিপি'র ভিত্তিবছর পরিবর্তনের ফলে বাজেট ঘাটতি ও জিডিপি'র অনুপাতে পরিবর্তন

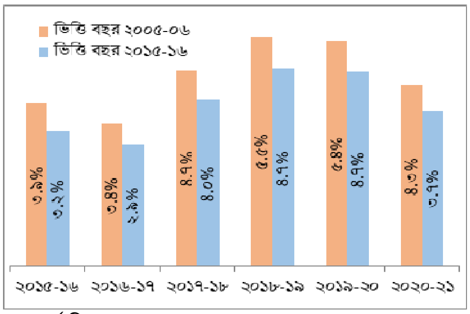

সূত্র: অর্থ বিভাগ

চিত্র ৪.১৪: জিডিপি'র ভিত্তিবছর পরিবর্তনের ফলে ঋণ ও জিডিপি'র অনুপাতে পরিবর্তন

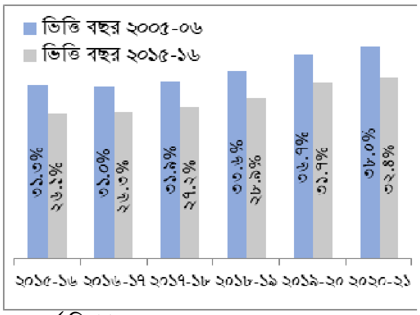

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৩১ বিগত বছরগুলোতে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের যৌথভাবে করা ঋণ স্থিতিশীলতা বিশ্লেষণ (ডেট সাসটেইনেবিলিটি এনালাইসিস, ডিএসএ) প্রতিবেদনসমূহ ধারাবাহিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, বাংলাদেশের সরকারি ঋণের স্থিতি নিম্ন ঝুঁকিতে (low risk of debt stress) রয়েছে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত আইএমএফ আর্টিকেল ফোর প্রতিবেদনে IMF-IDA কর্তৃক ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে পরিচালিত বিশদ ডিএসএ প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'সুশৃঙ্খল আর্থিক ব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশ ঋণ চাপের স্বল্প ঝুঁকিতে থাকতে পেরেছে, তবে উন্নয়নমূলক এবং সামাজিক লক্ষ্যসমূহ আর্থিকভাবে টেকসই পথে অর্জন করতে হলে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমান বাড়ানো প্রয়োজন'। উক্ত প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য সার্বিক ঋণ স্থিতির প্রান্তিক সীমা (threshold) জিডিপি'র ৭০ শতাংশ থেকে কমে জিডিপি'র ৫৫ শতাংশে এবং বৈদেশিক ঋণ স্থিতির প্রান্তিক সীমা জিডিপি'র ৫৫ শতাংশ থেকে কমে জিডিপি'র ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে, উক্ত ডিএসএ এর অধীনে হিসাবকৃত বেসলাইন এবং স্ট্রেস টেস্ট (২০৩২ সাল পর্যন্ত) উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের সার্বিক এবং বৈদেশিক ঋণের স্থিতি এ হ্রাসকৃত প্রান্তিক সীমার মধ্যে রয়েছে। এসময়, অন্যান্য ঝুঁকি নির্দেশকসমূহও, যেমন- বৈদেশিক ঋণ ও রপ্তানির অনুপাত এবং বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের দায় ও জিডিপি'র অনুপাত, সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থাকবে।

প্রচ্ছন্ন দায়

৪.৩২ সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঋণের বিপরীতে গ্যারান্টি/কাউন্টার গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে ঋণের প্রচ্ছন্ন দায় বহন করতে পারে। ২০২২ সালের মে পর্যন্ত, সরকারি গ্যারান্টি/কাউন্টার গ্যারান্টির অবহিত মূল্য দাঁড়ায় ১২৫৯.৮০ বিলিয়ন টাকা এবং সে গ্যারান্টিগুলির বিপরীতে বকেয়া ঋণের পরিমান দাড়াঁয় ৯২৬.০০ বিলিয়ন টাকা যা ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত জিডিপি'র ২.৩৩ শতাংশ এবং মোট সরকারি ব্যায়ের ১৫.৬ শতাংশ। সরকারের প্রচ্ছন্ন দায়ের সবচেয়ে বেশি অংশ যায় বিদ্যুৎ খাতে (৫৩.৫ শতাংশ), এরপর বাংলাদেশ বিমান (৮.৪ শতাংশ) এবং বিসিআইসি (৭.৪ শতাংশ)। প্রচ্ছন্ন দায়সমূহের গুণমান এবং পরিমাণ পরীক্ষা করার জন্য সরকার একটি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, যা ঝুঁকি কাঠামো এবং গ্যারান্টি/কাউন্টার গ্যারান্টি নির্দেশিকার অধীনে কাজ করে।

বাঃসঃমুঃ-২০২১-২২/৭৮৭১ কম-এ-২৫০০ বই, ২০২২।